A Study of TIPRA LANGUAGE

Santosh kumar Chakraborty

TRIBAL RESEARCH INSTITUTE
GOVT. OF TRIPURA

A STUDY OF TIPRA LANGUAGE

সন্তোষ কুমার চক্রবর্তী, এম. এ.

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল্. (কলা) উপাধির জন্য
উপস্থাপিত গবেষণা পত্র

১৯৮১

উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

A Study of Tipra Language

(তিপ্‌রা ভাষা পরিক্রমা)

উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র

ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

সাপকনাই

পারুল প্রকাশনী

আখাউড়া রোড, আগরতলা

দাম ঃ ৭০ টাকা

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

সর্বাগ্রে স্বীকার করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায়ের কথা। তাঁদের স্নেহ ও শাসন, উৎসাহ ও অযাচিত আনুকূল্য ছাড়া এই গবেষণার কাজ কোনদিন সমাপ্ত হত না। উক্ত দুইজনের একজন দুর্গম পথের প্রদর্শক—এই গবেষকের দুরূহ কর্মের নির্দেশক, অন্যজন আমার শিক্ষাগুরু। তাঁদের কাছে প্রশ্রয় থাকায় অনেক সময় বহু অবাস্তব প্রশ্ন করেছি। তাঁরা স্নেহশীল হয়ে আমার সব জিজ্ঞাসা শান্ত করেছেন। তাঁদের প্রণিপাত করি।

এই সুযোগে স্মরণ করি ডঃ শ্রীমনোরঞ্জন জানা ও ডঃ শ্রী গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তাঁরা আমার এই নীরস বিষয় যেভাবে সহিষ্ণু হয়ে শুনেছেন এবং ডঃ শ্রী চট্টোপাধ্যায় আলোচনা করে ও প্রয়োজনীয় তথ্য যুগিয়ে যে ভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাতে আমি মুগ্ধ। ডঃ শ্রী জানা এবং ডঃ শ্রী চট্টোপাধ্যায়ও আমার শিক্ষাগুরু। এখানে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কোন সুযোগ নেই। ডঃ শ্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ শ্রী সত্যনারায়ণ দাশ আমার বক্তব্যবিষয় ধৈর্য ধরে শুনে উৎসাহিত করেছেন। তাঁরা দুজনেই আমার অগ্রজপ্রতিম সতীর্থ। তাঁদের কথা সানন্দে স্মরণ করি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষক ও অন্যান্য কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানাই।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রী অশোক কুমার হুই-এর আগ্রহ ও উৎসাহে আমি ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হই। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন এই গবেষণা-পত্রের তৃতীয় অধ্যায় লেখা কঠিন হত। তাঁকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই গবেষণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগরতলাস্থিত স্নাতকোত্তর কেন্দ্রের 'এ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরীয়ান' শ্রী রণজিৎকুমার চক্রবর্তী ও সংস্কৃত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ শ্রী বিশ্বপতি রায়। তাঁরা দুজনেই আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্ ও শুভানুধ্যায়ী। তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না। স্নাতকোত্তর কেন্দ্রের বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ শ্রীমহাদেব চক্রবর্তী, এম্. বি. বি. কলেজের অধ্যাপক ডঃ শ্রীকার্তিক লাহিড়ী, সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীদুলাল চক্রবর্তী ও ডঃ শ্রী সুরজিৎ চক্রবর্তী এবং শ্রী রমাপ্রসাদ দত্ত, শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার, শ্রীধবলকৃষ্ণ দেববর্মা আমাকে প্রয়োজনীয় বই দিয়ে সাহায্য না করলে ও নিরন্তর উৎসাহ না দিলে এই গবেষণার কাজ ত্বরান্বিত হত না। তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

দীর্ঘদিন ধরে করা এই কাজের সঙ্গে বহু ব্যক্তি বিশেষ করে তিপ্‌রাগণ, জড়িয়ে আছেন নানা ভাবে। যাঁদের মুখের ভাষা এই গবেষণা পত্রের কালো অক্ষরের বাঁধনে বাঁধা পড়ে মূক হয়ে রইল, তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের ঋণ স্বীকার না করে অগ্রসর হওয়া যায় না। আমি সানন্দে ও অকপট চিত্তে সেই ঋণ স্বীকার করছি।

সন্তোষকুমার চক্রবর্তী

॥ সাংকেতিক চিহ্ন ॥

‘ √ ’ = ক্রিয়ামূল

‘ > ’ = ক > খ, ক থেকে খ উৎপন্ন

‘ < ’ = ক < খ, ক খ থেকে উৎপন্ন

‘ = ’ = সমান অর্থাৎ সাধিত

‘ + ’ = যোগচিহ্ন

‘ক̶’ = বর্জনের (deletion) চিহ্ন। যেমন ‘ক̶’, ‘ক’ বর্জিত (deleted) হয়েছে।

‘। ।’ = মধ্যবর্তী মূল শব্দজ্ঞাপক চিহ্ন।

‘~’ = সহধ্বনি (allophone) এবং সহশব্দজ্ঞাপক চিহ্ন।

‘ক̱’ = বদ্ধ (non-plosive) উচ্চারণজ্ঞাপক চিহ্ন।

‘ ‿ ’ = এক প্রযত্নে (one breath articulation) দুইধ্বনি উচ্চারণের চিহ্ন।

‘ ⁀ ’ = এক প্রযত্নে দ্ব্যধিক ধ্বনি উচ্চারণের চিহ্ন।

‘ চ ’ = উষ্মীভূত তালব্যঘৃষ্ট ধ্বনি

‘ ছ ’ = উষ্মীভূত তালব্য ধ্বনি

‘ জ̌ ’ = প্রশস্ত দন্তমূলীয় উষ্মধ্বনি

‘ জ ’ = উষ্মীভূত ঘৃষ্ট ধ্বনি

‘ ঝ ’ = উষ্মীভূত ঘৃষ্ট ধ্বনি

‘ ফ ’ = উষ্মীভূত ওষ্ঠ্যধ্বনি

‘ ৗ ’ = প্রসৃত-মধ্য ‘উ’ ধ্বনিজ্ঞাপক চিহ্ন। চিহ্নটি দশরথ দেব কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং তাঁর গ্রন্থে ব্যবহৃত।

‘ / ’ = ঝোঁক (stress) দিয়ে উচ্চারণের চিহ্ন।

‘-উ-’ = দুই স্বরের মধ্যবর্তী মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বর্ণ স্বরের দুর্বল (weak grade) উচ্চারণের নির্দেশক। এইরূপ ধ্বনি অনেক সময় পিচ্ছিল (glide) ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়।

‘→’ = (পর্বের) দিকে যাওয়ার (goes to) চিহ্ন।

‘( )’ = পদবিধিতে ব্যবহৃত চিহ্নটি ঐচ্ছিক (optional) ব্যবহারের নির্দেশক।

‘({ })’ = পদবিধিতে ব্যবহৃত চিহ্নটি ঐচ্ছিক, কিন্তু ব্যবহার করলে পূর্ণাঙ্গ রূপটির আবশ্যিক (compulsory) ব্যবহারের নির্দেশক।

‘ " ’ = আনুমানিক, পুনর্গঠিত শব্দের নির্দেশক।

॥ ভূমিকা ॥

ত্রিপুরা ২২°৫৬' থেকে ২৪°৩২' পর্যন্ত উত্তর অক্ষাংশ (North Latitude) এবং ৯১°১০' থেকে ৯২°২১' পর্যন্ত পূর্ব দ্রাঘিমাংশের (East Longitude) মধ্যে অবস্থিত ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ। এর দৈর্ঘ্য (extreme length) ১৮৩'৫ কিমি এবং প্রস্থ (extreme width) ১১২'৭ কিমি.। প্রদেশটির ক্ষেত্রফল ১০,৪৭৭ বর্গ কিমি.। ত্রিপুরার সীমান্তের দৈর্ঘ্য বাংলাদেশের সঙ্গে ৮৩৯ কিমি., আসামের সঙ্গে ৫৩ কিমি. এবং মিজোরামের সঙ্গে ১০৯ কিমি.। ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা ১৫,৫৬,৩৪২ জন। এর মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা ৪, ৫০, ৫৪৪ জন। ১৯৮১ সালে দশ বছর পর তাদের সংখ্যা প্রায় ছ'লক্ষ হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তিপ্‌রা। আদিবাসীদের মধ্যে তিপ্‌রা, রিয়াঙ্, জমাতিয়া, রুপিনি, নোয়াতিয়া, কলই, উল্‌ছই ও মুরাছিঙ্—এই আটটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকেরা এক অভিন্ন ভাষা-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।[১] এদের দ্বারা কথিত উপভাষাগুলিকে এরা 'কক্-বরক্' নামে অভিহিত করেন। এই গবেষণা-পত্রে আমি তিপ্‌রাদের উপভাষাগুলির চলিত নাম 'কক-বরক্' পরিহার করে 'তিপ্‌রা' শব্দটি ব্যবহার করেছি।[২]

কর্মসূত্রে ত্রিপুরায় এসে প্রথম তিপ্‌রাদের সংস্পর্শে আসি। তাঁদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ভাষাটির কিছু কিছু বিশেষত্ব কৌতূহল সৃষ্টি করে। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে লক্ষ্য করি। ঙ্। শব্দের প্রথমে এই ভাষায় ব্যবহৃত হয় না, পদক্রম, ঘটমান কাল ও যৌগিক ক্রিয়ার গঠন প্রকৃতি বাংলার মত। পদ গঠন প্রকৃতি প্রত্যয়-যৌগিক (affix adding)। গণনা পদ্ধতি কুড়ি দিয়ে। এই সব বৈশিষ্ট্য দৃষ্টে ভাষাটি তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা কি না সে বিষয়ে আমার মনে সংশয় দেখা দেয় এবং ভাষাটি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এই সময় ১৩০৯ ত্রিপুরাব্দে (১৮৯৯ খ্রীঃ) প্রকাশিত শ্রীরাধামোহন দেববর্ম্মণ প্রণীত 'কক্-বরক্-মা' নামে তিপ্‌রা ভাষার একটি ব্যাকরণ আমার হাতে আসে। 'কক্-বরক্-মা'র ভূমিকার 'এই ভাষা অধিকাংশ আর্য সংস্কৃত ভাষা মূলীয় এবং স্থানীয় আদিম ভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন রূপান্তরিত' বাক্যটি আমার সংশয়ের অনুকূল হওয়ায়, ভাষা বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে তিপ্‌রা ভাষা সম্পর্কে একটি ব্যাপক (comprehensive) আলোচনার উদ্দেশ্যে তিপ্‌রা-ভাষা পরিক্রমার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। 'কক্-বরক্-মা' পরে (১৯৫৯ খ্রীঃ) ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অধিকারের পক্ষ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা'র অধিকাংশ অংশই বর্জিত হয়।

তিপ্‌রা ভাষাকে সাধারণতঃ তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা বলে মনে করা হয় এবং ভাষাতাত্ত্বিকগণ উক্ত গোষ্ঠীর ভাষা হিসাবে ধরে নিয়েই ভাষাটির আলোচনা করেন। তিপ্‌রা ভাষা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা এখনও পর্যন্ত হয়নি। যা কিছু আলোচনা হয়েছে তা বিক্ষিপ্তভাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই আলোচনা বর্ণনামূলক ও সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ সেই আলোচনায় অনুসৃত।[৩] গ্রীয়ার্‌সনের 'Linguistic Survey of India' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে তিপ্‌রা ভাষার যে নাতিদীর্ঘ আলোচনা আছে, তা ভাষাটির একটি বর্ণনামূলক রেখাচিত্র মাত্র এবং কোন ক্রমেই তা সন্তোষজনক নয়।[৪] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিচ্ছিন্নভাবে ভাষাটি সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন।[৫] সুকুমার সেন এই ভাষা প্রসঙ্গে দু-একটি শব্দ মাত্র ব্যয় করেছেন।[৬] ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায় তিপ্‌রা ভাষাকে তিব্বত-বর্মী ভাষা গোষ্ঠীর বোড়ো শাখার অন্তর্গত ধরে নিয়ে ভাষাটির লিখিতরূপে উত্তরণ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।[৭] যেহেতু এর পূর্বে ভাষাটি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয়নি, সেইজন্য আমায় স্ব-সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয় এবং তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজনে ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে ঘুরতে হয়। ফলে তিপ্‌রা ভাষী জনগণের নিবিড় সংস্পর্শে আসি এবং তাঁদের সারল্য ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ হই। তিপ্‌রাদের অনেকেই দ্বিভাষী এবং তাঁদের মধ্যে ত্রিভাষীও আছেন। ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের যোগ দীর্ঘকালের। রাজভাষাও ছিল বাংলা। তা ছাড়া, উচ্চশিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও ইংরাজী হওয়ায় তিপ্‌রাগণ সহজেই দ্বিভাষী হতে পেরেছেন। তাই তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'টেপ্‌ রেকর্ডার' ব্যবহার করলেও নিজের কানের উপরই নির্ভর করেছি বেশি। তবে, তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজনে আমি এমন ব্যক্তিদের বেছে নেবার চেষ্টা করেছি যাঁরা মাতৃভাষা ছাড়া অন্যভাষা সাধারণত জানেন না। তথ্য সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন স্থান এবং বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ও মহিলার কাছ থেকে। এই ব্যাপারে আমি আমার শিক্ষিত ছাত্রদের সহচররূপে গ্রহণ করে তাঁদের সাহায্য প্রচুর পরিমাণে নিয়েছি। এইভাবে ভাষাটির ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। তথ্য সংগৃহীত হওয়ার পর ভাষাবিজ্ঞান-সম্মতভাবে বিশ্লেষণ করে ভাষাটির বর্ণনা দিয়ে তিপ্‌রা ভাষা পরিক্রমা করেছি।

গবেষণা পত্রটির নাম "A Study of Tipra Language"। গবেষণা-পত্রটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। 'ধ্বনিতত্ত্ব' নামক প্রথম অধ্যায়ে পাঠ-প্রতিকল্পন পদ্ধতির সাহায্যে তিপ্‌রা ভাষার স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি বার করে ধ্বনিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। 'রূপতত্ত্ব' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভাষাটির পদ-পরিচয় ও পদ-গঠন রীতি আলোচনা করেছি। 'পদবিধি' নামক তৃতীয় অধ্যায়ে শব্দ-সমষ্টি-গঠন-মূলক ব্যাকরণের (Phrase Structure Grammar) নিয়মের উপর ভিত্তি করে, তিপ্‌রা ভাষার বিভিন্ন প্রকার বাক্যের গঠন-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে, এই ভাষার পদক্রম যে কর্তা-কর্ম ক্রিয়া (Sov) মূলক তা বৃক্ষধর্মী নক্‌শায় (tree diagram) দেখাবার চেষ্টা করেছি। 'শব্দার্থতত্ত্ব' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে

তিপ্‌রা ভাষার কয়েকটি মৌলিক (basic) শব্দ, স্থান নাম, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাচক শব্দ, নদী ও পর্বত বাচক শব্দ বিশ্লেষণ করে, তিপ্‌রাদের ত্রিপুরায় সম্ভাব্য আনুমানিক আগমন কাল ও মুল-বাসস্থান এবং এই ভাষায় বিভিন্ন ভাষার উপাদান-উপকরণের উপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। তিপ্‌রা ভাষা পরিক্রমায় ভাষাটি বর্ণনামুলক ভাষাতত্ত্বের নিয়মে বিশ্লেষণ করলেও, প্রাসঙ্গিক ভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী তুলনামুলক ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুসরণ করেছি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলার আছে। এই গবেষণা পত্রে তিপ্‌রা ভাষার প্রত্যয়-যৌগিক প্রকৃতিকেই বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছি। সুতরাং প্রত্যয়গুলি দেখাবার সময়, উচ্চারণ অনুসারে যে ধ্বনিপরিবর্তন হয়, সেটি সবসময় দেখাবার বা সেই অনুসারে লেখার প্রয়োজন অনুভব করিনি। যেমন—মুল ধাতু বা শব্দের অন্তস্থিত অঘোষ-অল্পপ্রাণ। ক্, প্া-এর পর ঘোষতাযুক্ত। অ, দি, মা, নাই, লাই, উই, লয়া ইত্যাদি উপাদান থাকলে মুলধাতু ও শব্দের অন্তস্থিত অঘোষ-অল্পপ্রাণ। ক্ , প্া ধ্বনিদ্বয় যথাক্রমে।গ্, ব্া-এ রূপান্তরিত হয়। কিংবা পাশাপাশি দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকলে অথবা মহাপ্রাণযুক্ত ধাতুর পর ক্রিয়ার অতীতকালের প্রত্যয় ।খা ব্যবহৃত হলে সাধারণতঃ দ্বিতীয়টি অল্প-প্রাণ হয়ে যায়। বাংলায় উচ্চারণ করি। ঘুঘ্, দুদ, বাগ, ছাদ, কাগা, কিন্তু লিখি। ঘুঘু, দুধ, বাঘ, ছাত, কাক।। বলি। নাপিদ্দি।, লিখি। নাপিতদি।। উচ্চারণ কালে বাগ্‌যন্ত্র নিজের নিয়মেই উচ্চারণ করে নেয় এগুলি। সেইজন্য আলোচনায় মুল প্রত্যয়গুলিকেই বর্ণনা করেছি। কারণ উচ্চারণ কালে বাগ্‌যন্ত্র ধ্বনিগুলিকে আপন নিয়মেই উচ্চারণ করবে। যেমন, । নক্-অ, √ হাপ্ + অ, √ কাপ্ + দি, √, হাপ্ + উই, √ থু + খা, √ ফাই + খা, √ খা + খা। লিখলেও স্বভাবতই উচ্চারিত হবে। নগ, হাব, কাব্‌দি, হাবুই, খুকা, ফাইকা, খাকা।

তিপ্‌রা ভাষায় আটটি উপভাষা থাকলেও, দেববর্মা সম্প্রদায়ের উপভাষাকে ভিত্তি করে তিপ্‌রা ভাষা পরিক্রমা করেছি। এবং ভাষাটির উপভাষা সংক্রান্ত কোন আলোচনায় প্রবেশ করি নি। তিপ্‌রা ভাষার উপভাষার প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষণীয় এবং বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। উপ-ভাষা যেকোন ভাষার আঞ্চলিক রূপমাত্র। কিন্তু তিপ্‌রা ভাষার উপভাষা বর্তমানে আঞ্চলিক রূপ নয়—উপজাতিদের গোষ্ঠীগত রূপমাত্র। কোন এক কালে ভাষাটির আলাদা আলাদা গোষ্ঠী অধ্যুষিত আঞ্চলিক উপভাষাগত রূপ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু বর্তমানে গোষ্ঠীগত রূপটিই বজায় আছে, নির্দিষ্ট সীমানা ঘেরা আঞ্চলিক রূপটি লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই, একই স্থানে বিভিন্ন গোষ্ঠী একই ভাষার বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলে। তা ছাড়া, তিপ্‌রাগণ সমগ্র ত্রিপুরাতেই ছড়িয়ে আছেন বলে সমস্ত ত্রিপুরায়ই এই তিপ্‌রা ভাষা বলা হয়ে থাকে।

এই গবেষণা পত্রে আলোচনার সূত্র যতদূর সম্ভব বিস্তৃতভাবে ভাষাটির তথ্য (data) অর্থসহ বাংলা লিপিতে দেবার চেষ্টা করেছি। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ধ্বনি-

মূলক বর্ণমালা (IPA) ব্যবহার না করে বাংলালিপি ব্যবহারের কারণ এই যে, ডঃ শ্রী সুহাস চট্টোপাধ্যায় 'কগ বরক ভাষার লিখিত রূপে উত্তরণ' গ্রন্থে (১৯৭২) এর পূর্বেই নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, তিপ্‌রা ভাষা বাংলা লিপিতে তার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেই লিখিত হতে পারে। বর্তমানে ত্রিপুরায় 'ইয়াপ্রি', 'আইচুক্', 'কক্-তাল্', 'চিনি কক্' ইত্যাদি সংবাদ পত্রও বাংলা লিপিতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তবে এই গবেষণা পত্রে আমি ডঃ শ্রী চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাবিত এবং ত্রিপুরার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী দশরথ দেব প্রস্তাবিত[৮] এবং উক্ত সংবাদপত্রসমূহে ব্যবহৃত লিপির সবকয়টি গ্রহণ করি নি। বাংলা লিপিতেই সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছি এবং কয়েকটি ছাড়া কোন সাংকেতিক চিহ্নও ব্যবহার করিনি।

সমাজ-তাত্ত্বিক আলোচনা আলোচ্য গবেষণা পত্রে পরিত্যক্ত হয়েছে। তিপ্‌রারা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাস করে এবং একজন গোষ্ঠীপ্রধান থাকে, তিপ্‌রা ভাষায় যার নাম। কামি ফাঙ্। 'গ্রাম প্রধান'। নর-নারী নির্বিশেষে দলবদ্ধভাবে পরিশ্রম করে। পাহাড়ের গায়ে প্রাচীন পদ্ধতিতে 'জুম' চাষ করে। মোরগ পালে। তুলোর চাষ করে নিজেরাই সুতো কেটে নিজেদের কাপড় বোনে। গাছের ছালের রস থেকে রঙ্ করে সুতো রাঙিয়ে নেয়। দুধ খায় না। প্চুই মদ খায়। শিকারপ্রিয়। গুলতি, ধনুক দিয়ে অথবা ফাঁদ পেতে শিকার করতে ভালবাসে। জলে লতার রস দিয়ে মাছ ধরে। বাঁশ অথবা কলাপাতা পোড়া ছাই দিয়ে ক্ষার তৈরি করে কাপড় কাচে। বাঁশে বাঁশ ঘষে আগুন জ্বালে। জঙ্গল থেকে নানা ধরনের, বিশেষতঃ কন্দ-জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করে খায়। রন্ধন স্থালীরও বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না—বাঁশের চোঙে রাঁধে। তেল-মশলা হীন সেই খাদ্য অতি সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। তিপ্‌রাগণ অতিথিপরায়ণ। অতিথিকে মদ, পান, সুপারি ইত্যাদি দিয়ে সমাদর করে। এই তিপ্‌রাগণ প্রাণ-প্রাচুর্য ও স্বাস্থ্যে ভরপুর এবং আত্মনির্ভর। এদের দৈনন্দিন জীবন চর্যার যে আভাস দেওয়া হল, তা যে অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর সমাজের প্রতিচ্ছবি সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই।[৯] ভাষা মানুষের সব থেকে মূল্যবান ও শক্তিশালী সম্পদ। মন ও মননের, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ছাপ ভাষা বাহিত হয়েই কোন জনগোষ্ঠীর জীবনে পড়ে তাকে রঞ্জিত করে। নৃতত্ত্বের বিচারে তিপ্‌রাগণ মোঙ্গোলয়েড হলেও, অস্ট্রিক ভাষার পথ ধরেই এদের সমাজ-জীবনে, সংস্কৃতিতে অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর বহু বৈশিষ্ট্য এসে প্রবেশ করেছে। আদিম অস্ট্রিক জাতির জীবন চর্যার নানা পরিচয় যে তিপ্‌রাদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনে ছড়িয়ে আছে তার কারণ ওটাই।

এই গবেষণা পত্রে ব্যবহৃত বাংলা পারিভাষিক শব্দগুলি সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৭৫), মুহম্মদ আবদুল হাই-এর 'ধ্বনিবিজ্ঞান' ও বাংলা 'ধ্বনিতত্ত্ব' ১৩৭৪) এবং পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ' (১৩৭৮) নামক গ্রন্থ-ত্রয় থেকে গৃহীত। অন্যত্র অপ্রাপ্ত কিছু কিছু ইংরাজী পারিভাষিক শব্দ বাংলায় রূপান্তরিত

করে ব্যবহার করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলা পারিভাষিক ও বাংলায় অনূদিত শব্দের ইংরাজী পরিভাষা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি।

আমার প্রণম্য পূর্বাচার্যগণ তিপ্‌রা ভাষাকে তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা বলে গ্রহণ করে যে মন্তব্য করেছেন, আমি সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে, বিনীত চিত্তে, তাঁদের গৃহীত অভিমত এবং মন্তব্য যে একটি পুনর্বিচার্য বিষয়, যুক্তি ও তথ্যদ্বারা সেই দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। তিপ্‌রা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের বেশির ভাগ শব্দই তিব্বত-চীনীয় ভাষা গোষ্ঠীর এবং বেশ কিছু সংখ্যক শব্দ সুরাশ্রিত, একথা ঠিক। কিন্তু, তিপ্‌রা ভাষার আভ্যন্তরীণ বিচারে ধরা পড়ে যে, ভাষাটি অসমবায়ী নয়, কারক-বিভক্তি ব্যবহারের ফলে বাক্যস্থিত পদের স্থানান্তর অর্থান্তর ঘটায় না। ভাষাটি সুরাশ্রিতও নয়। গণনা পদ্ধতি কুড়ি দিয়ে। পদক্রম কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (Sov) মূলক। পদ-গঠন প্রকৃতি প্রত্যয়-যৌগিক (affix adding)। তা ছাড়া অষ্ট্রিক ও নব্যভারতীয় আর্য ভাষা বাংলার সঙ্গে ভাষাটির যোগসূত্র নিবিড়। সুতরাং তিপ্‌রা ভাষা তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা না হয়ে, নব্য ভারতীয় আর্যের বাংলা ও তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভোট-বর্মী শাখার কোন উপশাখার ভাষা প্রভাবিত অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর কোল-মুণ্ডা শাখার পূর্বী উপশাখার কোন ভাষা হতে পারে কি না, তা যে পুনরায় বিচার করে দেখা যেতে পারে, বিভিন্ন দিক থেকে তিপ্‌রা ভাষাকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে সেই কথাই 'A Study of Tipra Language' নামক এই গবেষণা পত্রে বলবার প্রয়াস পেয়েছি।

'A Study of Tipra Language' তিপ্‌রা ভাষার প্রথম ব্যাপক (Comprehensive) আলোচনা। একটি মৌখিক ভাষার বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম পথিকৃতের অসুবিধাজনিত যে অপূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক, এই গবেষণা পত্রে তা থাকা সম্ভব। তবে তিপ্‌রা ভাষা পরিক্রমায় নিষ্ঠা, শ্রম এবং ভাষাটির প্রতি অনুরাগের অভাব আমার কখনই হয় নি। মৌখিক ভাষা জীবন্ত। এবং জীবন্ত বলেই তা নিত্যপরিবর্তনশীল। একটি জীবন্ত ভাষা সম্পর্কে সর্বশেষ কথা বলবার শক্তি কারো থাকতে পারে না। সেই চেষ্টা আমিও করি নি। আমি শুধু বিভিন্ন দিক থেকে ভাষাটি বর্ণনা করে, পরিক্রমান্তে তিপ্‌রা ভাষার গোষ্ঠীবিষয়ক যে সংশয় মনে জেগেছিল তা যথার্থ কি না, সেটাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি মাত্র। পরিশেষে বিনীত নিবেদন—সহৃদয় বিচারণাই এই গবেষণা পত্রের একমাত্র পাথেয় ও প্রত্যাশা—

আ পরিতোষাদ্বিদ্ মাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।

১লা জুলাই, ১৯৮৯ — সন্তোষকুমার চক্রবর্তী

বর্ধমান

■ পাদটীকা ঃ

১। ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায় ঃ ত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিত রূপে উত্তরণ ১৯৭২, পৃঃ ১

২। 'তিপ্‌রা' নাম ব্যবহারের কারণ 'শব্দার্থতত্ত্ব' নামক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

৩। (ক) শ্রীরাধামোহন দেববর্ম্মণ ঃ কক্‌-বরক্‌-মা (ত্রৈপুর ব্যাকরণ), ১ম সংস্করণ, ১৩০৯ ত্রিং, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৯, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার।

— ত্রৈপুর ভাষাভিধান, ১৯১৭

— ত্রৈপুর কথামালা, ১৯১৯

(খ) অজিতবন্ধু দেববর্মা ঃ কক্‌-রবাম্‌ (ইংরাজী তিপ্রা ভাষাভিধান), ১৯৬৭ শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার।

(গ) — কক্‌ছুরুমো (বাগ্‌ছা, বাগ্‌নুই), ১৯৬৩, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার।

৪। G.A. Grierson : Linguistic Survey of India, Vol. III, Part II, 1967, . 109-113

৫। Sunitikumar Chatterji : Languages and Literatures of Modrern India, 1963, pp. 21

— : Kirāta-jana-kṛti, JAB, Vol. 16, No. 2., 1950, Calcutta.

৬। সুকুমার সেন ঃ ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃঃ ৮০, ১৭০।

৭। ড. সুহাস চট্টোপাধ্যায় ঃ ত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিত রূপে উত্তরণ, ১৯৭২, পৃঃ ১

৮। শ্রী দশরথ দেব ঃ কগ-বরক ছারীও, ১৯৭৭।

৯। Sunitikumar Chatterji : Indo-Aryan and Hindi, 1969, pp. 37-38

: Language and Literatures of Modern India, 1963, pp. 14.

সূচীপত্র

বিষয়	*পৃষ্ঠা*
প্রথম অধ্যায় : ধ্বনিতত্ত্ব	1—38
ত্রিপরা স্বরধ্বনি	1
ত্রিপরা ব্যঞ্জনধ্বনি	19
দ্বিতীয় অধ্যায় : রূপতত্ত্ব	38—70
পদ-পরিচয়	38
বিশেষ্য বা নামপদ	39
বিশেষণ	40
সর্বনাম	44
বচন	45
কারক ও বিভক্তি	48
ক্রিয়া ও ক্রিয়ার কাল-ভাব	51
নঞর্থক ক্রিয়া	58
দ্বিকর্মক ক্রিয়া ও ণিজন্ত ক্রিয়া	60
ক্রিয়ামূল নিষ্পন্ন বিশেষ্য ও কর্ম-ভাব বাচ্যের পদ	61
লিঙ্গ বিচার	62
সংখ্যা শব্দ	67
তৃতীয় অধ্যায় : পদবিধি	71—84
চতুর্থ অধ্যায় : শব্দার্থতত্ত্ব	85—94
পরিশিষ্ট	95—96
গ্রন্থপঞ্জী	97—98

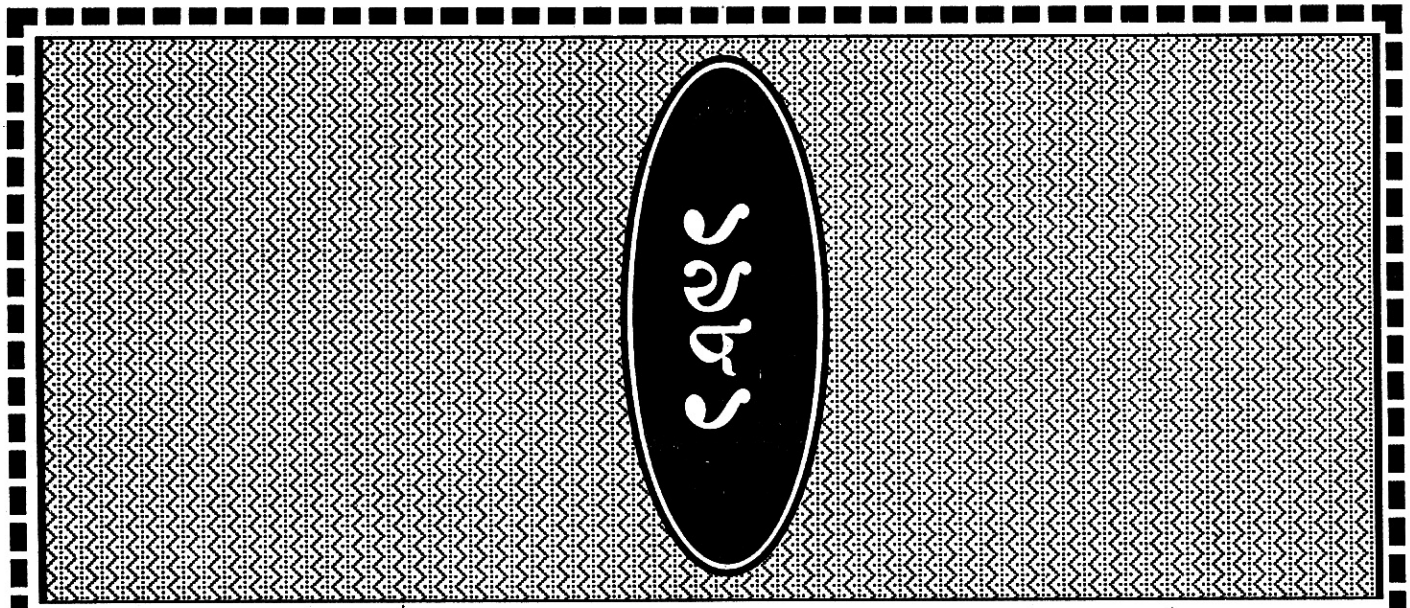

A STUDY OF TIPRA LANGUAGE

১

অধ্যায়

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

॥ তিপ্‌রা স্বরধ্বনি ॥

ভাষার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং সংক্ষিপ্ততম উপাদান ধ্বনি। ফুসফুস থেকে আগত শ্বাসবায়ু, মুখ, নাক অথবা যুগপৎ মুখ ও নাক দিয়ে বার হবার সময় কণ্ঠ, তালু, দন্ত, ওষ্ঠ ও মূর্ধায় যদি বাধা পায় অথবা বাধা না পেয়ে বা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা না খেয়ে (audible friction) যদি ঘোষবৎ শব্দ উদ্‌গত হয়, তবেই ধ্বনির উদ্ভব সম্ভব। সবাধ ধ্বনিগুলিই ব্যঞ্জনধ্বনি এবং নির্বাধ ধ্বনিগুলি স্বরধ্বনি। সুতরাং ধ্বনির সবচেয়ে বড়ো এবং প্রয়োজনীয় ভাগ হচ্ছে স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনির ভাগ।

মানুষের বাগযন্ত্র নিঃসৃত ধ্বনি সংখ্যায় প্রচুর। কিন্তু কোন ভাষাতেই সবগুলি ধ্বনি কাজে লাগে না। ভাষা ভাবের বাহন এবং 'ধ্বন্যারূঢ় প্রতীকদ্যোতকতাই ভাষার স্বরূপ লক্ষণ বলে শৃঙ্খলাবদ্ধ ধ্বনিগুচ্ছের সঙ্গে, বাইরে থেকে চালিয়ে দেওয়া হলেও, অর্থের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। যখন কোন ভাষার শব্দের সংক্ষিপ্ততম ধ্বনির পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন হয়, তখন সেইরূপ ধ্বনিকে বলে অ-পরিপূরক ধ্বনি (non complementary sound) এবং সংক্ষিপ্ততম ধ্বনির পরিবর্তনেও যদি অর্থের কোন পরিবর্তন না হয় তবে উক্ত দুই ধ্বনির অবস্থানকে বলে প্রতিপরিপূরক অবস্থান (complementary distribution)। অ-পরিপূরক ধ্বনিই হল ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি (Phoneme) এবং প্রতি-পরিপূরক ধ্বনিগুলি ধ্বনিতা (allophone)।[১] আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের পাঠ-প্রতিকম্পন (substitution within a text) প্রথার অনুসরণে শব্দের সংক্ষিপ্ততম অপরিপূরক স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহারে অর্থের বিভিন্নতার দৃষ্টান্তে কোন ভাষার মূল ধ্বনিগুলি নির্ণয় করা যায়। এই নিয়মে পাওয়া ধ্বনিগুলি বিচার করে দেখা যায় যে, কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে, ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির সংখ্যা সীমিত এবং বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান।

কোন ভাষার বর্ণমালায় যে ভাবে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে পৃথকভাবে সাজানো হয়, কথা বলার সময় উক্ত ধ্বনিগুলির সেইরূপ চক্ষুগ্রাহ্য রূপ পাওয়া যায় না কিংবা একটানা কথা বলার সময় কোন মানুষই পৃথক পৃথক ভাবে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে না। ধ্বনির এককগুলি মিলেমিশে একটি ধ্বনিস্রোতের আকারে বেরিয়ে আসে। তবু, প্রত্যেকটি ধ্বনিই স্বতন্ত্র, এবং প্রতিটি ধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, স্বাভাবিক কথাবার্তায় কোন স্থানে বাধা না পেয়ে কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা না খেয়ে ঘোষবৎ যে ধ্বনি উদ্‌গত হয়, তা-ই স্বরধ্বনি। স্বরধ্বনি বিশ্লেষণ এবং বিচারের মাপকাঠি তিনটি। যথা ঃ—(১) স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার যে অংশ উঁচু হয় তা খুঁজে বার করা, (২) উচ্চতার পরিমাণ নির্ণয় করা এবং (৩) ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থা কেমন থাকে সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

জিহ্বার উচ্চতা-নিম্নতা ও পরিমাণ এবং ঠোঁট ও চোয়ালের আকৃতি ভেদে, পাঠ-প্রতিকম্পন পদ্ধতির অনুসরণে তিপ্‌রা ভাষায় ছয়টি মৌলিক স্বরধ্বনির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—

(১) । ছঅ । = 'আকর্ষণ করা' ।আ।
। ছাঅ । = 'বলা' ।আ।
। ছিঅ । = 'জানা' ।ই।
। ছুঅ । = 'ধোওয়া' ।উ।
। ছেঅ । = 'পরিবর্তন করা' ।এ।

(২) । ওয়ার্‌ । = 'প্রাশস্ত্য' ।ও।
।কোয়ায়্‌। = 'প্রশস্ত' ।কা।
। ওআ । = 'বাঁশ' ।ও।
। অআ । = 'দাঁত' ।আ।

(৩) । উর । = 'ঐ, ওখানে' ।আ।
। উরি । = 'উইপোকা' ।ই।

(৪) । তুই । = 'জল' ।উ।
। তাই । = 'এবং, ও' ।আ।
। তই । = ।ছোটমাসী' ।আ।

(৫) । ফাঙ্‌ । = 'বৃক্ষ' । আ ।
। ফুঙ্‌ । = 'বাঁট' । উ ।

(৬) । রাঙ্‌ । = 'টাকা' । আ ।
। রুঙ্‌ । = 'নৌকা' । উ ।

উপরের ১ম, ৪র্থ, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ উদাহরণের অন্তর্গত বারটি শব্দের প্রথম ও শেষাংশ যথাক্রমে -ছ । + । অ ; ত্‌ । + । ই ; ফ্‌ । + । ঙ্‌ এবং র্‌ । + । ঙ্‌ । এই ধ্বনিগুচ্ছের মধস্থানে । + । চিহ্নিত স্থানে যথাক্রমে ।অ, আ, ই, উ, এ ; উ, আ, অ ; আ, উ ; আ, উ । স্বরধ্বনির ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক বারটি শব্দ পাওয়া যায়। ২য় এবং ৩য় উদাহরণের দুইজোড়া শব্দের মধ্যে প্রথমটির শেষাংশ এবং দ্বিতীয়টির প্রথমাংশ সমরূপ- + । আ এবং উর্‌ । +। এই দুইজোড়া শব্দের প্রথম এবং

শেষাংশের | + | চিহ্নিত স্থানে যথাক্রমে | ও, অ ; অ, ই | স্বরধ্বনির ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক দুইজোড়া শব্দ পাই। এইভাবে তিপ্‌রা ভাষার অন্যান্য শব্দের মধ্যথেকে বহু শব্দ বাছাই করে পাঠ-প্রতিকম্পন পদ্ধতির মাধ্যমে বর্তমানে চলতি তিপ্‌রা ভাষায় আমরা |অ, আ, ই, উ, এ, ও | মোট এই ছয়টি স্বরধ্বনি পাই। এই ছয়টি স্বরধ্বনির প্রত্যেকটিই এক একটি Phoneme কিংবা Phonological unit অর্থাৎ মূল ধ্বনি।

তিপ্‌রা ভাষায় স্বতন্ত্র দীর্ঘস্বরধ্বনি নেই। তবে, আবেগের তীব্রতা, ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করা ইত্যাদি অবস্থাভেদে মূলধ্বনি অতিহ্রস্ব, হ্রস্ব, দীর্ঘ বা অতিদীর্ঘভাবে উচ্চারিত হতে পারে। সাধারণতঃ তাতে অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। এ ছাড়া একাক্ষরিক শব্দের স্বরধ্বনি, দ্যুক্ষরিক শব্দে শেষ ও ঘোষধ্বনির পূর্বস্বরধ্বনি মূলধ্বনির স্বাভাবিক উচ্চারণের থেকে কিছুটা দীর্ঘ হয়। যেমন ঃ—

| হা | = 'মাটি, পৃথিবী, দেশ' শব্দের | আ | দীর্ঘ,

|ওয়া | = 'বাঁশ' শব্দের | আ | পূর্বস্বর | ও |-এর থেকে দীর্ঘ,

| চগ | = 'খনন করা' শব্দের শেষ | অ | দীর্ঘ

দেখা গেছে যে, একাধিক অক্ষরের শব্দের পরবর্তী অক্ষরের স্বর পূর্ববর্তী অক্ষরের স্বরের তুলনায় এবং স্বরবিযুক্ত | র |-এর পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ। যেমন ; —

| চিনি | 'আমাদের' শব্দের দ্বিতীয় |ই| দীর্ঘ, কিন্তু | চিনিহা | 'আমাদের দেশ' শব্দের শেষ অক্ষরের | আ | দীর্ঘ হওয়ায় দ্বিতীয় | ই | পূর্বোক্ত | চিনি | শব্দের অন্ত্য | ই | র মতো দীর্ঘ নয়। | কুফুর্ | 'শ্বেত' শব্দের অন্ত্য | উ |, পরে | র্ | থাকায় দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। এমনকি | কুফুর্‌তি | 'শ্বেতা' শব্দের শেষে একটি স্বরধ্বনি | ই | থাকলেও | র্ |-এর পূর্বস্বর | উ | কিছুটা দীর্ঘ হয়।

পাশাপাশি দুইটি স্বরধ্বনি যৌগিক স্বরধ্বনি সৃষ্টি না করলে প্রথমটি অতি হ্রস্বরূপে উচ্চারিত হয়। এ ছাড়া স্বরান্তিক অর্ধস্বর | যু |-র পূর্বের স্বরধ্বনি যদি একটি ব্যঞ্জনকে আশ্রয় করে থেকে অর্ধ-স্বরটিকে উচ্চারণের সময় এককভাবে ছেড়ে দেয়, তখনও অর্ধস্বরের পূর্ববর্তী স্বরটি অতিহ্রস্ব উচ্চারিত হয়। কিন্তু স্বর ও স্বরবিযুক্ত অর্ধস্বরে মিলে একটি যৌগিক সৃষ্টি করলে স্বরটির উচ্চারণ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়। যেমন ঃ—

| ফিয়গমু | 'মুক্ত করিয়া শব্দের প্রথম স্বর সংযুক্ত অর্ধস্বর | য় | -এর পূর্ববর্তী |ই| দীর্ঘ, কিন্তু শেষের স্বরযুক্ত অর্ধস্বর | মু | -এর ব্যঞ্জনাশ্রিত পূর্বস্বর | অ | হ্রস্ব।

তিপ্‌রা ভাষায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে ঠিক সংযুক্ত ব্যঞ্জনহিসাবে উচ্চারণ না করে প্রথম ব্যঞ্জনটি প্রায় শ্রুতি অ-গ্রাহ্য একটি অতিহ্রস্ব স্বরের সাহায্যে যুক্তব্যঞ্জন রূপে উচ্চারণ

করা হয়। এইরূপ সংযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথম ব্যঞ্জনটিকে যদি পূর্ববর্তী অক্ষরে ঝোঁক দিয়ে বিশ্লিষ্ট করা না হয়, তবে পূর্বস্বরটি হ্রস্ব হয়। যেমন —

। বিখ্লুই । 'ভিক্ষা করলে' শব্দের প্রথম । ই । হ্রস্ব। কিন্তু । 'চাখ্লাই' । 'রক্তবর্ণ' শব্দের প্রথম । আ । ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করার ফলে দীর্ঘ।

কিছু কিছু শব্দে । অ । অতিহ্রস্বরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—

। বুসা, বসা, বাসা । 'ছেলে' > ব্ অ সা > ব্সা । ; । জলা । 'পুংলিঙ্গবোধক মনুষ্যার্থে' । জ্ অ লা > জ্লা > লা ।[৩]

তিপ্রা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ছ'টি।[৪] সবগুলিই শব্দের আদি, মধ্য এবং অন্তে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অবস্থান ভেদে তাদের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। দেখা গেছে যে, একই স্বরধ্বনি একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দে ব্যবহৃত হলে শেষের অক্ষর থেকে আরম্ভ করে প্রথম অক্ষরে আসার সময় উল্টোপথে হিসাব করলে ধ্বনিটি কালপরিমাণগত দিক থেকে উচ্চারণে হ্রস্বতা লাভ করে। আর প্রথম থেকে আরম্ভ করলে উত্তরোত্তর দীর্ঘতা লাভ করে। এই জন্য তিপ্রা ভাষায় মৌলিকস্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য মূলধ্বনিগত (Phonemic) নয়, বরং উচ্চারণগত (Phonetic) । নিচে স্বরধ্বনিগুলির অবস্থান (distribution) দেখান হল।

স্বরধ্বনি	আদিতে
। অ । -	। অক্ । 'পেট', । অক্রা । 'বয়স্ক'
। আ । -	। আও । 'হ্যাঁ, আচ্ছা', । আফের্ । 'যমজ', । আচাইমা । 'জন্ম'
। ই । -	। ইয়াঙ্ মাছি । 'ইহলোক', । ইয়াঙ্ । 'বড় মাসী । পিসি । মামা মা'
। উ । -	। উক, উর । 'ঐ, ওখানে, দূরে', । উরি । 'উইপোকা', । উলাই । 'প্রশ্রয়'
। এ । -	। এরেঙ্ । 'বৃথা', । এমপ্লু । 'বেঙাচি'
। ও । -	। ওয়া । 'বাঁশ', । ওআইঙ । 'দোলনা', । ওয়াক্ । 'সুকর' মধ্যে
। অ । -	। নক্ । 'গৃহ', । কক্ । 'কথা, ভাষা', । বলঙ্ । 'অরণ্য'
। আ । -	। খাজু । 'কবরী', । রাম্পি । 'শস্য সংগ্রহের কাল, । মছাযুঙ্ । 'নৃত্য'
। ই । -	। খিচ্লাঙ্ । 'নিতম্ব', । থুইমুঙ্ । 'মৃত্যু', । আমিঙ্ । 'বিড়াল' । কিতিঙ্ । 'গোলাকার'

| উ | - | খুম্ | 'ফুল', | হুক্ | 'জুম', | ছুমু | 'বাঁশি'
| এ | - | ছেলের্ | 'অলস', | হার্পেক্ | 'কর্দম', | কেফেক্ | 'মাতাল' অন্তে
| অ | - | উর, উক | 'ঐ, ওখানে', | উল | 'শেষ, অন্তিম'
| আ | - | লামা | 'পথ', | হা | 'মাটি, পৃথিবী, দেশ', | খা | 'মন', | ছা | 'পুত্র'
| ই | - | তুই | 'জল', | ফর্কি | 'বাতায়ন', | কামি | 'গ্রাম'
| উ | - | রিতুকু | 'গামছা', | মুর্ক্ | 'ভ্রু', | রুমু | 'ময়লা'
| এ | - | খা-মেরে | 'কৃপণ', | কিপ্তে | 'ক্ষুদ্র', | মুইছেলে | 'অজগর', | থেনে |, 'অগভীর', | রম্ফে | 'চিঁড়ে'
| ও | - | আও | 'হ্যাঁ, আচ্ছা'

তিপ্রা ভাষায় শব্দের অন্তে | এ | ধ্বনির ব্যবহার কম। উপরের উদাহরণ ভিন্ন অন্ত্য | ও | যুক্ত আর কোন শব্দ তিপ্রা ভাষায় পাই নি।[৫]

একই শব্দে পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির অবস্থানকে গাণিতিক নিয়মে মোট ছত্রিশভাবে বিন্যাস করা সম্ভব। এর মধ্যে তিপ্রা ভাষায় উনিশটির সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি হল ঃ—

১। | অআ | - | অআই | 'ভাসুর', | অআনাম্ঙ্ | 'উদ্বেগ'
২। | অই | - | ককই | 'বক্র', | কইল্ | 'কৌশল'
৩। | অউ | - | বউ বউ | (খ্লাইঅ) 'ভেউ ভেউ (করা)'
৪। | ইঅ | - | ইঅর | 'খোঁচান', | ইঅঙ্ | 'বড় শিল্পী'
৫। | ইআ | - | রিআন্ | 'শয্যা', | রিআ | 'বক্ষবন্ধনী
৬। | এঅ | - | ছেঅ | 'পরিবর্তন করা'
৭। | এআ | - | হাএআ | (খ্লাইজাক্) 'রাত্রিতে (সম্পাদিত)'
৮। | এই | - | ওলেই | 'এই যে'
৯। | এও | - | কেওলা | 'বক্রদন্ত যার'
১০। | আঅ | - | চাঅ | 'আচ্ছা, হ্যাঁ
১১। | আই | - | তাই | 'এবং, আর, ও', | খচাই | 'দাড়ি'
১২। | আউ | - | থরাউ | 'বৈশাখ মাস'
১৩। | আএ | - | হাএআ | (খ্লাইজাক্) 'রাত্রিতে সম্পাদিত'

১৪। | আও | - | আওয়ান্ | 'পিঠা', | পাওরি | 'আঁচড়া
১৫। | উঅ | - | রুকুঅ | 'সমবেত হওয়া
১৬। | উআ | - | রুআ | 'কুঠার', | চুআক্ | 'মদ'
১৭। | উই | - | কুখুই | 'টক্', | তুই | 'জল' | থুই | 'রক্ত'
১৮। | ওআ | - | ওআ | 'বাঁশ', | ওআফ্রা | 'ঝাঁটা'
১৯। | ওই | - | কোই-বু | 'কেউ নয়'

৬ এবং ১৫ সংখ্যক উদাহরণ প্রাপ্ত | এঅ, উঅ | ধ্বনির পাশাপাশি অবস্থান | ছে | এবং | রুকু | ধাতুতে অ-প্রত্যয়ের ফলে সৃষ্ট। ৩ সংখ্যক উদাহরণের | অউ | একটি অনুকার ধ্বন্যাত্মক এবং আগন্তুক শব্দে প্রাপ্ত। ৩, ৬, ১৫ এই তিন সংখ্যক অবস্থান বাদ দিলে আলোচ্য ভাষায় পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির অবস্থানের ১৬ প্রকার উদাহরণ পাওয়া যায়।

উপরের উনিশটি উদাহরণের মধ্যে অন্ততঃ এগারটি ক্ষেত্রে[৬] স্বরধ্বনিদ্বয় পুণস্বর-ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিস্বরধ্বনি রূপেও উচ্চারিত হয়। "..... একটি স্বরধ্বনি, জিহ্বার গতিশীলতা এবং তৎপরবর্তী সামগ্রিক প্রক্রিয়া সৃষ্ট অর্ধস্বরধ্বনি সমন্বয়ে জাত একটি অক্ষরকেই diphthong বলা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে দ্বিস্বরধ্বনির শেষাংশ এক একটি অর্ধস্বরধ্বনির দাবিদার হয়ে ওঠে।"[৭] দ্বিস্বরধ্বনি দিয়ে অক্ষর গঠনের ক্ষেত্রে, দ্রুত উচ্চারণের ফলে প্রথমে একটি চূড়া (peak) এবং শেষে একটি খাদ (valley) থাকে এবং অক্ষরটি সাধারণতঃ সংবৃত (closed) হয়। যেখানে দ্বিস্বরধ্বনির শেষে বিবৃত ধ্বনি থাকে সেখানে দ্রুত উচ্চারণের ফলে দুই স্বরধ্বনির মধ্যে একটি শ্রুতিধ্বনি পিছলে বেরিয়ে আসে এবং স্বরধ্বনিটিকে অর্ধস্বরধ্বনিতে পরিণত করে। তিপ্‌রা ভাষায় | ই, উ, ও | অন্তিক ৮টি, শ্রুতিধ্বনির ব্যবহারে | আ | অন্তিক ৩টি এবং য়-শ্রুতি অন্তিক ২টি,—মোট ১৩টি দ্বিস্বর-ধ্বনির সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন ঃ—

মূলস্বর | অ | দিয়ে ঃ—

১। | অই | - | ক-কই | 'বক্র'

মূলস্বর | আ | দিয়ে ঃ—

২। | আই | - | তঙ্‌নাই | 'সক্রিয়', | তাই | 'এবং', 'ও'
৩। | আউ | - | খরাউ | 'বৈশাখ মাস
৪। | আও | - | আওয়ান্ | 'পিঠা'

মূলস্বর | উ | দিয়ে ঃ—

৫। | উই | - | তুই | 'জল'

মূলস্বর | এ | দিয়ে ঃ—

৬। | এই | - | ওলেই | 'এই যে'

৭। | এও | - | কেওলা | 'বক্র দন্ত যার

মূলস্বর | ও | দিয়ে ঃ—

৮। | ওই | - | কোই-বু | 'কেউ নয়'

শেষস্বর শ্রুতিযুক্ত | আ | দিয়ে ঃ—

৯। | ইআ | - | রিআ > রিয়া | 'বক্ষবন্ধনী', | রিআন্ > রিয়ান্ | 'শয্যা'

১০। | উআ | - | চুআক্ > চুয়াক্ | 'মদ', | রুআ > রুয়া | 'কুঠার'

১১। | ওআ | - | ওআ > ওয়া | 'বাঁশ', | পালোআ > পালোয়া | 'শবাচ্ছাদন বস্ত্র'

শেষে য় -শ্রুতি দিয়ে ঃ

১২। | অযু | - | তঙ্অযু | 'সক্রিয়'

১৩। | আযু | - | তকালাযু | 'বর্তমান বর্ষ', | হাযু | 'সমান'

এছাড়া অত্যন্ত দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণের পাশাপাশি তিনটি, চারটি এমনকি পাঁচটি স্বরধ্বনি মিলে যৌগিক স্বরধ্বনির সৃষ্টি হতে পারে। এগুলি অবস্থাভেদে ত্রি, চতুঃ এবং পঞ্চ স্বরধ্বনি রূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু সতর্কভাবে উচ্চারণ করলে পাশাপাশি ধ্বনিগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। ত্রিপ্রা ভাষায় এরূপ শব্দের সংখ্যা কম এবং বেশির ভাগই ক্রিয়াপদের যোগে সৃষ্ট।

যৌগিক শব্দে প্রাপ্ত। যেমন ঃ

(১) ত্রিস্বরধ্বনি ঃ

| আওআস্ | 'সখ, খেয়াল', | আওআন্ | 'পিঠা'

(২) চতুঃ স্বরধ্বনি ঃ

| আওআই (খ্লাইঅ) | অনবগুণ্ঠন, অনাচ্ছাদিত, প্রকাশ (করা), প্রচার (করা)'

(৩) পঞ্চ স্বরধ্বনি ঃ

| অআতুই অআঅ | 'বৃষ্টি পড়া, বৃষ্টি হওয়া

ত্রিপ্রা ভাষায় ছ'টি মৌলিক স্বরধ্বনি ছাড়া দুটি অর্ধস্বরধ্বনি রয়েছে। যে-কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থাকে। সেইজন্য কোন একটি

স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে তার একটি নির্দিষ্ট ধ্বনিব্যঞ্জনা শোনা যায়। কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই এবং উচ্চারণের সময় ধ্বনিটির স্থিতিকাল অত্যন্ত অল্প। এছাড়া অর্ধস্বর ধ্বনির তুলনায় তার পূর্ব অথবা পরবর্তী স্বরধ্বনি অনেক বেশি অনুরণিত। এই জন্য যে কোন পূর্ণ স্বরধ্বনির তুলনায় তার অর্ধস্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার রূপ উচ্চতর এবং বায়ুপথ সংকীর্ণতর হয়।[৮] শব্দে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণকালে বাগযন্ত্রের অসুবিধা দূর করার জন্য যে অস্পষ্ট ধ্বনি উত্থিত হয়, সেই পিছলে বেরিয়ে আসা ধ্বনিগুলিই যথার্থ অর্ধস্বরধ্বনি। "স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনি হিসাবে শ্রুতিধ্বনিবাচক অর্ধস্বরধ্বনিগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কথা জীবন্ত হয়ে উঠলে শব্দ ও বাক্যের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত বিশেষভাবে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে এরা পিচ্ছিল ধ্বনিরূপে উত্থিত হয়।"[৯]

তিপ্রা ভাষায় শ্রুতিধ্বনিবাচক অর্ধস্বর দুটি - | য় | এবং | অন্তঃস্থ ব |। সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণ স্থান থেকে উত্থিত আন্তঃস্বরীয় (intervocalic) পিচ্ছিল (glide) হিসাবে অন্তঃস্থ | য় | অর্ধস্বরের উদাহরণ দেওয়া হল।

(১) | ই | এবং | অ | -এর মধ্যে ঃ

| ইয়ঙ্ | < ইঅঙ্ 'বড় পিসী | মাসী | মামী মা'

| ইয়র | < ইঅর 'খোঁচান

(২) | ই | এবং | আ | -এর মধ্যে ঃ

| রিয়ান্ | < রিআন্ 'শয্য'

(৩) | এ | এবং | অ-এর মধ্যে ঃ

| ছেয় | < ছেঅ 'পরিবর্তন করা'

(৪) | এ | এবং | আ | -এর মধ্যে

| হাওয়া | (খ্লাইজাক্) < হাএআ (খ্লাইজাক্) 'রাত্রিতে সম্পাদিত

(৫) | আ | এবং | এ |-র মধ্যে ঃ

| হায়েআ (খ্লাইজাক্) | < হাএআ (খ্লাইজাক) 'রাত্রিতে সম্পাদিত

(৬) | উ | এবং | আ |-এর মধ্যে ঃ

| চুয়াক্ | < চুআক্ 'মদ্য বিশেষ

অন্তঃস্থ-ব শ্রুতিধ্বনিবাচক অর্ধস্বরের উদাহরণ তিপ্রা ভাষায় শুধুমাত্র | ও | এবং | আ | এই দুই মৌলিক স্বরধ্বনির মাঝেই পাওয়া যায়। যেমন ঃ—

| ওঅ[ব]আ | < ওআ 'বাঁশ'

| বো[ব]আ | < বোআ 'দাঁত' | বুআ |

| কো^{ব}আর্ | < কোআর্ 'প্রশস্ত'

| ও^{ব}আফ্রা | < ও আফ্রা 'ঝাঁটা'

| যু | অর্ধস্বরধ্বনিটির | আযু | এবং | অযু| এই দুটি দ্বৈত স্বরের শেষধ্বনি হিসাবে দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহার হয়। দ্বৈতস্বরের প্রথম স্বরধ্বনিটি উচ্চারণে তার জিহ্বার অবস্থান, উচ্চতার পরিমাণ এবং ওষ্ঠের অবস্থা নির্দিষ্ট থাকে বলে স্বতন্ত্র ধ্বনি হিসাবেই | য় | ধ্বনি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু দ্বৈতস্বরধ্বনির দ্বিতীয় ধ্বনিটি স্বরূপে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবার পূর্বেই জিহ্বার গতি (movement) নিঃশেষিত হয়ে যায় বলে সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনি না হয়ে অর্ধস্বরধ্বনিই থেকে যায়। অন্যস্বরধ্বনির পূর্বে এবং পরে, এইরূপ বিশিষ্ট অর্ধস্বরধ্বনিরূপে | য় |-এর মোট ছ'টি অবস্থানে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ —

(১) | অয় | - | ওঙ্অয় | 'সক্রিয়', | খ্লাইঅয় | 'করিয়া'

(২) | আয় | - | হায় | 'সমান', | বায় | 'দ্বারা'

(৩) | ইয়া | - | ছাইয়া | 'হাইতোলা'

(৪) | য়া | - | কার্বায় 'পরিত্যাগ করা'

(৫) | য়া | -য়ামুক। 'পায়ের গাঁঠ'

(৬) | য় | - | ওআয়ঙ্ | 'দোলনা'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, | য় | বিশিষ্ট অর্ধস্বরধ্বনিরূপে তিপ্রা ভাষায় শব্দের আদি, মধ্য এবং অন্ত তিন স্থানেই ব্যবহৃত হয়। যেমন—

শব্দের আদিতে ঃ

| য়াখেপ্ | 'চিমটা, সাঁড়াশী

| য়াকুঙ্ | 'পায়ের আঙুল'

শব্দের মধ্যে ঃ

| অঙ্অয়্ব | 'যদ্যপি'

| ফিয়গ | 'মুক্ত করা

শব্দের শেষে ঃ

| বাগয় | 'অভিপ্রায়', 'নিমিত্ত'

| ছাঅয় | 'প্রকাশ করিয়া'

| হুইঅয় | 'গুপ্তভাবে'

তিপ্রা ভাষায় আনুনাসিক স্বরধ্বনির ব্যবহার লক্ষণীয় ভাবে কম। যে স্বল্প সংখ্যক উদাহরণ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, | অ, আ, ই, উ | মাত্র এই চারটি স্বরধ্বনিই আনুনাসিকতা লাভ করে। শব্দে ব্যবহৃত নাসিক্যব্যঞ্জন ও অনেক সময় নাসিক্যীভবনের ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করে।

সাধারণ স্বরধ্বনি অর্থাৎ অননুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় তালুর নরম অংশ নাসাপথ বন্ধ করার জন্য উঁচু হয় বলে ফুসফুস আগত শ্বাস বায়ু মুখ দিয়েই বার হয়। কিন্তু নাসিক্যব্যঞ্জন্ ধ্বনি উচ্চারণকালে তালুর নরম অংশ নীচে নেমে এসে নাসাপথে বাতাস বার হওয়ার সুযোগ করে দেয়। যে সব স্বরধ্বনি তালুর কোমল অংশের উঁচু নয়, নীচুও নয়, এমন মাঝামাঝি অবস্থানের জন্য নাক ও মুখের মিলিত দ্যোতনা লাভ করে, সেগুলিই আনুনাসিক স্বরধ্বনি।

তিপ্‌রা ভাষায় নাসিক্য-ব্যঞ্জনধ্বনি-নিরপেক্ষ আনুনাসিক স্বরধ্বনি শব্দের প্রথম অক্ষরেই এবং মাত্র আনুনাসিক | অ | স্বরধ্বনি দিয়েই পাওয়া যায়। যেমন ঃ—

(১) | সঁ.| 'নুন'[১০], | মঁস | 'লংকা', | ফঁসা | 'টুকরো'

অন্য যে তিনটি আনুনাসিক স্বরধ্বনির সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলি সবই নাসিক্যীভবনের ফল। তিপ্‌রা ভাষায় একই শব্দের নাসিক্যব্যঞ্জন দিয়ে এবং নাসিক্যীভূত স্বরধ্বনি দিয়ে—এই দুই প্রকার উচ্চারণই পাওয়া যায়। যেমন ঃ—

(২) আনুনাসিক | ই | ঃ
| আওআ | 'পিঠা' < আওয়ান্, | হাঁজুক্ | 'পুত্রবধূ' < হাম্‌জুক্

(৩) আনুনাসিক | ই | ঃ—
| ইঁই | 'না' < ইন্ হি

(৪) আনুনাসিক | উ | ঃ—
| খুঁজু | 'কান' < খুন্‌জু, | কফুয়া | 'কখনও নয়' < কুমফুয়া

তিপ্‌রা ভাষার | উ | ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার পিছন দিক উচ্চে থাকে, ওষ্ঠ প্রসৃত এবং সংবৃত হয়। অর্থাৎ | ই | ধ্বনি উচ্চারণের মতো মুখাকৃতি বজায় রেখে বাতাস ছুড়ে দিলে তিপ্‌রা | উ | ধ্বনিটি সৃষ্ট হয়। উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণ রীতির বিচারে এই ধ্বনিকে প্রসৃত-সংবৃত-পশ্চাৎ (Retracteed-closed-back) ধ্বনি বলা যেতে পারে। তিপ্‌রা ভাষার উচ্চারণ রীতির বৈশিষ্ট্য হল, ওষ্ঠের আকারকে প্রসৃত রাখা এবং যুক্ত ওষ্ঠকে অর্ধমুক্ত করা। ওষ্ঠের আকুঞ্চন -প্রসারণে ঈষৎ তারতম্য হলে, উচ্চারণ স্থানের স্বল্প পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ রীতিও বদলে যায়। ফলে একই ধ্বনির সহধ্বনিগুলি সহজেই সৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। তিপ্‌রা প্রসৃত-সংবৃত-পশ্চাৎ | উ | ধ্বনি উচ্চারণের সময় যদি শব্দের আদিতে একটি ঝোঁক পড়ে তবে জিহ্বার মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ উপরে যায়। এবং প্রসৃত-সংবৃত-পশ্চাৎ ধ্বনিটি পরিবর্তিত হয়ে প্রসৃত-সংবৃত-মধ্য ধ্বনিতে পরিণত হয়। অঞ্চলভেদে একই শব্দের উক্ত দুপ্রকার | উ | ধ্বনি দিয়ে দুপ্রকার উচ্চারণ শ্রুত হয় এবং অর্থের কোন

পরিবর্তন হয় না। এমনকি একই অঞ্চলে একই শব্দে উক্ত দুপ্রকার ধ্বনি পাশাপাশি শ্রুত হয়। তা ছাড়া, প্রসৃত-সংবৃত-মধ্য | উ | ধ্বনিটির একক ধ্বনি রূপে শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে অবস্থান (distribution) দু একটি ভিন্ন অন্যকোন শব্দে মেলে না। সুতরাং প্রসৃত-সংবৃত-মধ্য | উ | ধ্বনিটি প্রসৃত-সংবৃত-পশ্চাৎ | উ | স্বরধ্বনির সহধ্বনি মাত্র।

তিপ্‌রা ভাষায় | উ | ধ্বনির এই সহধ্বনিটি সম্পর্কে একটি কথা বলা দরকার। ভোট-চীনীয় ভাষা গোষ্ঠীর ভোট-বর্মী শ্রেণীর অন্তর্গত ভাষা বলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ তিপ্‌রা ভাষার বর্গীকরণ করেছেন।[১১] চীনা ভাষায় সংবৃত | উ | ধ্বনি ছাড়া আর একটি | উ | ধ্বনি আছে। এই দ্বিতীয় প্রকার | উ | ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার সম্মুখ ভাগ | ই | ধ্বনি উচ্চারণের মতো উচ্চে থাকে এবং ওষ্ঠ্য | উ | ধ্বনি ন্যায় কুঞ্চিত হয়।[১২] চীনা ভাষার দুরুশ্চার্য এই | উ | ধ্বনির, কালের ব্যবধানে পরিবর্তিত ও সরলীকৃত হয়ে তিপ্‌রা ভাষায় প্রসৃত-সংবৃত-মধ্য | উ | সহধ্বনিতে রূপান্তর অসম্ভব নয়।

তিপ্‌রা ভাষার স্বরধ্বনিগুলির কোন উচ্চারণ স্থান এখনও নির্দেশ করা হয়নি। সাধারণ ভাবে | ই, উ | সংবৃত, | এ, ও | অর্ধসংবৃত, | আ | বিবৃত এবং | অ | অর্ধবিবৃত ধ্বনি। | ই, এ, আ | পশ্চাৎ ধ্বনি এবং জিহ্বার পশ্চাৎ দিক উপর থেকে ক্রমশঃ নীচে নামে। | উ, ও, অ, আ | সম্মুখ ধ্বনি এবং জিহ্বার অগ্রভাগ উপর থেকে ক্রমশঃ নীচে নামে। নীচে নক্‌সায় স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান দেখান হল।

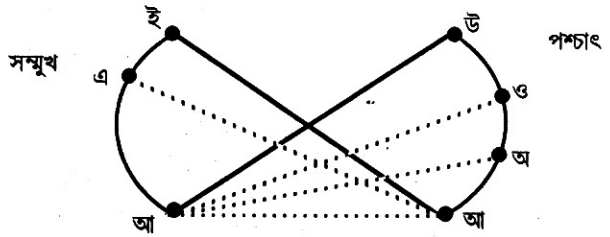

লক্ষণীয় চীনা ভাষায় | অ | নেই।[১৩] তিপ্‌রা ভাষা ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা হলে পরবর্তী কালে এই ভাষায় | অ | ধ্বনি সৃষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে চীনা ভাষার সম্মুখ-সংবৃত | উ | ধ্বনি তিপ্‌রা ভাষায় পশ্চাৎ-সংবৃত মৌলিক | উ | ধ্বনির সঙ্গে মিলে গেছে। উপরের নক্‌সায় উচ্চারণ স্থান দেখান হলেও, উচ্চারণ রীতির বিশেষত্বের জন্য তিপ্রা ভাষায় স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্থান সব সময় বজায় থাকে নি। তিপ্‌রা ভাষার বৈশিষ্ট্য হল, স্বরধ্বনিগুলিকে প্রসৃতভাবে উচ্চারণ করা। এই উচ্চারণ রীতি স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্থানকে প্রায়ই পরিবর্তন করে ঈষৎ নীচে নামায়। আবার মুক্ত ওষ্ঠকে অর্ধমুক্ত করার জন্য | আ | ধ্বনির উচ্চারণ স্থান অনেক সময় | অ | ধ্বনির উচ্চারণ স্থানের

কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছায়। ফলে তিপ্‌রা ভাষায় একই শব্দের একাধিক উচ্চারণ শোনা যায় এবং | উ, ও, অ | ধ্বনিগুলি অনেক সময় সহধ্বনিরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— | তুই | 'জল' শব্দটি। শব্দটির কমপক্ষে পাঁচ প্রকার উচ্চারণ শোনা যায়। যেমন ঃ—

| তুই ∾ তোই ∾ তোয়্ ∾ তৗয়্ ∾ তৗই | 'জল'

|ৗ | চিহ্নটি | অ | এবং | ও | ধ্বনির মাঝামাঝি একটি ধ্বনির নির্দেশক।[১৪]

সেইরূপ | ওয়াতুই | 'বৃষ্টির জল' শব্দটিরও ছয় প্রকার উচ্চারণ শোনা যায়। যেমন ঃ—

| ওয়াতুই ∾ ওয়াতই ∾ ওয়াতোই ∾ অআত্ই ∾ অআতোই | 'বৃষ্টির জল'

অর্থাৎ উপরের উদাহরণের | উ ∾ ও ∾ অ | ধ্বনিত্রয় সহধ্বনিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। নীচে নক্‌সার সাহায্যে তিপ্‌রা স্বরধ্বনিগুলির উচ্চারণ স্থান দেখাবার চেষ্টা করা হল।

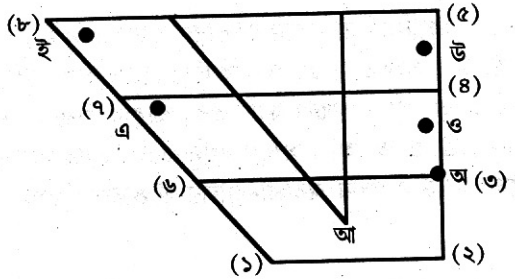

প্রসৃত উচ্চারণ প্রবণতার জন্য তিপ্‌রা ভাষায় | ই, এ | ধ্বনিদ্বয়ের উচ্চারণ প্রায় স্থির থাকে। কিন্তু | ও | ধ্বনি | উ | ধ্বনিকে, | অ | ধ্বনি | ও | ধ্বনিকে টেনে নীচে নামায় এবং | অ | ধ্বনি | আ | ধ্বনিকে টেনে উপরে তোলে। এই জন্য স্বর-সঙ্গতিও অনেকাংশ দায়ী। ফলে উচ্চারণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।[১৫]

তিপ্‌রা ভাষার উচ্চারণরীতি বাঙ্গালী উপভাষার শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চলের বিভাষার উচ্চারণ রীতির দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। বাঙ্গালী উপভাষার, বিশেষতঃ কাছাড়-শ্রীহট্ট-নোয়াখালি অঞ্চলের বিভাষার প্রসৃত উচ্চারণ রীতি একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালী উপভাষায় উষ্মধ্বনির বাহুল্য এবং প্রসৃত উচ্চারণ রীতির পিছনে আরবী ভাষার উচ্চারণ রীতির প্রভাব থাকা সম্ভব। তিপ্‌রা ভাষার এই বৈশিষ্ট্য সরাসরি অথবা বাঙ্গালীর মধ্য দিয়ে মুসলমান প্রভাবের ফল বলে অনুমান করি।

তিপ্‌রা ভাষায় শব্দে স্বরধ্বনি ব্যবহারের মধ্যে একটি সুসমঞ্জস রূপ দেখা যায়। বিশেষতঃ ক্রিয়াবাচক শব্দের পূর্বে বিশেষত্ববাচক একাক্ষরিক প্রায় অর্থহীন ধ্বনিগুচ্ছ

প্রত্যয়ের মতো ব্যবহার করে বিশেষণপদ নির্মাণের সময় এটি প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। বিদেশী শব্দ আত্মীকরণের ক্ষেত্রেও এর পরিচয় পাই। এইসব ক্ষেত্রে শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয়াংশের স্বরধ্বনি সমান। এই বিশেষত্বটিকে তিপ্‌রা ভাষায় স্বরসঙ্গতির ব্যবহার বলতে বাধা নেই। যেমন, বিশেষণের ক্ষেত্রে ঃ—

| অ | দিয়ে ঃ—
| কতর্ | 'বড়'
| কছম্ | 'কালো'
| কলক্ | 'লম্বা'
| কছক্ | 'পচা'

| আ | দিয়ে ঃ—
| কারাক্ | 'কঠিন'
| কাচাঙ্ | 'শান্ত, ধীর'
| কাতাল্ | 'নূতন'
| কাহাম্ | 'ভালো'

| ই | দিয়ে ঃ—
| কিতিঙ্ | 'গোলাকার
| কিছি | 'আর্দ্র, সিক্ত'
| কিচিঙ্ | 'বন্ধু'

| উ | দিয়ে ঃ—
| কুখুই | 'টক
| কুচুঙ্ | 'উজ্জ্বল'
| কুচুক্ | 'উচ্চ'
| কুফুর্ | 'শ্বেত'

| এ | দিয়ে ঃ—
| কেফেক্ | 'মাতাল'
| কেফের্ | 'সমতল
| কেচেন্ | 'পরাজিত'
| কেবেল্ | 'দুর্বল'

| ও | দিয়ে ঃ— X

তিপ্‌রা ভাষায় আগন্তুক শব্দের ক্ষেত্রে ঃ—

| বিছি | 'বর্ষ' < বৎসর
| অমর্ | 'বয়স' < উমর্
| লাথা | যষ্টি' < লাঠি
| বুথুপ্ | 'গুচ্ছ' < স্তূপ
| কুমুদ্দান্ | 'দলপতি' < কমেন্ডার
| কথমা | 'গল্প' < কথা + মা

কোন ভাষার বাক্-প্রবাহে স্বর এবং ঝোঁকের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সেই ভাষাকে শ্রুতি মধুর করে তোলে। এই সুর এবং ঝোঁক শুধু এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার পার্থক্যই সূচিত করে না ; সম ভাষাভাষী ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং নরের সঙ্গে নারীর বাগভঙ্গিমারও পার্থক্য ধরিয়ে দেয়।

স্বরাঘাত অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের আরোহ-অবরোহকে বলা চলে স্বর এবং শ্বাসাঘাত-অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের জোর বা বলকে বলা চলে ঝোঁক। এই রকম স্বরের আরোহ, অবরোহ এবং উভয়ের মিশ্রণ বৈদিক সংস্কৃতে ছিল। উশ্চৈরু দাও ঃ নীচৈরনু দাও ঃ এবং সমাহারঃ স্বরিতঃ। স্বরিত স্বর উঁচু থেকে নীচের দিকে নামা, স্বরশূন্য অবস্থা নয়। সুরই ছিল বৈদিক ভাষার অর্থ-নিয়ামক। সুতরাং স্বরের তারতম্যে অর্থের তারতম্য ঘটে যেত। ইন্দ্রশত্রু ঃ আদিতে উদাত্ত হলে বোঝাবে ইন্দ্র যার ঘাতক, আর অন্ত্যোদাত্ত হলে বোঝাবে ইন্দ্রের ঘাতক।

প্রাচীন গ্রীক ও বৈদিক সংস্কৃতের স্বর আধুনিক গ্রীক, ইংরাজী তথা বাংলায় ঝোঁকে পরিণত হয়েছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে পাঞ্জাবী এবং রাজস্থানীতে সুর বেশ বজায় আছে। ভারতীয় অন্-আর্য-ভাষাগুলিতেও স্বর এবং ঝোঁক বর্তমান। বিশেষতঃ ভোট-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষায় স্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বরের ওঠানামার উপর এই গোষ্ঠীর ভাষায় শব্দের অর্থ নির্ভর করে। 'চীনা ভাষায় অত্যন্ত অপ্রচুর শব্দ। সেইজন্য এক একটি শব্দকে নানা স্বরের খেলায় নানার্থবাচক করার রীতি এই ভাষার বৈশিষ্ট্য। স্বর মোট চারটি আছে। এই চার প্রকার স্বর ওঠা-নামায় এবং গাম্ভীর্যে-তীক্ষ্ণতায় একই শব্দের অর্থবৈচিত্র্য ঘটায়।"[১৬] অবশ্য বাক্যে শব্দের অবস্থান ভেদে, একই শব্দের সুরবৈচিত্র্যে নির্দিষ্ট চারটি অর্থের অতিরিক্ত আরও নানা অর্থ হতে পারে।[১৭] চীনা ভাষার স্বর চারটি হল—(১) উচ্চস্বর, (২) ক্রমোন্নত স্বর, (৩) ক্রমাবনতোন্নত স্বর এবং (৪) ক্রমাবনত স্বর। যেমন, | শি | শব্দের স্বরভেদে অর্থ যথাক্রমে, (১) আলগাকরা, (২) দশ, (৩) ইতিহাস এবং (৪) নগরী বা বাজার।

সিয়ামী ভাষায় স্বরের সংখ্যা পাঁচটি।[১৮] এবং মালয়ী ভাষার বিশেষত্ব ঝোঁক।[১৯] ইংরাজী ভাষায় একই সঙ্গে ঝোঁক এবং স্বরের পরিচয় পাওয়া যায় পুরুষ এবং নারীর 'রেয়ারার্' কিংবা 'বয়্' শব্দের উচ্চারণে।

তিপ্রা ভাষায় এই স্বর এবং ঝোঁকের সন্ধান পাওয়া যায়। এবং স্বরের উপর শব্দের অর্থ-পার্থক্য কখনও কখনও নির্ভর করে।[২০] যেমন ঃ—

| বুতুই | 'ঝোল', ক্রমোন্নত স্বর, চিহ্ন
| র্বুতুই | 'ডিম', ক্রমাবনত স্বর, চিহ্ন
| মাইরুঙ্ | 'ধান একত্র করা', ক্রমোন্নত স্বর, চিহ্ন
| মাইরুঙ্ | 'চাল', নিম্ন স্বর, চিহ্ন
| চাখ্লাই| 'রক্তবর্ণ', ক্রমাবনতোন্নত স্বর, চিহ্ন
| চাখ্লাই | 'খাওয়া', ক্রমোন্নত স্বর, চিহ্ন

লক্ষণীয় তিপ্রা ভাষায় চারটি স্বর থাকলেও ভোট-চীনীয় ভাষার উচ্চস্বর নেই। এই ভাষায় একটি স্বতন্ত্র স্বর আছে। এই স্বরকে নিম্নস্বর বলা যেতে পারে। এই স্বর পূর্ণ বা প্লুতস্বরও বটে। নক্সার সাহায্যে চীনা ও তিপ্রা ভাষার স্বর চতুষ্টয়ের পার্থক্য দেখান হল।

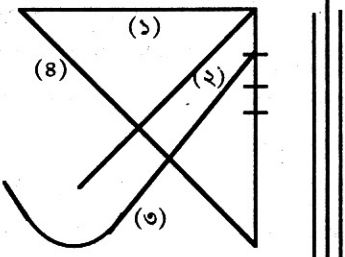

চীনা স্বরের নক্সা

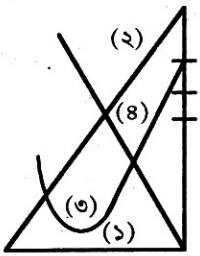

তিপ্রা স্বরের নক্সা

তিপ্রা ভাষায় স্বরের ব্যবহার সম্পর্কে একটি কথা বলার আছে। তিপ্রা ভাষায় কারক-বিভক্তি, বিভিন্ন কালজ্ঞাপক প্রত্যয় ব্যবহৃত হওয়ায় এবং নতুন শব্দ নির্মাণ ও আগন্তুক শব্দ আত্মীকরণের ফলে এই ভাষার শব্দভাণ্ডার এবং ভাবপ্রকাশের শক্তি ক্রমবর্ধমান। ফলে স্বভাবতই স্বরের যাদু, এই ভাষা থেকে সরে গিয়ে শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এই জন্য ভাষায় সমোচ্চারিত এমন বহু শব্দ আছে, যাদের অর্থ আলাদা। কিন্তু স্বরের বিভিন্নতায় সবকটি অর্থকে পৃথকীকরণ করা কঠিন। তবে ঝোঁকের ব্যবহার, প্রত্যয়ের প্রয়োগ এবং বাক্যে অবস্থান ইত্যাদি থেকে

বক্তার অভিপ্রেত অর্থের প্রতীতি জন্মায়। এইরূপ সমোচ্চারিত বিভিন্নার্থক শব্দের উদাহরণ নীচে দেওয়া হল। যেমন ঃ—

(১) | মা | 'মা' - | ব আনি মা | 'তিনি আমার মা।'
| মা | 'না'- |বন নগ মা-থাঙ্‌য়া | 'আমাকে ঘরে যেতে দেওয়া হয় না।
| মা | 'অবশ্য' - | রাম্‌ন মা ফায়্‌নাই | 'রামকে অবশ্যই আসতে হবে।

(২) | হর্‌ | 'রাত' - | যুছিদি, হর্‌ অঙ্‌খা | 'ঘুমাও, রাত হয়েছে।'
| হর্‌ | 'আগুন'- | হর্‌ মুছ্‌ঙ্‌দি | 'আগুন জ্বালো'।
| হর্‌ | 'বহন করা'- | পজা হর্‌দি | 'বোঝা বও'।

(৩) | ছ | 'টানা'- | ওয়া ছদি | 'বাঁশ টান।'
| ছ | 'বন্ধ কর' - | দগা ছদি | 'দরজা বন্ধ কর'।
| ছ | 'প্রদর্শন করা, আগে চল'- | খ, লামা ছদি | 'চল', আগে চল ; পথ দেখাও।
| ছ | 'সঙ্গে লওয়া'- | রাম্‌ন লগিঅ ছদি | 'রামকে সঙ্গে লও।'

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তিপ্‌রা ভাষায় ঝোঁক বর্তমান। এই ঝোঁক ইংরাজী কিংবা বাংলা ভাষার শ্বাসাঘাতের মতো নয়। ইংরাজী ভাষায় প্রত্যেক মূল শব্দের নিজস্ব শ্বাসাঘাত আছে এবং বাক্যের প্রত্যেক মৌলিক শব্দ স্বকীয় শ্বাসাঘাত শুদ্ধ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। বাংলায় একক উচ্চারণে শব্দে আদি শ্বাসাঘাত ; কিন্তু যখন তারা বাক্যের অন্তর্গত হয়, তখন বাক্যেরই এক ছন্দের গতিতে তারা চলতে থাকে। বাক্য কতকগুলি বাক্যাংশের সমষ্টি। এই সকল বাক্যাংশ হল বাক্যের এক একটি শ্বাসপর্ব। প্রত্যেক শ্বাসপর্ব বাক্যের পৃথক অঙ্গরূপে সাধারণতঃ আদ্যক্ষরে শ্বাসাঘাত হয়। পর্বস্থিত অন্যশব্দের শ্বাসাঘাত বিলুপ্ত হয়। তিপ্‌রা ভাষার বাক্‌প্রবাহে শ্বাসাঘাত পড়ে দু'ভাবে। এক, শব্দবিশেষে। যেমন, 'ডিম' অর্থে | তক্‌তুই | বা | তাখুম্‌তুই | ব্যবহার না করে যদি | বুতুই | শব্দ ব্যবহার করা হয় তবে প্রায় সমোচ্চারিত 'ঝোল' বাচক | বুতুই | শব্দের সঙ্গে পৃথকীকরণের জন্য 'ডিম' বাচক | বুতুই | শব্দের আদিতে একটি ঝোঁকের ব্যবহার আবশ্যিক হয়ে পড়ে। দুই, পর্বের অন্ত্যস্বরে যদি ক্রিয়ার কাল জ্ঞাপক প্রত্যয়, কারক-বিভক্তি কিংবা অব্যয় থাকে তবে সেই অন্ত্যস্বরে একটি ঝোঁক পড়ে। শ্বাস পর্বের অন্ত্যস্বরে স্থানবিশেষে ঝোঁক, ক্ষেত্রবিশেষে স্বরের ওঠা-নামা এবং প্রসূত-উচ্চারণ রীতির সঙ্গে সঙ্গত স্বরের ব্যবহার তিপ্‌রা ভাষাকে এক বিশেষ শ্রুতি-মাধুর্য দান করেছে।

● পাদটীকা ॥

১। A Phoneme is a class of sounds so used in a given language that no Two members of the class can ever contrast.

-A. A. Gleason : An Introduction to descriptive linguistics, Indian Edition, 1968, pp. 24.

২। A vowel (in normal speech) is defined as a voiced sound, informing which the air issues in a continuous stream through the pharynx and mouth, there being no obstruction and no narrowing such as would cause audible friction.

- Jones, Daniel : An outline of English phonetics, pp. 23. (Hoffer, 1950)

৩। We find, so far as we can judge from the uncertain spelling of the specimens, the extreme short a, written a, which has been noted in bârâ thus, the word for 'child', corresponding to the Bârâ fsā is basā, bsā and also bāsā.

- G. A. Grierson : Linguistic Survey of India, vol III, part II, pp. 110, Matilal Banarasidass, 1967.

৪। "আইক্ষর (বর্ণ) তিন প্রকার ঃ যথা, আইক্ষর কতর (স্বরবর্ণ) ; আইক্ষর কুছু (ব্যঞ্জনবর্ণ) ; আইক্ষর কতই (অযোগবাহ বর্ণ)। আইক্ষর কতর ঃ অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ-কক্-বরক্-মা ঃ— 'রাধামোহন দেববর্মন ঠাকুর। শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, ৫৯, পৃঃ ৯।

৫। "Oil, n. তৈল Thag, Thāo থগ্, থাও।

তৈল লেপন করা Thāo Phula, Thag Phula থাও ফুল, থগ্ ফুল।"

—কক্-রবাম্ ঃ 'অজিতবন্ধু দেববর্মা, পৃঃ ১৫৭, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা ১৯৬৭।

তিপ্রাদের মুখে 'তৈল' শব্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে 'থক্' শুনেছি—'থাও' নয়। 'থক্' মহাপ্রাণিত হয়ে 'থগ্' হতে পারে। থাও শব্দের বিশৃঙ্খলতাকে স্বীকার করলে তিপ্রা অন্ত্য-ও যুক্ত দুটি মাত্র শব্দ পাওয়া যায়।

৬। | অউ | -কে ধরলে ১২টি ক্ষেত্রে।

৭। মুহম্মদ আবদুল হাই—ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব,. পৃঃ ৩১, ১৯৬৭, স্টুডেন্টওয়েজ, ঢাকা।

৮। "Semi-vowel : a voiced gliding sound in which the speech organs start by producing a vowel of comparatively small prominence and immediately change to a more prominent vowel."
-An outline of English Phonetics, Daniel Jones, pp. 47. 1950

৯। মুহম্মদ আবদুল হাই—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, পৃঃ ১৪৯, ১৯৬৭, ঢাকা।

১০। "Salt, n. লবণ-Cham ছম্।"
- কক্-রবাম্ ঃ 'অজিতবন্ধু দেববর্মা, পৃঃ ১৯৯, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৬৭।

১১। (ক) সুকুমার সেন ঃ ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃঃ ৮০, ১৭০
(খ) G. A. Grierson : Linguistic Survey of India, vol III, Part II, 1967.

১২। Modern Chinese Reader, Part-I, pp. 28. "Epoch" Publishing House, Peking, 1958.

১৩। ঐ, পৃঃ ২৬

১৪। কক্-বরক্ ছ্রীঙ-দশরথ দেব, ১৯৭৭, পৃঃ ১৭

১৫। "অঞ্চলভেদে উচ্চারণে পার্থক্য তো আছেই, তদুপরি ইহা দেখা গিয়াছে যে, একই ব্যক্তি একই শব্দ বিভিন্ন সময়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই ভিন্নরূপে উচ্চারণ করিয়া বসে এবং জিজ্ঞাসিত হইলে সদুত্তর দিতে পারে না।"
- কক্-রবাম ঃ 'অজিতবন্ধু দেববর্মা, নিবেদন, ১৯৬০,
শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা, ১৯৬৭

১৬। বাংলা ভাষা ঃ পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, ১৯৭৫, পৃঃ ৯৭।

১৭। The world's chief Languages : Mario A. poi, pp. 495. 3rd Edn.
London .

১৮। ঐ „ পৃঃ ৫০৪।

১৯। ঐ „ পৃঃ ৫০৮।

২০। "ত্রিপুরী ভাষায় বাক্য প্রয়োগ সময়ে শব্দ উচ্চারণ বিষয়ে কথঞ্চিৎ কাঠিন্য আছে ; এবং তাহা স্বরভঙ্গির উপর নির্ভর করে। এক আকার-বিশিষ্ট শব্দ উচ্চারণ ভেদে ভিন্ন অর্থবোধক হইয়া থাকে।"
- কক্-বরক্-মা ঃ 'রাধামোহন দেববর্মণ ঠাকুর, পৃঃ ৫৯
ভূমিকা, ৫৯।

॥ তিপ্‌রা ব্যঞ্জন ধ্বনি ॥

তিপ্‌রা ভাষায় বাগযন্ত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যে কটি সবাধ শ্রুতি-গ্রাহ্য ধ্বনি উদ্ভূত হয়, পাঠ-প্রতিকম্পন পদ্ধতির অনুসরণে নীচে তাদের পরিচয় দেওয়া হল।

(১) | কক্ | = 'কথা' | ক্ |
| তক্ | = 'মোরগ' | ত্ |

(২) | কুক্ | = 'ফড়িং' | ক্ |
| হুক্ | = 'জুম' | হ্ |
| তুক্ | = 'পাত্র' | ত্ |
| থুক্ | 'উকুন' (থ্)
| দুক্ | = 'লতা, ফাঁস' | দ্ |

(৩) | জর্ | = 'মুগল' | জ্ |
| সর্ | = 'লৌহ' | স্ |
| হর্ | = 'রাত' | হ্ |

(৪) | পালা | = 'শর' | প্ |
| গালা | = 'দিক' | গ্ |

(৫) | য়াক্ | = 'হাত' | য়্ |
| বাক্ | = 'অংশ' | ব্ |

(৬) | রুঙ্ | = 'নৌকা' | র্ |
| ফুঙ্ | = 'বাঁট, কুঁদো' | ফ্ |

(৭) | লুই | = 'লিঙ্গ' | ল্ |
| মুই | = 'তরকারি' | ম্ |

(৮) | কুখুই | = 'অম্ল' | খ্ |
| কুথুই | = 'মৃত' | থ্ |

(৯) | কে-খেক্ | = 'বক্র' | খ্ |
| কে-ফেক্ | = 'মাতাল' | ফ্ |

(১০) | রিচুম্ | = 'পোশাক' | চ্ |
| রিছুম্ | = 'রশুন' | ছ্ |

(১১) | কলক্ | = 'লম্বা' | ল্ |
| কছক্ | = 'পচা' | ছ্ |

(১২) | ফান্ | = 'তেজ, শক্তি' | ন্ |
| ফাঙ্ | = 'বৃক্ষ', প্রধান' | ঙ্ |

উপরের ১ম থেকে ৭ম উদাহরণের অন্তর্গত আঠারটি শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনের স্বরধ্বনি ও শেষ ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনি যথাক্রমে,- + | এক্ | ; + | উক্ | ; + | অর্ | ; + | আলা | ; + | মাক্ | ; + | উঙ্ | ; + | উই | । এই ধ্বনি গুচ্ছের প্রথমাংশে | + | চিহ্নিত স্থানে যথাক্রমে | ক্, ত্ ; ক্, হ্, ত্, খ্, দ্ ; জ্, ম্, হ্ ; প্, গ্ ; য়্ , ব্ ; র্, ফ্ ; ল্, য়্ | ব্যঞ্জন ধ্বনির ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক আঠারটি শব্দ পাওয়া যায়। ৮ম থেকে ১১শ উদাহরণের চারজোড়া শব্দের স্বর সংযুক্ত প্রথম ব্যঞ্জন এবং শেষ ধ্বনিগুচ্ছ যথাক্রমে- কু | + | উই; কে | + | এক্ ; রি | + | উম্ এবং ক | + | অক্। এই চারজোড়া শব্দের প্রথম ও শেষাংশের মধ্যস্থিত | + | চিহ্নিত স্থানে যথাক্রমে | খ্, থ্, খ্, ফ্, চ্, ছ্, ল্, দ্ | ব্যঞ্জন ধ্বনির ব্যবহারে বিভিন্নার্থ বোধক চারজোড়া শব্দ পাই। ১২শ উদাহরণের শব্দদ্বয়ের প্রথম অক্ষর সমরূপ-ফা | + | । কিন্তু শেষাংশে | + | চিহ্নিত স্থানে | ন্, ঙ্ | এই দুই ভিন্ন ব্যঞ্জন ধ্বনির ব্যবহারে ভিন্ন অর্থবোধক দুটি শব্দ পাই। এই ভাবে তিপ্‌রা ভাষার অন্যান্য শব্দের মধ্য থেকে বহু শব্দ বাছাই করে পাঠ-প্রতিকম্পন পদ্ধতির মাধ্যমে বর্তমানে চলতি তিপ্‌রা ভাষায় আমরা | ক্, খ্, গ্, চ্, ছ্, জ্, ত্, থ্, দ্, প্, ফ্, ব্, য়ু, র্, ল্, হ্, ম্, ন্, ম্, ঙ্ | এই বিশটি ব্যঞ্জন ধ্বনির সন্ধান পাই। সুতরাং তিপ্‌রা ভাষায় মোট ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা বিশটি। এই বিশটি ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রত্যেকটিই এক একটি Phoneme কিংবা Phonological unit অর্থাৎ মুলধ্বনি।[১]

ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি উচ্চারণকালে ক-বর্গে জিহ্বামূল কণ্ঠে আকৃষ্ট হয়। চ-বর্গে জিহ্বাগ্র তালুতে স্পৃষ্ট হয়। ত-বর্গে জিহ্বা দন্তমূলে স্পৃষ্ট হয়। প-বর্গে ওষ্ঠ ও অধরের স্পর্শ ঘটে। জিহ্বা ও ওষ্ঠে সাময়িকভাবে শ্বাসযন্ত্র-প্রেরিত বায়ু রুদ্ধ হয়। সেইজন্য এরা Stop sounds। এই সাময়িক রোধের পরই ধ্বনির বিস্ফোরণ ঘটে বলে এদের আর এক নাম explosives বা plosives। এই বর্গের মধ্যে | ক্, খ্, চ্, ছ্, ত্, থ্, প্, ফ্ | ধ্বনিগুলির উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর কম্পন নেই বলে এরা অঘোষ ধ্বনি। প্, জ্, দ্, ব্ | ধ্বনিগুলি ঘোষ, কারণ তাদের উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর কম্পন আছে। | ঙ্, ন্, ম্ | ধ্বনিগুলির উচ্চারণে কণ্ঠ-বিবর ছাড়া নাসা বিবর দিয়েও শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হয় বলে, এগুলির নাম আনুনাসিক ব্যঞ্জনধ্বনি। | ঙ্, ন্, ম্ | যথাক্রমে কণ্ঠ্য, দন্ত্য-এবং ওষ্ঠ্য আনুনাসিক ব্যঞ্জনধ্বনি এবং উচ্চারণ কালে স্বরতন্ত্রী কাঁপে বলে এরা ঘোষ ধ্বনি। | ঙ্ | ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ নরমতালুর পশ্চাদ্‌ভাগের দিকে উঠতে গেলে নরম তালু কিছুটা নেমে আসে। সঙ্গে সঙ্গে নাসা পথও সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই পরিবেশে শ্বাসবায়ু আবদ্ধ অবস্থায় না থেকে নাসা পথে মুক্ত হয়ে গিয়ে যে-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে সেটিই হচ্ছে ঘোষ বা নিনাদিত পশ্চাদতালুজাত নাসিক্য ব্যঞ্জন

ধ্বনি | ঙ্ | । | রাঙ্ | 'টাকা', | রুঙ্ | 'নৌকা', | গঙ্ | 'ভালুক', | ছঙ্ | 'সঙ্গী', | দঙ্ | 'প্রিয়', | য়ঙ্ | 'কীট' প্রভৃতি শব্দে এই ধ্বনিটির নির্মল ব্যঞ্জনা এবং যথার্থ পরিচয় আমরা পাই। | ঙ্ | এই ধ্বনিটির সহধ্বনি মূলক (allophonic) কোন ধ্বনি না থাকলেও | বলঙ্ | 'অরণ্য', | চাঙ্ | 'কটিদেশ', | বুকুঙ্ | 'নাক' শব্দের অন্ত্য-হলন্ত | ঙ্ | ধ্বনির স্পর্শতা তেমন মূর্ত হয়ে ওঠে না। কিন্তু | আঙ্কর্ | 'জেলা', | অঙ্খা | 'হয়েছে, | কোঙ্কিলা | 'কোকিল', | অঙ্খর | 'অবতারণা করা', | খাঙ্গা | 'গণ্ড' প্রভৃতি শব্দে পরবর্তী ধ্বনিগুলি স্পৃষ্ট বলেই ফটকার মতো আওয়াজ করে তাদের উচ্চারকেরা মুক্ত হয়ে যাওয়ার সময় | ঙ্ | ধ্বনির স্পর্শতাগুণকেও সুস্পষ্ট করে দিয়ে যায়।

| খ্, ছ্, থ্, ফ্ | ধ্বনিগুলি মহাপ্রাণ। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনিতে শুধু | হ্ | যোগ নিয়ে পার্থক্য। | হ্ | ধ্বনিই প্রাণ বা শ্বাস। প্রত্যেক ধ্বনিতেই শ্বাস আছে, কিন্তু মহাপ্রাণে শ্বাসের আধিক্য। অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে | হ্ | যুক্ত করে উচ্চারণ করলে সর্বদাই সেইধ্বনির মহাপ্রাণ রূপ পাওয়া যায়। যেমন ঃ— | ক্ + হ্ = খ্ | । তিপ্রা ভাষায় ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি নেই। এই ভাষায় আগন্তুক শব্দের ক্ষেত্রে ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনির স্থানে ঘোষ-অল্পপ্রাণ ধ্বনি এবং ট- বর্গের স্থানে যথাক্রমে ত-বর্গের ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ—

| গন্তা | < ঘণ্টা
| গরি | < ঘড়ি
| দান্ | < ধান
| বারতি | < ভারতী
| বঙ্রাই | < ভ্রমর
| তিক্রাপুরা | < টিক্কাপুরা 'চিতাবাঘ'
| দাকা | < ঢাকা
| দাকি | < ঢাকী
| দাল | < ডাল
| খেলা | < ঠেলা

তিপ্রা চ-বর্গের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। | চ্ | ধ্বনি আদ্যাবস্থানে | উ | ধ্বনির সংযোগে উষ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। এছাড়া অন্যত্র | চ্ | এবং সর্বাবস্থানে | জ্ | উষ্মীভূত ঘৃষ্ট ধ্বনি। | ছ্ | ধ্বনি তিপ্রা ভাষায় একটি বিতর্কিত ধ্বনি। এবং তিপ্রা ভাষার আলোচনায় | শ্, ষ্, স্, ছ্ | ধ্বনিগুলিকে সমধ্বনিগোত্রমূল্য আরোপ করে | শ্, ষ্, স্ | কে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র | ছ্ | রাখার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।[২] একথা ঠিক যে, তিপ্রা ভাষায় | ছ্ | ঘৃষ্ট তালব্য ধ্বনি নয়। এই ভাষায় | ছ্ | ধ্বনি উষ্মীভূত

তালব্য ধ্বনি, অনেক সময় বাংলা তালব্য | শ্ | ধ্বনির মত শোনায়। এবং | স্ | ও | ছ্ | প্রায়ই সবধ্বনির মত একে অপরের স্থানে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

| সাল্ | 'সূর্য' শব্দের | স্ | দন্ত-মূলীয় উষ্মধ্বনি। কিন্তু | সাল্ | শব্দ নিষ্পন্ন |. সাতুঙ্ | 'রৌদ্র' শব্দের | স্ | উষ্মীভূত ঘৃষ্ট-তালব্য ধ্বনি। আবার | ওয়ান্ছা | 'বাঙ্গালা ; | থুরক্ছা | 'মুসলমান' শব্দের | ছ্ | উষ্মীভূত-ঘৃষ্ট-তালব্য ধ্বনি। কিন্তু | বুসা, ছা | 'পুত্র, বাছা' শব্দের | স্, ছ্ | দন্ত-মূলীয় উষ্ম ধ্বনি। সুতরাং | ছ্ | এবং | স্ | -এর উচ্চারণের পার্থক্য স্পষ্টতঃই ধরা পড়ে। এই ধ্বনিগত বৈষম্যই দুটি পৃথক ধ্বনির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। তা ছাড়া, তিপ্রা ভাষায় চারটি বর্গের মধ্যে তিনটি বর্গেরই দ্বিতীয় ধ্বনি বর্তমান এবং চ-বর্গের দ্বিতীয় ধ্বনি ছাড়া চারটি বর্গেরই উচ্চারণ রীতি ও বৈশিষ্ট্য সমরূপ। ভাষা যেহেতু একটি নির্দিষ্ট পর্যায় বা পদ্ধতি (System) সেইজন্য বর্গ-চারটি সমরূপ হতে হলে চ-বর্গের দ্বিতীয় ধ্বনিটির অস্তিত্বও অবশ্যই সম্ভব। নাহলে পর্যায়টির ক্রমভঙ্গ ঘটে।[৩] ক্রমটি নীচে সাজান হল—

ক্	ক্ + হ্ = খ্	গ্
চ্	?	জ্
ত্	ত্ + হ = থ্	দ্
প্	প্ + হ্ = ফ্	ব্

উপরের ছকের দিকে তাকালেই অনুমান করা যায় যে, চ-বর্গের | ? | চিহ্নিত স্থানে | চ্ + হ্ = ছ্ | ধ্বনিটি থাকবে। তুলনামূলক আলোচনায় দেখি, তিপ্রা ভাষায়, 'কুকুর' বাচক | ছুই | শব্দের মূলে কুকুর, বিড়াল জাতীয় জন্তু তাড়ানোর একটি বিশেষ ধ্বনিময় ব্যবহার বা ভঙ্গী বর্তমান। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, হুগলী জেলার কোন কোন অঞ্চলে | আছি, হাচি, ছেই, ছো, ছি | ইত্যাদি ধ্বনিময় ভঙ্গীর দ্বারা কুকুর, বিড়াল তাড়ানো হয়। মনে হয়, বহুকাল পূর্ব থেকেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই ধ্বনিময় ভঙ্গী'র প্রচলন ছিল। সেইজন্য ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত বহু ভাষা-উপভাষায় 'কুকুর' বাচক শব্দটির মধ্যে একটি আশ্চর্য ধ্বনিসাম্য বর্তমান। নীচে বিভিন্ন ভাষা-উপভাষায় প্রচলিত শব্দটির পরিচয় দেওয়া হল।[৪]

মকাইঃ | চো |
খযেরঃ | ছুকে |
আন্নামিঃ | চো |
সেমংঃ | ছলঙ্ |
মন্-ত-পনঃ | ছু |

লোলো ঃ | ছে |
মুন্বার (দার্জিলিং) ঃ | কুচুম্ |
নীগর (নেপাল) ঃ | চিউ, চু |
রঙ্ (দার্জিলিং) ঃ | কজু |
খামি (দার্জিলিং) ঃ | কুচু |
লিমু (নেপাল) ঃ | কোচো |
কোচ ঃ | আচ্ছাক্ |
পারো ঃ | আচাক্ |
ঝোড়ো ও সমতল কাছাড়ী ঃ | মুইমা |
মেচ্ ঃ | সেইমা |
ডিমাসা ঃ | শিশা |
সোপ্পোমা ঃ | উসি |
মারাং ঃ | আছি |
কেইরেং ও লিয়াং ঃ | তাকি |
ফদাং ঃ | হি |
খাঙ্গৈই ঃ | হু |
মরিং নাগা ঃ | উই |
নামসাং ঃ | হু |
মতোলিয়া ঃ | হি |
কোবু. মা ঃ | এৎসু |
সেষা ঃ | আৎসু |
বান্টি, গুরিক, লাদাকি ঃ | খিচ |
স্পিতি, কাপতে | মরগা (দার্জিলিং) ঃ | খি |

উপরের উদাহরণে দেখা যায় যে, 'কুকুর' বাচক শব্দগুলিতে | চ, ছ, জ, ক, খ, হ, ম, শ, ৎ স | ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি এবং একটিতে ব্যঞ্জনযুক্ত | উ | স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে। এই সবকটি ধ্বনিই ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মে মূলধ্বনি | ছ | থেকে উদ্ভূত হওয়া সম্ভব। মনে হয়, ধ্বনিময় ব্যবহার বা ভঙ্গী থেকে ধ্বন্যাত্মক এই 'কুকুর' বাচক শব্দটি সৃষ্ট। তিপ্রা ভাষায় | ছ | এবং | স |-এর যে সহধ্বনিমূলক অবাধ ব্যবহার দেখা যায়, তার কারণ এই ভাষা সম্প্রদায়ের প্রসূত-উচ্চারণ রীতি এবং বঙ্গালী উপভাষার দুর্বার প্রভাব। বঙ্গালী উপভাষার নোয়াখালী-চট্টগ্রাম-কুমিল্লা-শ্রীহট্ট অঞ্চলের বিভাষায় | চ, ছ | উষ্মীভূত এবং | স > চ |, |চ > স |, | ছ > স | একে অপরের

পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। তিপ্‌রা ভাষায় | ছ্ | যে সৃষ্ট তালব্য না হয়ে, উষ্মীভূত সৃষ্ট তালব্য রূপে উচ্চারিত হয়, তার কারণ বোধ হয় এটাই।[৫]

তিপ্‌রা ভাষার বিশেষত্ব এই যে, | প্, ফ্, ব্ | উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু, ওষ্ঠ ও অধরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ধ্বনিগুলি পরিপূর্ণ ওষ্ঠ্যধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়। বাংলার মত দন্তৌষ্ঠ্য এবং বাঙ্গালীর | প, ফ |-এর মত উষ্মীভূত দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় না।

| র্ | উচ্চারণ কালে কম্পিত জিহ্বাগ্রদ্বারা দন্তমূলে বারাধিক আঘাত করা হয়। সেইজন্য ধ্বনিটিকে কম্পজ বা Trilled ধ্বনি বলে। | ল্ | পার্শ্বিক ধ্বনি। এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে লেগে থাকে এবং সেই সঙ্গে জিভের দুপাশ দিয়ে শ্বাস-বায়ু নিষ্কাশিত হয়।

দন্তমূলীয় তালব্য অর্ধস্বর ধ্বনি | য় |। তিপ্‌রা ভাষায় | য় | একটি ধ্বনি (Phoneme) এবং শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত সব স্থানেই ব্যবহৃত হয়।[৬] অন্তঃস্থ | ৱ | তিপ্‌রা ভাষায় একটি শ্রুতি ধ্বনি। পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণ তিপ্‌রা ভাষার বর্ণমালা থেকে | ও | স্বরধ্বনিকে বর্জন করে দেবনাগরী | ব | বর্ণটিকে ব্যঞ্জন বর্ণমালায় স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনধ্বনিমূল্য আরোপ করে গ্রহণ করেছেন।[৭] তিপ্‌রা অন্তঃস্থ | ৱ | ধ্বনিটির সঙ্গে আরবী | , |, ইংরাজী | w | এবং হিন্দী | व | ধ্বনিটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ধ্বনিটির গঠন-প্রকৃতি বিচার করলে, উচ্চারণ কালে অধর-ওষ্ঠের বর্তুলাকৃতির তারতম্যের জন্য তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। (১) দুঠোঁটের সঙ্গে বাতাসের ছোঁয়া লেগে ধ্বনিটি উৎপন্ন হওয়ার সময় বাতাস যদি দু ঠোঁটের মাঝে কিছু পরিমাণে পিষে যায় বা বাতাসের ভারটুক স্পষ্ট অনুভূত হয়, তা হলে ধ্বনিটি হবে স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য শিস্‌ধ্বনি (voiced unaspirated bilabial fricative sound)। উচ্চারণে ঠোঁট যত বেশি গোলাকার ও নিকটতম হবে তত বেশি করে ধরা পড়বে এর শিস্ জাতীয় বৈশিষ্ট্য। (২) বর্তুলাকৃতি দুঠোঁটের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান থাকায় বাতাস পিষে না গেলে শিস জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অভাবে ধ্বনিটি অর্ধস্বরের পর্যায়ে পড়বে। (৩) ব্যবধান বাড়লে এবং বর্তুলাকৃতি ঠোঁট কিঞ্চিৎ প্রসৃত হলে, দুঠোঁটের সঙ্গে বাতাসের ছোঁয়া লেগে উৎপন্ন ধ্বনিটি, শ্রুতি (glide) ধ্বনির পর্যায়ে পড়বে।[৮] তিপ্‌রা ভাষীদের প্রসৃত-উচ্চারণ রীতি ঠোঁটকে বর্তুলাকৃতি হতে দেয় না বলে দুই স্বরের মাঝখানে (intervocalic) যা শোনা যায় তা, পিছলে বেরিয়ে আসা একটি শ্রুতিধ্বনি (glide) মাত্র। সুতরাং এই শ্রুতিধ্বনির কোন স্বতন্ত্র ধ্বনিমূল্য থাকতে পারে না, যেমন আছে আরবী | , |, ইংরাজী | w | এবং হিন্দীর | व |-এর ক্ষেত্রে। | ৱ | তিপ্‌রা ভাষায়

একটি ধ্বনি (Phoneme) হলে। ৱা। 'বাঁশ', । ৱাক্। 'শূকর', । ৱাতুই । 'বৃষ্টি', । চুৱাক্ । 'মদ', । আৱান্ । 'পিঠা', । কৱার্ । 'প্রশস্ত', । কৱাই । 'সুপারি' প্রভৃতি শব্দে আদ্য ও মধ্য অবস্থানে ব্যবহৃত । ৱা । ছাড়া অন্যস্বর ধ্বনি সংযোগে । ৱ ।-এর উক্ত অবস্থানে ব্যবহার আর কোন শব্দে পাই না কেন? অথচ আরবী । , ।, ইংরাজী । w । এবং হিন্দী । ব । -এর আদিতে, দুই স্বরধ্বনির মাঝে স্বরধ্বনি সংযোগে ব্যবহার পাওয়া যায়। নীচে আরবী-ফার্সী । , ।, ইংরাজী । w । এবং হিন্দী । ব । -এর বিভিন্ন স্বর সংযোগে আদি ও দুই স্বরধ্বনির মাঝে অবস্থান (distribution) দেখান হল।

আদিতে

আরবী—ফার্সী[৯] ঃ /wali, wāpas, wilāyat, wusū/

ইংরাজী[১০] ঃ /wôrm/ [warm], /wīld/ [wild], /wǐmen/ [women], /wĕlth/ [wealth]

হিন্দী ঃ । ৱহ, ৱারিস, ৱিলাসিতা, ৱে, ৱৈসে, ৱোট ।

মধ্যে

আরবী—ফার্সী[৯] ঃ /muwaq_l, hawā, tajwiz, darwēš, bē-wuqf/

ইংরাজী[১০] ঃ [awôrd/ [aword], /bowér/ [bōwer], /vowíl/ [vowel], /awlwāz/ [always]

হিন্দী ঃ । জীৱন, জৱান, বী ৱী, দরৱেশ, চুনাৱো ।

অন্তঃস্থ । ৱ । একটি অর্ধস্বর হলে বিভিন্ন স্বর সংযোগে আদি এবং মধ্য অবস্থানে তিপ্‌রা ভাষায় প্রাপ্ত শব্দে ধ্বনিটির ব্যবহার পাওয়া যেত। ওআ > ওয়া । ধ্বনিকে যৌগরূপে (cluster) উচ্চারণে করে তার প্রতীক চিহ্ন রূপে । wa, ।, , ৱা , ৱা, উা । এর যে কোন একটি দেখান সহজ। কিন্তু তাতে-ধ্বনিটি পিচ্ছিল শ্রুতিধ্বনিমূলক বৈশিষ্ট্য পরিহার করে অর্ধস্বরে পরিণত হয় না। মধ্যযুগের মুসলমানী বাংলায় । ওআ । কে । ওয়া । রূপে যেমন লেখা হত, সেই রূপ । ওা । প্রতীকটির চলনও ছিল।[১১] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, মণিপুরী ভাষায় । ও । স্বরধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃস্থ । ৱ । অর্ধস্বর ধ্বনিটিও আছে। মণিপুরী বাংলা লিপিতে লেখা হলেও বর্তমানে তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র বর্ণমালা প্রচলনের চেষ্টা চলছে।[১২] এই বর্ণমালার নাম 'হক্ ময়েক্'। ইহাই প্রাচীন কালে প্রচলিত এবং অষ্টম শতাব্দীর তাম্রপত্রে ব্যবহৃত বর্ণমালা বলে দাবি করা হলেও, এই বর্ণমালা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ আছে। মণিপুরী ভাষায় ব্যবহৃত বাংলা লিপিতে অন্তঃস্থ । ৱ । এবং 'হক্ ময়েক্' লিপিতে একক অন্তঃস্থ । ৱ ।-এর জন্য । ঢা এবং স । এই দুটি এবং যুক্তাক্ষরের জন্য । ▷ । একটি, সর্বমোট

চারটি প্রতীক চিহ্ন আছে। কিন্তু | ৱা | 'বাঁশ, কথা', | ৱারি | 'গল্প', | ৱাবু | 'কথাগুলি', | ৱাই | 'তুষ' প্রভৃতি শব্দের আদিতে এবং | অৱাথবী | 'শেষে', | অৱাবা | 'শোক', | লৌৱাই | 'অসভ্য', | খৌৱাই | 'প্রাণ' প্রভৃতি শব্দে দুই স্বরধ্বনির মধ্যে ব্যবহৃত | ৱ |-এর সঙ্গে | আ | স্বরধ্বনি ছাড়া অন্য স্বরধ্বনির ব্যবহার পাই নি। অবশ্য দুই স্বরধ্বনির মধ্যে | ৱো |-এর ব্যবহার | তাবিৱো | 'শুনুন, শুনুন না', | নিংখৌৱো | 'মহারাজ' প্রভৃতি শব্দে পাওয়া যায়। কিন্তু তার উচ্চারণ প্রায়ই দীর্ঘ | ও |-এর মত শোনায়। যুক্তাক্ষরে | ৱ |-এর ব্যবহার | ক্কাক্ | 'কাক', | ক্কা| 'সুপারি' ইত্যাদি ঋণকৃত শব্দদ্বয়েই পেয়েছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন স্বরধ্বনি সংযোগে | ৱ | ধ্বনির ব্যবহার মণিপুরী ভাষাতেও নেই। আজকাল | ৱা |-কে ভেঙ্গে | ওয়া | রূপেও লেখা হচ্ছে।[১৩] কখনও কখনও | ৱ > উঅ > উ | রূপেও লেখা হয় এবং উচ্চারণ করা হয়। যেমন,— | তাবিৱো > তাবিউ | 'শুনুন না', | চৎপিৱো > চৎপিউ | 'চলুন না' ইত্যাদি। নিজেদের প্রতীক চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও এই যে অ-যৌগ | ওয়া | অথবা | উ |-এর ব্যবহার, এর কারণ কি? | ৱ | এই ভাষায় শ্রুতিধ্বনি ভিন্ন কোন স্বতন্ত্র ধ্বনিগোত্রমূল্য বহন করে কি না সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। বিভিন্ন স্বরসংযোগে | ৱ |-এর আদি ও মধ্য অবস্থানে ব্যবহারের (distribution) অভাবই এই সংশয়ের কারণ। অথচ চীনা ভাষায় | w | ধ্বনিটির বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন স্বরসংযোগে ব্যবহৃত হয়।[১৪] যেমন ঃ—

আদিতে

/wǎnshǎng/ 'রাত্রি, সন্ধ্যা', /wǔ/ 'পাঁচ, wèi/ 'জন' /wǒ/ 'আমি, আমাকে'

মধ্যে

/gànwán/ 'সমাপ্ত', /fúwù/ 'সেবা করা', /zhōngwén/ 'চীনা ভাষা'

সুতরাং তিপ্‌রা ভাষায় অন্তঃস্থ | ৱ |-কে পিচ্ছিল শ্রুতিধ্বনি ছাড়া অর্ধস্বর ধ্বনি রূপে স্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া, উচ্চারণ তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলেও ধ্বনিটির অর্ধস্বরধ্বনি রূপে অস্তিত্বের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থে[১৫] | কৱাই | 'সুপারি', | কৱার | 'প্রশস্ত', | খৱাক্ | 'মাছের খাবি খাওয়া' প্রভৃতি প্রদত্ত শব্দের লিখিত রূপ অনুযায়ী ধ্বনিগত পরিচয় হবে যথাক্রমে, [kɔoai], [kooar], [khɔoak]। কিন্তু তিপ্‌রা ভাষীদের মুখে শব্দগুলির উচ্চারণ নিম্নরূপ,—

| কোআই [koai], | কোআর্ [koar], | খোআক্ | [khoak]

| ও | স্বরধ্বনিকে বর্জন করে অ-যৌগ | ওআ | কে যৌগরূপে উচ্চারণ করে তার প্রতীক, চিহ্ন রূপে | ৱা |-কে গ্রহণ করলে শব্দগুলির লিখিত রূপ থেকে প্রকৃত

উচ্চারণ পাওয়া অসম্ভব। কারণ, | ব্রা | ধ্বনিকে পূর্ববর্তী স্বর সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে এক করে কখনই উচ্চারণ করা যায় না।

তিপ্‌রা ভাষায় | স্ | দন্তমূলীয় উষ্মধ্বনি। উচ্চারণ কালে স্বরের সাহায্যের অপেক্ষা না করা ধ্বনিটির বৈশিষ্ট্য। নির্দিষ্ট স্থানে জিহ্বার আংশিক স্পর্শ ঘটে এবং জিহ্বাগ্র ও উচ্চারণ স্থানের মধ্য দিয়ে শ্বাসবায়ু বাইরে আসতে থাকে। এই জন্য ধ্বনিটি উষ্মধ্বনি। | স্ | উচ্চারণে শিস্ শ্রুতিগোচর হয় বলে, ধ্বনিটি শিস্‌ধ্বনিও বটে। ধ্বনিটির উচ্চারণে কোন স্বরের প্রয়োজন হয় না এবং ইচ্ছানুসারে উচ্চারণ প্রলম্বিত করা যায় বলে ধ্বনিটিকে continuants-ও বলা যায়।

তিপ্‌রা ভাষায় | ছ্ | ধ্বনির উষ্ম উচ্চারণ এবং | স্ ৩ ছ্ |-এর সহধ্বনিমূলক ব্যবহারের জন্য ভাষাতাত্ত্বিক ও পূর্ববর্তী গ্রন্থকারগণের মধ্যে কেউ কেউ | স্ | -কে ব্যঞ্জনধ্বনি থেকে বর্জন করেছেন, তিপ্‌রা ভাষায় | স্ |-এর দন্তমূলীয় উচ্চারণ স্পষ্ট। এ ছাড়া তুলনামূলক আলোচনায় এই ভাষায় | স্ |-এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। নীচে তিপ্‌রা ভাষায় 'এক' সংখ্যাবাচক | সা |, 'লৌহ' বাচক | সর্ | এবং 'সূর্য' বাচক | সাল্ | শব্দ ত্রয়ের সঙ্গে ভারতের উত্তর - পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য ভাষা-উপভাষার তুলনা করা হল।[১৬]

		এক	লৌহ	সূর্য
বোড়ো	ঃ	| সে |	| শুর্ |	| সান্ |
সমতল কাছাড়ী	ঃ	| সুই |	—	| সান্ |
মেচ্ (জলপাইগুড়ি)	ঃ	| খাইসে |	| শোরা |	| সান্ |
		| সা-সে |		
		| মা-সে |		
		| ফাঙ্-সে |		
লালুং (নওগাঁ)	ঃ	| কি-স্বা |	| সর্ |	| সাল্ |
গারো	ঃ	| সা |	| সিল্ |	—
গারো (জলপাইগুড়ি)	ঃ	| পোসা |	| সের্ |	| রাসান্ |
কোচ (ঢাকা)	ঃ	| পোইসা |	| সিল্ |	| সাল্ |
কোচ	ঃ	—	—	| রাশান্ |
ডিমাসা	ঃ	—	| শের্ |	—
হিল কাছাড়ী	ঃ	—	| শের্ |	| মইন্ |

উপরের উদাহরণ থেকে একথা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, 'এক', 'লৌহ' এবং 'সূর্য' বাচক শব্দের মূলধ্বনি | স্ | । সুতরাং তিপ্রা ভাষায় 'এক' সংখ্যাবাচক | সা |, 'লৌহ' বাচক | সর্ | এবং 'সূর্য' বাচক | সাল্ | শব্দের মূলধ্বনি | স্ | । এই | স্ | ধ্বনি উষ্মীভূত-তালব্য-ঘৃষ্ট | ছ্ | ধ্বনির সহধ্বনি নয়।

| হ্ | কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন—ঠিক কণ্ঠ্যধ্বনিগুলির মত। এটিও উষ্মধ্বনি, কিন্তু ঘোষবৎ। শিস্ ধ্বনির মত অঘোষ নয়।

তিপ্রা ভাষায় স্বরের আশ্রয় স্থানভাগী আনুনাসিক ধ্বনি বাংলার মত কোন স্বতন্ত্র ধ্বনিমূল্য বহন করে না। বাংলা ভাষার শিষ্ট উচ্চারণে সংক্ষিপ্ততম আনুনাসিক ধ্বনির (minimal pair) পরিবর্তনে অর্থ পার্থক্য ঘটে বলে ধ্বনিটি অ-পরিপূরক ধ্বনি (non-complementary sound) এবং শব্দে তার অবস্থান অ-পরিপূরক অবস্থান (non-complementary distribution)। যেমন, | কাটা ঃ কাঁটা |, | কাদা ঃ কাঁদা |, | বাধা ঃ বাঁধা |, | বিধি ঃ বিধি |, | বধূ ঃ বঁধূ | ইত্যাদি শব্দ যুগ্মকগুলির অন্তর্গত প্রতিটি শব্দের অর্থ ভিন্ন। আনুনাসিক ধ্বনি অর্থপৃথকীকরণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করায় শিষ্ট বাংলায় তা একটি স্বতন্ত্র ধ্বনি (phoneme) হতে পেরেছে। আনুনাসিক ধ্বনিযুক্ত শব্দ তিপ্রা ভাষায়, বিশেষতঃ জমাতিয়াদের উচ্চারণে পাওয়া যায়। যেমন—

| কাঁহা | 'ভালো'
| খঁজু | 'কান'
| আওয়া | 'পিঠে'
| থাইয়া | 'যায় | যাই না'
| ইঁহি| 'না'
| হাঁজুক্ | 'পুত্রবধূ'

উপরের উদাহরণের সবকটি শব্দই নাসিক্যীভবনের ফল। মূল শব্দগুলি হল, | কাহাম্, খুন্জু, আওয়ান্, থাঙ্ইয়া, ইন্হি, হাম্জুক্ |। নাসিক্যীভূত শব্দগুলির আনুনাসিক ধ্বনি বর্জন করে | কাহা, খুজু, আওয়া, থাইয়া, ইহি, হাজুক্ | ইত্যাদি যে সমস্ত ধ্বনিগুচ্ছ পাওয়া যায়, একমাত্র | খাইয়া | ছাড়া আর কোনটিই তিপ্রা ভাষায় কোন অর্থ প্রকাশ করে না বলে এগুলি উক্ত ভাষায় কোন শব্দ নয়। স্বরের আশ্রয়স্থানভাগী আনুনাসিক ধ্বনি কোন স্বতন্ত্র ধ্বনিমূল্য বহন করলে, আনুনাসিকতা যুক্ত ধ্বনিগুচ্ছগুলির প্রতিটিই নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশক হয়ে তিপ্রা ভাষায় এক একটি শব্দ হত। তিপ্রা ভাষায় | থাইয়া | শব্দের অর্থ 'ফল নয়'। এটি ফলবাচক শব্দ | থাই |

-এ নিষেধ বা না বাচক | য়া | প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সৃষ্ট। | থাঙ্ইয়া > থাইয়া | শব্দটি √ থাঙ্ 'যাওয়া' ধাতুতে নঞর্থক | য়া | প্রত্যয় যোগে সৃষ্ট। সুতরাং শব্দটি হবে | থাঙ্ + য়া = থাওয়া |।| থাঙ্ইয়া | কিংবা | থাঁইয়া | শব্দদ্বয়ের | ইয়া | মূল | য়া | প্রত্যয়ের অ-যৌগ রূপ মাত্র। | থাইয়া | 'যায় না, যাই না' শব্দের আনুনাসিকতা বর্জন করে তিপ্রা ভাষায় সে 'ফল নয়' বাচক | থাইয়া | শব্দটি পাই, তার রহস্য এখানেই—আশ্রয় স্থানভাগী আনুনাসিক ধ্বনি এই ভাষায় একটি মূলধ্বনি (Phoneme) বলে নয়।[১৭]

উচ্চারণ স্থান ও ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিপ্রা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে নিচের ছকে সাজিয়ে দেওয়া গেল ঃ—

অঘৃষ্ট স্পর্শ

	অঘোষ		সঘোষ	
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	নাসিক্য
কণ্ঠ্য	ক্	খ্	গ্	ঙ্
দন্তমূলীয়	ত্	থ্	দ্	ন্
ওষ্ঠ্য	প্	ফ্	ব্	ম্

ঘৃষ্ট স্পর্শ

উষ্মীভূত তালব্য	চ্	ছ্	জ্

তরল

	কম্পজ	পার্শ্বিক
দন্তমূলীয়	র্	ল্

অর্ধস্বর

দন্তমূলীয় তালব্য	য়্
তালব্য কণ্ঠ্য	অন্তঃস্থ-ব (শ্রুতিধ্বনি)

উষ্ম

দন্ত্য	স্

মহাপ্রাণতা

কণ্ঠদ্বারজ	হ্

বিশটি ধ্বনি (Phoneme) ও একটি শ্রুতিধ্বনি—মোট একুশটি নিয়ে গঠিত তিপ্‌রা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সাজানো হল ঃ—

ক্	খ্	গ্
চ্	ছ্	জ্
ত্	থ্	দ্
প্	ফ্	ব্
ঙ্	ন্	ম্
য়্	ৱ্	র্
ল্	ম্	হ্

লক্ষণীয় যে, ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ স্থান এবং ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে উপরের ছকে প্রদত্ত ক্রমে না সাজিয়ে বাংলা বর্ণমালার কাছাকাছি রেখে সাজিয়েছি। চ-বর্গের কোন নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি না থাকায় | ঙ্, ন্, ম্ | নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনিত্রয়কে স্ব স্ব বর্গের শেষে রাখলে চ-বর্গের শেষে নাসিক্যের স্থানটি শূন্য পড়ে থাকে বলে, বর্গ-চতুষ্টয়ের শেষে আলাদা ভাবে তাদের সাজিয়েছি। অর্ধস্বর | য়্ | এবং শ্রুতিধ্বনি অন্তঃস্থ | ৱ |-কে পাশাপাশি রেখে, স্পর্শধ্বনি এবং উষ্মধ্বনির মাঝখানে | য়্, ৱ, র্, ল্ |-কে সাজিয়েছি। এইভাবে সাজালে তিপ্‌রা ব্যঞ্জনধ্বনি সম্ভার ক্রমটি রক্ষিত হয়।

নীচে তিপ্‌রা একক ব্যঞ্জনধ্বনির আদি, মধ্য ও অন্তে অবস্থান (distribution) দেখান হল।

আদিতে

ক্ঃ | কক্ | 'ভাষা', | কামি | 'গ্রাম', | কিরিমা | 'ভয়', | কুলা | 'ফোড়া', | কেবেল্ | 'দুর্বল', | কোয়ার্ | 'প্রশস্ত'।

খ্ঃ | খচাই | 'দাড়ি', | খা | 'মন', | খি | 'বিষ্ঠা', | খুম্ | 'পুষ্প', | খেচক্ | 'আমাশয়'

গঃ | গঙ্ | 'ভালুক', | গালা | 'দিক', | গিলাপ্ | 'ওয়াড়', | গুন্দা | 'মশারি', | গেন্দা | 'বন্যশূকর'।

চ্ঃ | চবা | 'যুদ্ধ', | চানাই | 'ভক্ষক', | চি | 'দশ', | চুঙ্ | 'আমরা', | চেঙ্খারু | 'জোনাকি'।

ছঃ | ছঙ্ | 'সঙ্গী', | ছাক্ | 'দেহ', | ছিয়ারি | 'কুয়াশা', | ছুই | 'কুকুর', | ছেপ | 'সুযোগ'।

জ্ঃ | জন্ | 'আঁচিল', | জাদু | 'প্রিয়', | জুদা | 'স্বতন্ত্র', | জেফুরু | 'কখন, যখন'

ত্ঃ | তখা | 'কাক', | তাঙ্ | 'মালা', | তিনি | 'আজ', | তুই | 'জল'

থ্ঃ | থক্মা | 'মধুর', | থাপা | 'উনুন', | থুই | 'রক্ত', | থেনে | 'অগভীর'

দ্ঃ | দগার্ | 'দরজা', | দালক্ | 'গুল্ম', | দুক্ | 'লতা', | দেখা | 'জলা'

প্ঃ | পহর্ | 'আলো', | পালা | 'শর', | পিআ | 'মৌমাছি', | পুন্ | 'ছাগল', | পেচা | 'মজ্জা'।

ফ্ঃ | ফলা | প্রেতাত্মা', | ফা | 'পিতা', | ফুঙ্ | 'বাঁট', | ফেরা | 'হাম'

বঃ | বলঙ্ | 'অরণ্য', | বাহান্ | 'মাংস', | বিথি | 'ঔষধ', | বুমুঙ্ | 'নাম', | বেন্দা | 'অর্গল'।

ঙ্ঃ X

ন্ঃ | নক্ | 'গৃহ', | নাইথক্ | 'সুন্দর', | নিয়ালি | 'লেপ', | নুগুল্ | 'ঘরের পিছন', | নেলা | 'নীল'।

ম্ঃ | মতাই | 'ঈশ্বর', | মাই | 'ভাত', | মিলক্ | 'লাউ', | মুই | 'তরকারি'।

য়্ঃ | য়ঙ্ | 'কীট', | য়াক্ | 'হাত', | য়াখ্লি | 'মই', | য়ঙ্লা | 'ভেক্'।

র্ঃ | রম্ফে| 'চিড়া', | রাঙ্ | 'টাকা', | রি | 'কাপড়', | রুআ | 'কুঠার'।

ল্ঃ | লয় | 'অভ্যাস', | লামা | 'পথ', | লুই | 'লিঙ্গ', | লেঙ্-মা | 'ক্লান্তি', | লোক্ | 'জনতা'।

স্ঃ | সাল্ | 'সূর্য', | সম্ | 'লবণ', | সির্ | 'স্নায়ু'

হ্ঃ | হকু | 'ধূম', | হা | 'দেশ' | হিক্ | 'স্ত্রী', | হুক | 'জুম'

মধ্যে

ক্ঃ | হাকর্ | 'গর্ত', | ছাকাত্ | 'উপহার', | কোঙ্কিলা | 'কোকিল', | বুকুর্ | 'চর্ম'।

খ্ঃ | বখরি | 'শীষ', | মাখাল্ | 'ধনুক', | মুছ্খি | 'গোবর', | বুইখুমু | 'পালক'।

গ্ঃ | বাগয়্ | 'জন্য', | থঙ্গার্ | 'মেঝে', | নুগুল্ | 'গৃহ-পশ্চাৎ', | তুই-গেরেঙ্ | ঝর্ণা'।

চ্ঃ | কচ্ম | 'প্রাচীন', | খুচাঙ্ | 'ডুমুর', | হাচিঙ্ | 'আদা', | হাচুক্ | 'পাহাড়', | কেচেন্ | 'পরাজিত'।

ছ্ঃ | কছুম্ | 'কালো', | কাছা | 'ক্ষত', | বাছি | 'ফোড়া', | মুছুই | 'হরিণ', | বেছের | 'ফাটল'।

জ্ঃ | ছিন্জ | 'ইঁদুর', | অজামা | 'অধিনায়ক', | আজিমা | 'লাভ', | খাজু | 'খোঁপা'।

ত্ঃ | মতম্ | 'সুগন্ধ', | কাতাল্ | 'নতুন', | হাতি | 'বাজার', | কুতুঙ্ | 'গরম'।

থ্ঃ | কথমা | 'গল্প', | বথাই | 'ফল', | বিথি | 'ঔষধ', | বুথুপ্ | 'গুচ্ছ'।

দ্ঃ | কাদঙ্ | 'রণপা', | গু-ন্দাক্ | তুঁম', | কুন্দুল্ | 'নরক', | বেদেক্ | 'শাখা'।

প্ঃ | য়াপাই | 'পদচিহ্ন', | ছিপিঙ্ | 'তিল শস্য', | খাপুই | 'মশা', | হারপেক্ | 'কাদা'।

ফ্ঃ | বফর্ | 'শঙ্ক', | বুফাম্ | 'চর্বি', | আফির্ | 'যমজ', | কুফুর্ | 'শ্বেত', | চঙ্ফ্রেঙ্ | 'রামধনু'।

ব্ঃ | কবর্ | 'পাগল', | চবা | 'যুদ্ধ', | আবুক্ | 'স্তন', | কেবেল্ | 'দুর্বল'।

ঙ্ঃ | তঙগ | 'থাকে', | খাঙ্গা | 'গণ্ড', | লাতিন | 'সকলস পচুই মদ', | দুঙ্গুর | 'উৎস'।

নঃ | হানক্ | 'কুটীর', | বানাই | 'বাহক', | আনি | 'আমার', | মানুই | 'দ্রব্য', | থেনে | 'অগভীর'।

ম্ঃ | রম | 'উদুখল দণ্ড', | বথমা | 'কন্দ', | কামি | 'গ্রাম', | ওয়ামুঙ্ | 'বর্ষণ', | খামেরে | 'কৃপণ'।

য়্ঃ | কিয়র্মুঙ্ | 'বেদনা', | ছিয়ারি | 'শিশির', | ওআয়ুঙ্ | 'দোলনা'।

র্ঃ | বরক্ | 'মানুষ' | দেরামা | 'ক্ষতি', | আরি | 'সীমানা', | বুরুই | 'নারী' | হারেপ্ | 'মালভূমি'।

ল্ঃ | কলক্ | 'লম্বা', | পালা | 'শর', | হাদুলি | 'ধূলি', | কুলুম | 'জ্বর', | মুইছেলে | 'অজগর'।

স্ঃ | অসম | 'জনতা', | লাসা | 'আঠা', | মিসিকা | 'ধবল রোগ'

হ্ঃ | বাহান্ | 'মাংস', | কাহাম্ | 'ভাল', | বিহিক্ | 'স্ত্রী'।

অন্তে

ক্ঃ | অক্ | 'পেট', | তক্ | 'মোরগ', | নক্ | 'গৃহ', | হিক্ | 'স্ত্রী'।

খ্ঃ X

গ্ঃ | কুরুগ্ | 'ইক্ষু', | ছাইরিগ্ | 'অপরাহ্ণ', | বুবুক্রগ্ | 'অন্ত্র'।

চ্ঃ | কাচ্ | 'কাচ' (ঋণকৃত শব্দ)

ছ্ঃ X

জঃ | কার্তুজ্ | 'টোটা', | বেজ্ | 'নকুল' (ঋণকৃত শব্দে মেলে)

ত্ঃ | কাত্ | 'দুর্ভিক্ষ', | ছাকাত্ | উপহার', | কত্ | 'খয়ের'।

খ ঃ X

দ্ ঃ | খাইদ্ | 'কাটাদাগ'।

প্ ঃ | ছেপ্ | 'সুযোগ', | বুথুপ্ | 'গুচ্ছ'।

ফ্ ঃ X

ব্ ঃ | কিছিব্ | 'পাখা', | চাকার্ | 'খড়'।

ঙ্ ঃ | বলঙ্ | 'অরণ্য', | চাঙ্ | 'কটিদেশ', | বুকুঙ্ | 'নাক'।

ন্ ঃ | আওয়ান্ | 'পিঠা', | বাহান্ | 'মাংস', | জন্ | 'আঁচিল', | ফান্ | 'শক্তি'।

ম্ ঃ | খাম্ | 'ঢোল', | মাথাম্ | 'উদ্বিড়াল', | কলম্ | 'গরম'।

য়্ ঃ | বাগয়্ | 'জন্য', | লয়্ | 'অভ্যাস', | হুঁইঅয়্ | 'গুপ্তভাবে'।

র্ ঃ | জর্ | 'যুগল', | নবার্ | 'বায়ু', | বফর্ | 'শঙ্ক'।

ল্ ঃ | মল্ | 'ঋতু, কাল', | মকল্ | 'চোখ', | উল্ | 'পশ্চাৎ', | খুল্ | 'তুলো'।

স্ ঃ | আওয়াস্ | 'খেয়াল', | বেরেস্ | 'বৃষ'।

হ্ ঃ X

অন্তঃস্থ—ব ঃ

| ব | যেহেতু শ্রুতিধ্বনি সেইজন্য এর স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনধ্বনি মূল্য নেই। দুই স্বরের মাঝখানে পিছিল ধ্বনিরূপে | ব | শ্রুত হয়। যেমন—

| ওয়া | 'বাঁশ' > | ব |

| ওআফ্রা | 'কাঁটা' > | ৱাফ্রা |

| কোআর্ | 'প্রশস্ত' > | কোৱার্ |

এছাড়া , অধিকরণ কারকের বিভক্তি চিহ্ন | অ | যখন | আ, ই, এ | স্বরধ্বনির পর | উঅ | রূপে উচ্চারিত হয়, তখন | উ এবং অ | ধ্বনির মাঝখানে | ৱ | শ্রুতিধ্বনিটি পিছলে বেরিয়ে আসে। যেমন—

| আগরতলা + অ = আগরতলা^{উঅ} > আগরতলাৱ | 'আগরতলাতে'

| কামি + অ = কামি^{উঅ} > কামিৱ | 'গ্রামে'

| রম্ফে + অ = রম্ফে^{উঅ} > রম্ফেৱ | 'চিড়েতে'

স্বল্প সংখ্যক স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনিই প্রত্যেক ভাষার প্রাণ। কিন্তু কোন ভাষাভাষী মানুষ তার সমাজ জীবন চালু রাখার জন্য শুধুমাত্র এই মূল ধ্বনিই ব্যবহার করে না। স্বাভাবিক জীবন যাত্রায়, কথায়-বার্তায় মানুষ মূল ধ্বনিগুলিকে অবলম্বন করে তাদের

একটি ধ্বনির স্রোত-তরঙ্গ রূপে ব্যবহার করে। সেই স্রোত-তরঙ্গকে অর্থ-নির্দেশক কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করলে এক একটি বাক্য পাওয়া যায়। ছোট, বড়ো যা-ই হোক বাক্যই সমাজ জীবনের বিচিত্র রং রূপ উদঘাটনকারী এক একটি বৃহত্তম একক বা unit।

বাক্য যেমন ভাষার বৃহত্তম একক, অক্ষর বা Syllable তেমনি ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। এই দুই-এর মাঝখানে রয়েছে শব্দ। একটি অক্ষর শব্দ হতে পারে, একটি শব্দও বাক্য হতে পারে। কিন্তু পৃথক ভাবে ধ্বনি উচ্চারণ করলে বৈজ্ঞানিক বিচারগত দিক থেকে ধ্বনিটি যে সংজ্ঞা লাভ করে সুমহিমায় পরিস্ফুট হয়ে উঠে ; অক্ষর, শব্দ ও বাক্যে ব্যবহৃত হলে তার বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপকরূপে তা পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তার পূর্ব ও পরবর্তী ধ্বনির কিছু না কিছু গুণ তাতে সংক্ষেপিত হয়। ধ্বনির অনর্গল ধারাস্রোতে সময়ে সময়ে অন্যধ্বনির সান্নিধ্যে মূল ধ্বনির নিজ ধ্বনিমূল্যের এই যে পরিবর্তন তাকে পরিবেশগত পরিবর্তন বলা যেতে পারে। এবং পরিবর্তিত ধ্বনিটিকে বলে মূল ধ্বনির সহধ্বনি বা allophone।

তিপ্রা ভাষায় |ক্ | অঘোষ-অল্পপ্রাণ অঘৃষ্ট-স্পর্শ কণ্ঠ্যধ্বনি। কিন্তু আদ্যাবস্থানের, অন্য ধ্বনি গুচ্ছের পূর্বে হলন্ত অথবা স্বর সংযুক্ত মধ্যাবস্থানের | ক্ | এবং শব্দান্তিক হলন্ত | ক্ | সব সময় এক রকম উচ্চারিত হয় না। | ইয়াক্ | 'হাত', | বাক্ | 'অংশ', | কক্ | 'ভাষা' প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য - | ক্ | অনেকটা বঙ্গালী উপভাষার ঢাকা অঞ্চলের বিভাষার | হাত, ভাত | শব্দের | ভ | -এর মত অ-বিস্ফোরিত (non-plosive বা checked) ভাবে উচ্চারিত হয়। সুতরাং মূল | ক্ | ধ্বনির একটি অ-বিস্ফোরিত | ক্ | সহধ্বনি পাওয়া যায়। | চবা | 'যুদ্ধ', | চি | 'দশ', | চুঙ্ | 'আমরা', | চখ্লা | 'বর্শা প্রভৃতি শব্দের | চ্ | তালব্য-ঘৃষ্ট ধ্বনি। কিন্তু | আচুক্দি | 'বস্', | আইচুক্ | 'উষা' প্রভতি শব্দের মধ্যাবস্থিত | চ্. | উষ্মীভূত তালব্য-ঘৃষ্ট ধ্বনি। | জুদা | 'স্বতন্ত্র', | জাদু | 'প্রিয়', | খাজু | 'খোঁপা' প্রভৃতি শব্দের | জ্ | উষ্মীভূত তালব্য ; কিন্তু | মাজরাপ্লাঙ্ বরক্ | 'অপরাধী', 'আসামী' শব্দের | জ. | ধ্বনি পরবর্তী | র্ | ধ্বনির সংযোগে প্রশস্ত-দন্ত-মূলীয় উষ্ম ধ্বনি রূপে, অনেকটা ইংরাজী /z/ এর মত উচ্চারিত হয়। সুতরাং | চ্ | এবং | জ্ | এর একটি করে সহধ্বনির সন্ধান পাওয়া যায়। | ছ্ | তিপ্রা ভাষায় উষ্মীভূত ঘৃষ্ট-তালব্য ধ্বনি। | ওয়ানছা | 'বাঙ্গালী', | খুরুক্ছা | 'মুসলমান' প্রভৃতি শব্দের | ছ্ | -তে উক্ত ধ্বনির সন্ধান পাই। কিন্তু, | ছাম্প্লি | 'ছায়া' শব্দের | ছ | দন্তমূলীয় উষ্ম এবং | ছিন্জু | 'কাঁচা শাক-সব্জির চাটনি' শব্দের | ছ্ | তালব্য উষ্ম | সুতরাং উষ্মীভূত ঘৃষ্ট-তালব্য | ছ্ | ধ্বনির দুটি সহধ্বনি ঃ | স্ | এবং | শ্ | । দন্তমূলীয় সঘোষ নাসিক্য | ন্ | -এর

সহধ্বনি দুটি। হলন্ত | ন্ | এর পর | খ্ | ও | জ্ | থাকলে এবং | ন্খ | ও | ন্আ | ধ্বনিদ্বয়কে এক প্রয়াসে (onebreath articulation) যৌগরূপে (cluster) উচ্চারণ করলে, | খ্ | এবং | জ্ | -এর প্রভাবে | ন্ | -এর উচ্চারণ স্থান যথাক্রমে কণ্ঠ ও তালুতে যায়। ফলে | ন্ | -এর উচ্চারণ | ঙ্ | এবং বাংলা | ঞ্ | -র মত শোনায়। যেমন— | পুন্ + খি > পুঙ্খি | নামবাচক শব্দ, অর্থ 'ছাগবিষ্ঠা', | খুনুজু > খুঞ্জু | 'কান', | কেন্জুআ > কেঞ্জুআ | 'কেঁচো' ইত্যাদি। এছাড়া, ওষ্ঠ্য ধ্বনি | ফ্ | -এর ও উষ্মধ্বনিরূপ একটি সহধ্বনি আছে। সুতরাং তিপ্রা ভাষার সহধ্বনিগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) ক্ ৩ ক্ = অ-বিস্ফোরিত, আবদ্ধ ধ্বনি।

(২) চ্ ৩ চ্ = উষ্মীভূত তালব্য ঘৃষ্ট ধ্বনি।

(৩) ছ্ ৩ স্ / শ্ = দন্তমূলীয় ও তালব্য উষ্ম ধ্বনি।

(৪) জ্ ৩ জ্. = প্রশস্ত দন্তমূলীয় উষ্মধ্বনি।

(৫) ন্ ৩ ঙ্ / ঞ্ = কণ্ঠ্য ও তালব্য নাসিক্য ধ্বনি।

(৬) ফ্ ৩ ফ্. = উষ্মীভূত ওষ্ঠ্যধ্বনি।

● **পাদটীকা ঃ**

১। সুহাস চট্টোপাধ্যায় ঃ ত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিত রূপে উত্তরণ, আই. এল. এ. এল., কলিকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ২১ পাদটীকা ১।

২। (ক) ঐ, পৃঃ ৫২—৫৩

(খ) কুমুদকুণ্ডু চৌধুরী ঃ কক্বরক্ বানান বিতর্ক, দৈনিক সংবাদ, ১৩শ বর্ষ, ৭৫ তম সংখ্যা, ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৭৯।

(গ) দশরথ দেব ঃ কগ-বরক ছীরীঙ, আগরতলা, ১৯৭৭, পৃঃ ২

৩। সুহাস চট্টোপাধ্যায় ঃ ত্রিপুরার কগবরক ভাষায় লিখিতরূপে উত্তরণ, আই. এল. এ. এল.। কলিকাতা ১৯৭২, পৃঃ ২৩, পাদটীকা—১।

৪। G. A. Grierson : Linguistic Survey of India, 1967. Vol. I., Part II, pp. 113.

৫। সুহাস চট্টোপাধ্যায় ঃ ত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ, আই. এল. এ. এল., কলিকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ৩৫।

৬। ঐ, পৃঃ ৬৫।

৭। (ক) ঐ , পৃঃ ৩১।

(খ) দশরথ দেব ঃ কগবরক ছ্বীরীঙ, আগরতলা, ১৯৭৭, পৃঃ ১।

(গ) কুমুদকুণ্ডু চৌধুরী ঃ কক্‌বরক বানান বিতর্ক, দৈনিক সংবাদ, ১৩শ বর্ষ, ৭৬ তম সংখ্যা, ১৯শে জানুয়ারি।

৮। মুহম্মদ আব্দুল হাই ঃ ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃঃ ১১১।

৯। Suniti Kumar Chatterji : The Origin and Development of the Bengali Language, Vol. I, 1970, pp. 615—616, George Allen and Unwin, London.

১০। উদাহরণগুলি "The Concise Oxford Dictionary", 5th edition, 1964. থেকে উদ্ধৃত। স্বরবর্ণগুলির ধ্বনিগত পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

$\breve{O}$ = অ, As in Rock ; e = আ, as in Per ; i = ই, as in College ; $\breve{i}$ = ই, as in Rick ; $\breve{e}$ = এ, as in Reck ; $\bar{a}$ = এ, as in mate ; $\bar{i}$ = আই, as in Mite.

১১। "In Musalmani Bengali, following the MB. tradition, [oa] is written ওা as well as ওয়া"

- Suniti Kumar Chatterji : ODBL, 2nd Edition, 1970, Vol. I, pp. 616.

১২। "মণিপুরীদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে। মণিপুরের গৌরবোজ্জ্বল ধর্মপ্রাণ মণিপুরেশ্বর ভাগ্যচন্দ্রের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালা ও মণিপুরের মধ্যে কৃষ্টিগত সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং সর্বসাধারণের সুবিধার্থে তাঁহার সময় হইতে পূর্ববর্ণমালার স্থলে বাঙ্গালা বর্ণমালাই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।"

- শ্রীচন্দ্র কুমার সিংহ ঃ মৈতৈ লোন (Manipuri Language) ১৯৬৬, নিবেদন, পৃঃ ৩।

১৩। ঐ, পৃঃ ৭.

১৪। শব্দগুলি Modern Chinese Reader, Part-I, "Epoch" Publishing House, Peking, 1958 থেকে সংকলিত। শব্দে ব্যবহৃত সুর (tone) জ্ঞাপক চিহ্ন নিম্নরূপ ঃ

'—' উচ্চসুর, '\' ক্রমাবনত সুর, '/' ক্রমোন্নত সুর,

' √ ' ক্রমাবনতোন্নত সুর, 'o' হাল্কা সুর।

১৫। সুহাস চট্টোপাধ্যায় ঃ ত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ, আই. এল. এ. এল., কলিকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ৫২।

১৬। শব্দগুলি G.A. Grierson-এর Linguistic Survey of India. 1967, Vol. I, Part-II থেকে গৃহীত।

১৭। দশরথ দেব ঃ কগবরক ছৌরীঙ, আগরতলা, ১৯৭৭, পৃঃ ২।

২

অধ্যায়

রূপতত্ত্ব (Morphology)

॥ পদ-পরিচয় ॥

মানুষের বাগ্‌যন্ত্র নির্গত ভাবপ্রকাশক এক বা একাধিক ধ্বনি সমষ্টির নাম শব্দ। সুবিন্যস্ত শব্দসমষ্টি দিয়ে গড়ে ওঠে বাক্য। মানুষের মনের বিচিত্র ভাব, চিন্তাধারা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, ক্রিয়া ইত্যাদি শব্দে আরোপিত হয়। এইরূপ শব্দই প্রকৃতি। এবং বিভক্ত্যন্ত প্রকৃতিই হল এমন শব্দ যা দিয়ে বাক্য গঠন করা সম্ভব। শব্দ সিদ্ধ ও সাধিত রূপে দুপ্রকার। সিদ্ধ শব্দ বিশ্লিষ্ট হয় না। যেমন— | ফা | 'বাবা', | মা | 'মা', | ন্‌ক | 'গৃহ', | সাল্‌ | 'সূর্য', | তুই | 'জল', | ওয়া | 'বাঁশ', | গঙ্‌ | 'অলুক' ইত্যাদি। সাধিত শব্দ বিশ্লিষ্ট হতে পারে। প্রত্যয়ান্ত এবং সমস্তরূপে সাধিত শব্দের দুইপ্রকার। | কু + √ফুর্‌ + তি > কুফুর্‌তি | নামপদ, অর্থ 'শ্বেতা', | কু + √চুঙ্‌ > কুচুঙ্‌ | 'উজ্জ্বল', |√ চুঙ্‌ + মা | মুঙ্‌ > চুঙমা / চুঙ্‌মুঙ্‌ | 'ঔজ্জ্বল্য' |√ চুঙ্‌ + নাই > চুঙ্‌নাই | 'উজ্জ্বলকারী:, | √চুঙ্‌ + √ রু + অ > চুঙ্‌রুঅ | 'উজ্জ্বল- করা', | কু + √চুঙ্‌- √ খ্লুই + অ > কুচুঙ্‌- খ্লুই অ | 'উজ্জ্বল করা', | তুই + মা > তুইমা | 'নদী', | তুই + ছা > তুইছা | 'ছোটনদী', | থুঅ | 'শয়ন করা', | খুদি | 'শয়ন কর', | থুখা | 'শয়ন করেছে', | থুআনু | 'শয়ন করবে', | থুনানি | 'শয়ন করতে', | থু খ্লুই | 'শয়ন করলে', | থুঅয়, থুঅই | 'শয়ন করে' ইত্যাদি। সমস্তরূপে সাধিত শব্দের উদাহরণ হল, | মতাইনি নক্‌ = মতাইনক্‌ | 'দেবগৃহ', | তাঙ্‌মানি ব্রি = তাঙ্‌ব্রি | 'কার্যকাল', | আনি মা | = | আমা | 'আমার মা', | হিক্‌-ছাই-কনুই = হিচাগ্‌নই | 'স্বামী-স্ত্রী' ইত্যাদি। প্রকৃতিতে (শব্দ ও ধাতু) বিভিন্ন প্রত্যয়,, শব্দ-বিভক্তি, ক্রিয়া-বিভক্তি এবং উপসর্গ যোগে তিপ্‌রা ভাষায় শব্দগুলি পদ হয়ে বাক্যে ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করে। এইরূপ পদ হল, —বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদ। এছাড়া কিছু কিছু শব্দ আছে যাদের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন, | এরেঙ্‌ | 'বৃথা', | আও | 'হ্যাঁ', | কুরুই | 'নেই', | ছে, ন | 'নিশ্চয়ার্থক', | দে, বা, লে | প্রশ্নবাচক'। এগুলি অব্যয়। এইরূপ বহু শব্দ আছে যাদের কোন রূপান্তর হয় না এবং বহুতর অর্থ প্রকাশক। সুতরাং তিপ্‌রা ভাষায় পদবিধির বিচারে পদের শ্রেণী বিভাগ এইভাবে করা যায় ঃ—বিশেষ্য-বিশেষণ, সর্বনাম, বচন, কারক-বিভক্তি ও বিভক্তি স্থানীয় শব্দ, সংযোজক-বিয়োজক শব্দ এবং সংখ্যা শব্দ।

॥ বিশেষ্য বা নামপদ ॥

তিপ্‌রা ভাষায় বিশেষ্য বা নামপদের উৎস দুটি। এক, সিদ্ধশব্দ-যা বিশ্লেষণের অতীত। যেমন— | ফা | 'বাবা', | তক্ | 'মোরগ', | ছুই | 'কুকুর', | সাল্ | 'সূর্য' ইত্যাদি। দুই, সাধিত শব্দ—যা বিশ্লেষণ যোগ্য। এইরূপ শব্দ দুভাবে সাধিত হয়। প্রত্যয় প্রয়োগে এবং সমাসবদ্ধ পদ রূপে। ধাতুর উত্তর | মুঙ্ | বা | মা | প্রত্যয় যোগে ভাবার্থে বিশেষ্য পদ হয়। এই | মুঙ্ | এবং | মা | প্রত্যয় সমার্থপ্রকাশক। যেমন— |√চুঙ্ + মুঙ্ | মা-চুড়মুঙ্ / চুঙ্ মা \ 'ঔজ্জ্বল্য', |√ আচাই + মুঙ্ / মা = আচাইমুঙ্ | আচাইমা | 'জন্ম'।

• এইরূপ ঃ | চামুঙ্ | চামা | 'ভক্ষণ', | থুইমুঙ্ | থুইমা | 'মৃত্যু', | ফাইমুঙ্ | ফাইমা | 'আগমন', | খাঙ্‌মুঙ্ | খাঙ্‌মা | 'গমন', | কার্‌মুঙ্ | কার্‌মা | 'পরিত্যাগ', | ফেগ্‌মুঙ্ | ফেগ্‌মা | 'মত্ততা' ইত্যাদি। ধাতুর উত্তর | নাই | প্রত্যয় যোগে যে বিশেষ্যপদ গড়ে উঠে তা ব্যক্তিবোধক। যেমন— | চুঙ্‌নাই | 'উজ্জ্বলকারী', | আচাইনাই | 'জন্মদাত্রী', | চানাই | 'ভক্ষক', | থুইনাই | 'মরণশীল' | ফাইনাই | 'আগমন-কারী', | থাঙ্‌নাই | 'গমনকারী', | কার্‌নাই | 'পরিত্যাগকারী', | ফেকনাই | 'যে উন্মত্ত' ইত্যাদি। বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত সমাসবদ্ধ পদগুলি বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া যোগে হতে পারে। যেমন—

বিশেষ্য + বিশেষণ ঃ | সেঙ্ + কারাক্ = সেঙ্‌কারাক্ | 'সাহসীযোদ্ধা'
| রি + ছা = রিছা | 'বক্ষবন্ধনী'
| তুই + ছা = তুইছা | 'ছোটনদী'

বিশেষ্য + বিশেষ্য ঃ | মতাইনক্ | 'দেবগৃহ'
| খিনক্ | 'পায়খানা'
| মুছুখি | 'গোবর'
| হানক্ | 'কুটীর'
| হকি < হর্ + খি | 'অঙ্গার'

বিশেষ্য + ক্রিয়া ঃ | খুম্ + √ পাই = খুম্‌পুই | 'ফুল + শেষ = শ্রেষ্ঠফুল'
| হা + √ চুক্ = হাচুক্ | 'মাটি + উঁচুকরা = পাহাড়'
| তুই + √ কার্ = তুইকার্ | 'জল + ত্যাগ করা = ঘরের ছাঁচা'

ক্রিয়া + বিশেষ্য ঃ |√ চা + মানি + ফুরু = চাফুরু | 'খাওয়া + ষষ্ঠী বিভক্তি + কাল = ভোজন কাল'

|√ তাঙ্ + মানি + ব্রি = তাঙ্ব্রি | 'কাজকরা + ষষ্ঠী বিভক্তি + কাল = কার্যকাল।
|√ফাই + মানি + মল = ফাইমল্ | 'আসা + ষষ্ঠী বিভক্তি + কাল = আগমন কাল'
|√চা + মানি + ছঙ্ = চাছঙ্ | 'খাওয়া + ষষ্ঠী বিভক্তি + সঙ্গী = সহভোজী'
|√থাঙ্ + মানি + ছঙ্ = থাঙ্ছঙ্ | 'যাওয়া + ষষ্ঠী বিভক্তি + সঙ্গী = সহযাত্রী'

উপরে তিপ্রা ভাষার বিশেষ্যপদের স্বরূপ ও গঠনপদ্ধতি আলোচনা করা হল। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মর্ত্তব্য। কোন ভাষাতেই বিশেষ্য-বিশেষণের সুস্পষ্ট বিভাজক সীমা নির্দ্ধারণ করে শব্দ ব্যবহার করা হয় না। বক্তার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অভিপ্রায়, শ্রোতার গ্রহণযোগ্যতা এবং বাক্য ব্যবহারের উপরও শব্দের বিশেষ্য- বিশেষণত্ব অনেক সময় নির্ভর করে। সুতরাং 'বিশেষ্য বিশেষণের পার্থক্য শুধু অর্থে, ব্যাকরণ হিসাবে নাই।[১] যেমন— | ফাইদি, অ নাইথক্ | 'হে সুন্দর, এস' বাক্যে | নাইথক্ | পদ বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত। পদটি নামবাচক বিশেষ্যও হতে পারে। আবার ব্যক্তির রূপ-গুণ প্রকাশক হিসাবে পদটি বিশেষণও হওয়া সম্ভব। | হা | শব্দ মূলে বিশেষ্য। কিন্তু | হানক্ | 'মৃন্ময়' শব্দের | হা | গৃহবাচক | নক্ | শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত।

॥ বিশেষণ ॥

বিশেষণের দ্বারা বিশেষ্য বিশেষিত হয়। বিশেষ্যের অবচ্ছেদক রূপে বিশেষণ সর্বদা বিশেষ্যের সীমা কমিয়ে আনে। বিশেষণ বিশেষ্যের, বিশেষণের, সর্বনামের, ক্রিয়ার ও ক্রিয়া বিশেষণের হতে পারে। যেমন— | বুরুই কাহাম্ | 'ভালো মেয়ে', | বুরুই জব্বই কাহাম্ | 'অতি ভালো মেয়ে', | ব জব্বই বুরুই কাহাম্ | 'সে বড় ভালো মেয়ে', | দাক্তি ফাইদি | 'শীঘ্র এস, | বেআই দাকৃতি ফাইসি | 'অতি শীঘ্র এস'।

তিপ্রা ভাষায় বিশেষণের বিশেষত্ব হল বিশেষ্যের উত্তরপদ রূপে ব্যবহৃত হওয়া কিন্তু ক্রিয়া বিশেষণ বসে ক্রিয়ার পূর্বে। বিশেষণকে যা বিশেষিত করে তা সব সময় বিশেষণের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে সমাস-বদ্ধ পদে পূর্বপদ বিশেষণ। যেমন— | মতাইনক্ | 'দেবগৃহ', | হানক্ | 'মাটির ঘর', | খুম্তাঙ্ | 'পুষ্পমাল্য', | কক্তাঙ্ | 'কথামালা', | ইমাঙ্-দগার্ | 'স্বপন-দুয়ার' প্রভৃতি। স্থান নামে বিশেষণ পদ বিশেষ্যের পরে যেমন— | লুঙ্খুঙ্ | 'মৃতপাহাড়', | তুইছা-রাঙ্চাক্ | 'সোনাছড়ি', |

মাইয়ুঙ্ কুতুই | 'হাতিমারা' ইত্যাদি শব্দে মেলে, তেমনি বিশেষ্য পদের পূর্বস্থিত বিশেষণেরও সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন— | কুরুই-লুঙ্ | 'নিষ্পাহাড়', | কুপিলঙ্ < খুম্পুই লুঙ্ | 'ফুলের পাহাড়' ইত্যাদি। ইষদর্থে এবং প্রতিবার অর্থে কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ ধাতুর উত্তর ব্যবহৃত হয়ে বিশেষণের বিশেষণ এবং ক্রিয়া -বিশেষণের রূপ গঠন করে। যেমন— | ছম্-লুলুক্ | 'ঈষৎ কাল', | চাগ্রর < চাক্-রর | 'ঈষৎ রক্তিম", | ফুর্-ছাছা | 'ঈষৎ শ্বেত', | ফাই ব্রুম ব্রুম | 'প্রতিবার আগমন', | থাঙ্ ব্রুম্ ব্রুম্ | 'প্রতিবার গমন', | চা ব্রুম্ ব্রুম্ | 'প্রতিবার ভক্ষণ' ইত্যাদি। তিপ্রা ভাষায় সংখ্যাবাচক বিশেষণ সব সময় বিশেষ্যের পরে বসে। এবং বিশেষ্য ও সংখ্যা শব্দের মধ্যে একটি বিশেষ্যের বিশেষত্ব নির্দেশক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন— | রাঙ্ খক্সা | 'একটি টাকা', | নক্-খুঙ্চি | 'দশটি ঘর', | পুন্ মাথাম্ | 'তিনটি ছাগল', ইত্যাদি। কিন্তু নির্দেশক শব্দ ব্যতিরিক্ত | ছা | শব্দ ক্ষুদ্রার্থের, খণ্ডত্বের দ্যোতক। যেমন— | রিছা | 'বক্ষ বন্ধনের খণ্ড বস্ত্র', | নক্ছা | 'ছোট ঘর', | তক্ছা | 'মুরগীর বাচ্চা', | তুইছা | 'ছোট নদী' ইত্যাদি। সংখ্যা শব্দের এইরূপ ব্যবহার বিশেষ্যের ক্রমও প্রকাশ করে। যেমন— | বাগ্সা | 'প্রথম ভাগ', | বাগ্নুই | 'দ্বিতীয় ভাগ', | কামুদক্ | 'ষষ্ঠ অধ্যায় ইত্যাদি।

নিম্নলিখিতভাবে তিপ্রা ভাষায় বিশেষণ হয় ঃ—

(১) ক্রিয়ামূলের (Verbal root) পূর্বে ধাতুর আদ্যস্বর (Vowel of the root) যুক্ত | ক | উপসর্গের মতো ব্যবহার করে। যেমন—

| ক-তর্ | 'বৃহৎ'
| ক-ছম্ | 'কালো'
| ক-খক্ | 'সুন্দর'
| ক-লক্ | 'লম্বা'
| কা-ষাঙ্ | 'প্রচুর'
| কা-থাঙ্ | 'সজীব'
| কা-চাঙ্ | 'শান্ত', ধীর,
| কভা-রাক্ | 'কঠিন'
| কি-তিঙ্ | 'গোল'
| কি-ছি | 'ভিজা'
| কু-তুঙ্ | 'গরম'
| কু-থুক্ | 'গভীর'

| কু-ফুঙ্ | 'শ্বেত'
| কে-চেন্ | 'পরাজিত'
| কে-ফেক্ | 'উন্মত্ত'
| কে-ছেপ্ | 'সংকীর্ণ'
| কে-ফের্ | 'সমতল, মসৃণ'

(২) সঙ্গত—স্বরযুক্ত | ক্ | ধাতুর পূর্বে উপসর্গের মত ব্যবহৃত হয়ে বিশেষণ পদ সৃষ্ট হয়। এই রূপ বিশেষণের এবং ধাতুর উত্তর | আক্ | প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়ে ভাবার্থে বিশেষণ পদ সাধিত হয়। যেমন—

| কাচাঙ্জাক্, চাঙ্জাক্ | 'শীতল'
| কেচেন্জাক্, চেন্জাক্ | 'পরাজিত'
| কথগ্জাক্, থগ্জাক্ | 'সুস্বাদু'
| কেফেগ্জাক্, ফেগ্জাক্ | 'উন্মত্ত'
| চাজাক্ | 'ভক্ষিত'
| কার্জাক্ | 'পরিত্যক্ত'
| কালাইজাক্ | 'পতিত'
| কিরিআক্ | 'ভীত'
| মাগ্জাক্, মগ্জাক্ | 'বিষণ্ণ'

(৩) | নাই | প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত পদ কর্তৃবাচ্যে বিকল্পে বিশেষণ হয়। অর্থাৎ কর্তৃবাচক হলে পদটি বিশেষ্য হয় এবং গুণ-দোষ প্রকাশক হলে ব্যক্তিবোধক বিশেষণ হয়। যেমন—

| চুগ্নাই | 'উপযুক্ত'
| বুথার্নাই | 'মারাত্মক'
| মান্নাই | 'সক্ষম'
| পাইনাই | 'যে পারে'
| খবাইনাই | 'লোভী'
| খার্নাই | 'পলাতক'
| ছিনাই | 'দক্ষ', নিপুণ'
| থাঙ্নাই | 'গমনকারী'
| ফাইনাই | 'আগমনকারী'

(৪) ষষ্ঠী বিভক্তি / নি / যোগেও বিশেষ্য পদ বিশেষণ হয়। যেমন—

| হানি | 'মৃন্ময়'
| রাঙ্চাক্নি | 'স্বর্ণময়'
| পাইথাক্নি | 'অন্তিম'
| ফাইমানি | 'আগামী'
| বিছিনি | 'বার্ষিক'

(৫) ষষ্ঠী বিভক্তি / নি / যোগে সর্বনামজ বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ পদ গঠিত হয়। যেমন—

| অমনি | 'এমন'
| উমনি | 'অমন'
| উল্নি | 'পরের'
| তাবুক্নি | 'এখনকার'
| ছাকাঙ্নি | 'সামনের'
| বিছিঙ্নি | 'ভিতরের'

(৫) বিশেষ্যের উত্তর নিষেধ বাচক শব্দ | কুরুই | এবং ধাতুর উত্তর | য়া | প্রত্যয় যোগেও বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যেমন—

| কিরিমা কুরুই | 'নির্ভয়'
| লাচিমা কুরুই | 'নির্লজ্জ'
| বমতম্ কুরুই |'নির্বোধ'
| থাগ্মা কুরুই | 'অবিরাম'
| হাময়া | 'মন্দ'
| পাইয়া | 'অদক্ষ'
| আচাইয়া | 'অ-জাত'

(৭) এমন সিদ্ধ কিছু শব্দ আছে যেগুলি বিশেষণ, কিন্তু যেগুলিকে বিশেষ্যরূপেও প্রয়োগ করা চলে। এইরূপ বিশেষণ পদগুলি হল ঃ—

| বান্জী | 'বন্ধ্যা', | নন্দা | 'পৃথুল', | এরেঙ্ | 'বৃথা', | ছিত্রা | 'কুৎসিত' | খিতপা | 'ভীরু' | অক্রা | 'অগ্রজ' | ককই | 'কোকড়া', | কিন্তে | 'ক্ষুদ্র' | তলা | 'নিম্ন', | আমিলি | 'বিমুগ্ধ' | মিরিক্ | 'চঞ্চল', | জত্ত, বেবাক্ | বেবাক্ | 'সম্পূর্ণ', | কিছা | 'অল্প সংখক' | হিলিক্ | 'ভারী', | ছিলিক্ | 'মিছি, সূক্ষ্ম' ইত্যাদি।

(৮) তিপ্‌রা ভাষায় ক্রমিক (ordinal) সংখ্যা শব্দ স্বল্প। যে কয়টির সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি বিশেষণ। যেমন— | পুইলা। য়াফাঙ্ | 'প্রথম', | পুইলানি লামতা | দবল্ | 'দ্বিতীয়'। বিশুদ্ধ সংখ্যা (cardinal) শব্দগুলি আসলে বিশেষ্য। কিন্তু বিশুদ্ধ-সংখ্যা-শব্দের পূর্বে নির্দেশক শব্দ অথবা প্রত্যয় যোগ করলে তবেই তা বিশেষণের মত ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন— | অআইসা | 'একবার', | অআইথাম্ | 'তিনবার', | ছঙ্‌খাম্ | 'তিনগুণ' | কাইসা | 'একটা', | কুনুই | 'দুটো', | কাখাম্ | 'তিনটে' ইত্যাদি।

(৯) ধাতুর উত্তর | তুতুই | যোগে এবং | তে | প্রত্যয় যুক্ত আম্রেড়িত ক্রিয়াপদের দ্বারা ক্রিয়া বিশেষণের অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন—

| চাতুতুই। চাতে চাতে থাঙ্‌খা | 'খেতে খেতে গেছে'

| হিম্‌তে হিম্‌তে থুইখা | 'চলতে চলতে মরেছে'

(১০) দুই ধাতুর মিলিত রূপের প্রথমটি অসমাপিকার ও দ্বিতীয়টি গুণ-দোষ প্রকাশক অর্থে ব্যবহৃত হলে পদটি বিশেষণ হবে। যেমন—

| চাথক্ | 'সুস্বাদু' < |√চা + √থক্ < চানানি + কথক | 'খেতে ভালো'

| নাইথক্ | 'সুন্দর' < |√নাই + √থক্ < নাইছিরি + কথক্ | 'দেখতে ভালো'

| তঙ্‌থক্ | 'বাসযোগ্য' < |√তঙ্ | + √থকক্ < তঙ্‌রারি + কথখ্ | 'থাকতে ভালো'

| খ্লাক্ | 'শ্রবণনন্দন' < |√খ্লা + √থক্ < খ্লাবারি + কথক্ | 'শুনতে ভালো'

॥ সর্বনাম ॥

সকল প্রকার নামের পরিবর্তে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় তাকে বলে সর্বনাম। 'আমি' স্বয়ং বক্তা, 'তুমি' উদ্দিষ্ট, 'সে', 'তিনি' প্রভৃতি অনুল্লিখিত ব্যক্তির পরিবর্তে, 'কে' 'কাহারা' প্রশ্নরূপে অনুল্লিখিত ব্যক্তির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। লেখা ও কথাবার্তাকে সংক্ষিপ্ত করবার জন্য মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে; তা থেকে সর্বনামের জন্ম। সর্বনাম দিয়েই পদগুলির পুনরাবৃত্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি থেকে পাঠ-প্রতিকম্পন পদ্ধতির দ্বারা তিপ্‌রা ভাষার সর্বনামের পরিচয় পাওয়া যায়।

| আঙ্ চাঅ | 'আমি খাই'

| চুঙ্ চাঅ | 'আমরা খাই'

| নুঙ্ চাঅ | 'তুমি খাও'
| নরগ্ চাঅ | 'তোমরা খাও'
| ব চাঅ | 'সে খায়'
| বরগ্ চাঅ | 'তারা খায়'
| বুই চাঅ | 'অন্যে খায়'
| বুইরগ্ চাঅ | 'অন্যরা খায়'
| ছাবরগ্ চাঅ | 'কারা খায়'
| অব চাঅ | 'কে খায়'
| অবরগ্ চাঅ | 'এরা | এইগুলি খায়'

উপরের উদাহরণগুলির | চাঅ | 'খাওয়া' ক্রিয়াপদ বর্জন করলে যা অবশিষ্ট থাকে সেগুলি প্রত্যেকটিই তিপ্‌রা ভাষায় সর্বনাম। সর্বনামগুলির বর্গীকরণ এইভাবে করা যায় ঃ—

(১) পুরুষবাচক ঃ | আঙ্, নুঙ্, ব | 'আমি, তুমি, সে, ইত্যাদি

(২) নির্দেশক ঃ

(ক) নিকট | অম | 'এই। ইহা। এটা', নিকটতর | অব | 'এই। ইহা। এটা'

(খ) দুর | উব, আম, উম | 'ঐস, উহা, ওটা'

(গ) দৃষ্টিবহির্ভূত | ব | 'ও, উনি, সে'

(৩) প্রশ্নবোধক ঃ | ছাব, বব, তমা, তাম | 'কে, কি'

(৪) অনিশ্চয়াত্মক ঃ | বুই, জি, জা, জেবা, জে, জাহাইন | 'অন্য। অপর। যে। যাহা'

| জেফান্, কোই। কোইবু | 'যে কেউ, কেউ'

॥ বচন ॥

এক বচনের সঙ্গে মনুষ্যবাচক | বরক্ | শব্দ যোগে তিপুরা ভাষায় বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা হয়। | বরক্ | শব্দের প্রথমাংশ বর্জন করে | রক্ > রগ্ | শব্দাংশটিকে বহুত্ব প্রকাশক প্রত্যয় রূপে পদের উত্তরব্যবহার করা হয়। যেমন— | নরগ্ | 'তোমরা', | বরগ্ | 'তারা', | বুইরগ্ | 'অন্যেরা', | বরক্-রগ্ | 'মানুষেরা' ইত্যাদি। মনুষ্যবাচক শব্দ দিয়ে বহুবচনের অর্থ প্রকাশ ভারতীয় আর্যভাষার একটি বিশেষত্ব। যেমন— 'জন্' (জাত হয় বলে), 'গণ্' (গণিত হয় বলে), 'মান < মানব' (মননশীল বলে), 'লোক' (দর্শনশক্তি বিশিষ্ট বলে) ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতকের প্রয়োগ-বাঙ্গলোক-'মুসলমান লোকেদের মহরম প্রযুক্ত মুসলমান বাঙ্গলোক প্রায় নাচ প্রভৃতি করে নাই।' (সমাচার দর্পণ, ১৮২০, ২১। ১০। ২০)। বাজার হিন্দীতে 'লোক'

বহুবচনে প্রায়ই দেখা যায়—'হামলোগ'। উড়িয়া ভাষায় 'মানব' জাত 'মান' দিয়ে বহুবচন গঠিত হয়—'বাঙ্গালীমান' = বাঙ্গালীরা। এমন প্রয়োগ বাংলার ক্ষেত্রেও কদাচিৎ দেখা যায়—'বৃদ্ধমান' (গোরক্ষবিজয়)। অসমীয়া ভাষায় 'বিলোক' জাত 'বিলা' দিয়ে বহুবচন হয়। এই ভাষায় আর একটি বহুবচন প্রত্যয় হচ্ছে 'বোর'। সংস্কৃত | বহুল > বহুর > বউর > বোর |। অথবা | ভূরি > ভোর > বোর | শব্দটি তিব্বত-বর্মী ভাষার বহুবচন 'ফুর্' থেকেও আসা সম্ভব।

তিপ্রা ভাষায় দ্বিবচন প্রকাশক কোন স্বতন্ত্র শব্দ নাই। বহুবচনের সঙ্গে 'দুই, তিন' ইত্যাদি সংখ্যা শব্দের উত্তর মনুষ্যবাচক একটি শব্দ ব্যবহার করে ভালোই কাজ চলে। যেমন— | চুঙ্ কু বরক্ | 'আমরা দুজন পুরুষ', | নরগ কুই বুরুই | 'তোমরা দুজন নারী' ইত্যাদি।

বহুবচনের আলোচনায় আলোচ্য ভাষায় যেটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব সেটি এই যে, একবচনের সঙ্গে 'বরক্' জাত 'রগ্' বহুবচনের প্রত্যয়রূপে ব্যবহার করে পদসাধনের সুস্পষ্ট এবং সুনির্দ্দিষ্ট একটি নিয়ম থাকলেও, উত্তম পুরুষের বহুবচনের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি। এইক্ষেত্রে একটি নূতন শব্দ ব্যবহার করা হয় | চুঙ্ | বোড়ো শাখার বিভিন্ন ভাষার উত্তম পুরুষের একবচন ও বহুবচনের পদগুলি বিশ্লেষণ করলে এই রহস্যের একটি সমাধান-সূত্র মিলতে পারে। উদাহরণের তির্যক চিহ্নের পরবর্তী পদগুলি বহুবচনের।

বোড়ো ঃ আঙ্ | জঁঙ্, জঁঙ্-ফুর্
লালুং ঃ আঙ্ | জিন্-রউ
ডিমাসা ঃ আঙ্ | আনি-রগু
গারো, আছিক ঃ আঙা | ছিঙ্-আ
কোচ ঃ আঙা | ছিঙ্-আ
দেউরি চুতিয়া ঃ আ | জা-রু ২

উপরের উদাহরণগুলিতে দেখা যায় উত্তম পুরুষের বহুবচনে স্পষ্ট দু'প্রকার পদ ছিল—

| জঁঙ্, জিন্, ছিঙ্ | এবং | ফুর, রউ, রও, রু |। এই পদগুলি একবচনের | আঙ্, আঙা |-এর সঙ্গে পূর্ব ও উত্তর পদরূপে প্রত্যয়ের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— | আনি-রও, ছিঙ্ -আ |। কখনও কখনও দুই প্রত্যয় মিলে স্বতন্ত্র শব্দ সৃষ্টি করেছে। যেমন— | জা-রু, জিন-রউ, জঁঙ্-ফুর্ |। বহুবচনের পদ হিসাবে | জঁঙ্ | ও বোড়ো ভাষায় অন্য নিরপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই | জঁঙ্, জিন্, ছিঙ্ | -ই ধ্বনি-

পরিবর্তনের ফলে তিপ্‌রা ভাষায় | চুঙ্ | এ রূপান্তরিত হয়েছে। অনুমান করি, উত্তম পুরুষের বহুবচনে | চুঙ্ | -এর পাশাপাশি | আঙ্-রগ্, আরগ্ | এইরূপ শব্দ একসময় চলিত ছিল। এবং দুই শব্দের মধ্যে দুই প্রকার অর্থ দ্যোতিত হত। অর্থাৎ একটিতে শ্রোতার বর্জন, আর একটিতে শ্রোতার গ্রহণ। যেমন— | চুঙ্ চাঅ | 'আমরা খাই' (তুমি ভিন্ন আমরা সকলে), | আঙ্-রগ্ | আরগ্ চাঅ | 'আমরা খাই' (তুমি এবং আমরা সকলে)। কালে | আঙ্-রগ্ | আরগ্ | লুপ্ত হয় এবং | চুঙু | দ্বারাই উভয় অর্থ প্রকাশিত হতে থাকে।

অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর মুণ্ডা শাখার বিভিন্ন উপভাষায়ও উত্তম পুরুষের বহুবচন হয় দুপ্রকারে। একটি অভিবিধিতে (Inclusive)-যাতে শ্রোতা গৃহীত হয়। অপরটি মর্যাদায় (Exclusive) যাতে শ্রোতা পরিত্যক্ত হয়। নিম্নলিখিত উদাহরণে তির্যক চিহ্নের উত্তর-পদগুলি বহুবচনের।

খেরওয়ারী / সাঁওতালী	ঃ	তা / আ-বো (In), আ-লা (Ex)
মুন্ডারী	ঃ	আইঙ্, ইঙ্ / আ-বু (In), আ-নে (Ex)
কুর্কু	ঃ	ইঙ্ /আ-বুঙ্ (In), আ-নে (Ex)
খারিয়া	ঃ	ইঙ্ / অনিঙ্ (In), এলে (Ex)

অষ্ট্রোনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর মালাই (Malay) ভাষায়ও উত্তম পুরুষের বহুবচনে দুটি রূপ পাই। 'আমি' | আকু |,'আমরা' | কমি | (Ex), | কিত | (In),। তিব্বত-বর্মী ভাষা গোষ্ঠীর হিমালয়ান্ শাখার ভাষাগুলিতে (Himalayan languages) প্রচুর পরিমাণে, নাগাগোষ্ঠীর কোন কোন উপভাষায় এবং তিব্বত-বর্মী ভাষা গোষ্ঠীর অন্যান্য শাখায় কখনও কখনও উত্তম পুরুষের বহুবচনে দুইটি রূপের সন্ধান মেলে। উত্তম পুরুষের এইরূপ দ্বৈত দ্বিবচন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রায় সব ভাষায় এবং ভারতীয় আর্য গোষ্ঠীর নব্য ভারতীয় আর্যশাখার কচ্ছী, গুজরাতী ও খান্দেশী ভাষায় পাওয়া যায়। যেমন— কচ্ছী 'অমে' (Ex), 'পাণ' (In) ; খান্দেশী 'আম্' (Ex), 'আপন্' (In) ; গুজরাতী, 'অমে' (Ex), 'আপ্নে' (In)। যেমন গুজরাতী 'অমে গয়া হতা' = আমরা গিয়েছিলাম (তোমাকে বাদ দিয়ে আমরা)', 'আপনে গয়া হতা' = আমরা গিয়েছিলাম (তোমাকে নিয়ে আমরা)।[৩]

এছাড়া তিপ্‌রা ভাষায় আম্রেড়িত বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম পদের প্রয়োগেও বহু বচনের অর্থ প্রকাশ করা হয়। যেমন—

| জুদা জুদা | 'পৃথক পৃথক'

। থুলুঙ্ থুলুঙ্, থঙ্ থঙ্ । 'খাড়া খাড়া', । হাচুক্ থুলুঙ্ থুলুঙ্ । 'খাড়া খাড়া পাহাড়' । থপ্ছা থপ্ছা । 'ফোঁটা ফোঁটা', । ছিয়ারি থপ্ছা থপ্ছা কালাইঅ । 'ফোঁটা ফোঁটা শিশির পড়ে'।

। জাগা জাগা । 'স্থানে স্থানে', । জাগা জাগা বেরাইম্ঙ্ খ্লাইখা । 'স্থানে স্থানে পর্যটন করেছে'।

। ফাইউঙ্ । 'ভাই', । চু । 'পিতা ।মাতামহ', । চুই । 'পিতা । মাতামহী', । বী । 'ভগ্নী', । মা । ফা । 'মা-বাবা', । তা । 'বড়ভাই', । হাম্জুক্ । 'বধূ' প্রভৃতি শব্দের পর বহুবচনে বিকল্পে । ছঙ্ । হয়। যেমন— । নুচুরগ্ এবং নুচুছঙ্ । তোমার পিতা । মাতামহগণ।

'জন' প্রভৃতি দ্রব্য-দ্রব্যের বহুবচনে বহুত্ব প্রকাশক । জও, চম্ছা, কবাঙ্ । প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

॥ কারক ও বিভক্তি ॥

বাক্যের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাক্য হল পদ সমষ্টি। এই পদসমষ্টি পরস্পরের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে অন্বিত হয়ে থাকে। বিশেষ ভাবে এই অন্বয় ঘটে ক্রিয়ার সঙ্গে। এই যে অন্বয় বা সম্বন্ধ তারই নাম কারক। বিশেষ বিশেষ কারকে বিশেষ বিশেষ বিভক্তি যুক্ত হয়। সুতরাং বিভক্তি হল কারক জ্ঞাপক চিহ্ন।

বিভক্তি ধরে বিচার করলে তিপ্রা ভাষায় কারক পাঁচটি ঃ— (১) কর্তা (২) কর্ম-সম্প্রদান (৩) করণ (৪) অপাদান-সম্বন্ধ এবং (৫) অধিকরণ। কর্তৃকারকের কোন বিভক্তি চিহ্ন নেই। কর্ম-সম্প্রদান কারকের বিভক্তি চিহ্ন । -ন ।। করণের কাজ চলে একটি অব্যয়কে অনুসর্গরূপে ব্যবহার করে— । বাই ।। অপাদান-সম্বন্ধের বিভক্তি চিহ্ন ।-নি ।। অধিকরণের চিহ্ন । -অ ।।

করণ কারকে । বাই । অনুসর্গটি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে, মূল শব্দের উত্তর সম্বন্ধ বাচক বিভক্তি চিহ্ন । -নি । -ও চলে। যেমন— । ব বাই । এবং । বনি বাই । 'তার দ্বারা' । আঙ্ দাবাই বুফাঙ্ তান্খা । এবং । আঙ্ দানিবাই বুফাঙ্ তান্খা । 'আমি দা দিয়ে গাছ কেটেছি'।

কর্মকারকে । -ন । বিভক্তি হলেও অনেক সময় বিভক্তি চিহ্ন উহ্য থাকে। যেমন— ।বন ছাইচিদি আঙ্ ফাইমালিয়া । 'তাকে বল, আমি যেতে পারব না'।

এবং । আঙ্ মাই চাখা । 'আমি ভাত খেয়েছি'।

। ব নক্ তাঙ্খা । 'সে বাড়ি করেছে'।

অপাদান কারকে সম্বন্ধ পদের বিভক্তি চিহ্ন | -নি | ব্যবহৃত হলেও, কখনও কখনও কর্তৃকারকের মত শূন্যবিভক্তি এবং কর্ম-করণের মত | -ন, বাই | হয়। যেমন— | নুঙ্ অরনি থাঙ্দি | 'তুমি এখান থেকে যাও'।

| আঙ্ মছা কিরিঅ | 'আমি বাঘ ভয় করি'।

| আঙ্ মছান কিরিঅ | 'আমি বাঘকে ভয় করি'।

| ব মছাবাই কিরিজাক্-খা | 'সে বাঘের দ্বারা ভীত হইয়াছে'।

অনেক সময় অনুসর্গ যোগেও অপাদান কারকের অর্থ প্রকাশ করা হয়। এই অনুসর্গ ষষ্ঠীবিভক্তিগত পদের পরে বসে। যেমন—

| ছেমানি ছিমি মাই কুরুই | 'গতবছর থেকে ধান নেই।'

| কুফুর্তিনি ম্লায় কছম্তি কতর্ | 'কুফুর্তির চেয়ে কছম্তি বড়'।

অধিকরণের বিভক্তি চিহ্ন | অ |। যেমন— | নগ ফাইদি | 'ঘরে এস'। এই বিভক্তি যখন | আ, ই, এ | স্বরধ্বনির পর থাকে তখন অধিকরণ কারকের অন্ত্যস্বরধ্বনি এবং বিভক্তি চিহ্নের মাঝে একটি অতিহ্রস্ব | উ | ধ্বনি শ্রুত হয় এবং পরিণামে | ব | শ্রুতিধ্বনিটি পিছলে বেরিয়ে আসে। যেমন—

| আগরতলা - অ > আগরতলাউঅ > আগরতলাব | 'আগরতলাতে'

| কামি + অ > কামিউঅ > কামিব | 'গ্রামে'

| রম্ফে+ অ >রম্ফেউঅ > রম্ফেব | 'চিড়েতে'

কখনও কখনও ষষ্ঠীবিভক্তান্ত পদের উত্তর | থানি | যোগ করেও অধিকরণের অর্থ প্রকাশ করা হয়। এই | থানি | প্রত্যয় বাংলা 'স্থান' শব্দ থেকে উদ্ভূত বলে অনুমান করি।

যেমন— | তুই মানিথানি | 'নদীতে', | বিনিথানি | 'তাহাতে', | বরগ্নিথানি | 'তাহাদিগেতে' ইত্যাদি।

বহুবচনের ক্ষেত্রে একবচনে বহুবচনের প্রত্যয় | -রগ্ | ব্যবহার করার পর বিভিন্ন কারকের বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত করা হয়।

বিভক্তি চিহ্ন যোগে তিপ্রা ভাষায় সর্বনামের রূপের কিছু পরিবর্তন হয়। স্বর-সঙ্গতিই এর কারণ। শব্দেসঙ্গত স্বরের ব্যবহার তিপ্রা ভাষার একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব। বিভক্তি চিহ্ন যোগে সর্বনামের রূপান্তরের সূত্রগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) কর্তৃকারকে সর্বনামের কোন রূপান্তর হয় না।

(২) | আঙ্ | শব্দের করণ অধিকরণ ভিন্ন অন্যসব কারকে | - ঙ্ | এর লোপ হয়।

(৩) উত্তম পুরুষের বহুবচন । চুঙ্ । শব্দের কর্মে । ঙ । এবং করণ অধিকরণ ভিন্ন অন্য কারকে । উঙ্ । এর লোপ হয় এবং । ই ।-কারের আগম হয়।

(৪) । নুঙ্ । শব্দের কর্ম-সম্প্রদানের একবচনে এবং সব কারকে বহুবচনে । উঙ্ । লুপ্ত হয় ও । অ । কারের আগম হয়।

(৫) । নুঙ্ । শব্দের অপাদান-সম্বন্ধ-অধিকরণের একবচনে । উঙ্ । লুপ্ত হয় এবং । ই । কারের আগম হয়।

(৬) । ব । শব্দের অপাদান-সম্বন্ধ-অধিকরণের একবচনে অন্ত্যস্বর । অ । -কার স্থানে । ই । কার হয়।

(৭) । ছাব । শব্দের কর্তব্যতিরিক্ত কারকে একবচন এবং বহুবচনে । আ । কারে লোপ ও অন্তে । আ । কারের আগম হয় বিকল্পে। যেমন—

। ছাবন, ছবান ।

। ছাবরগ্ন, ছবারগ্ন ।

। ছাবনি, ছবানি ।

। ছাবরগ্নি, ছবারগ্নি ।

তিপ্রা ভাষার শব্দরূপের আদর্শ নীচে দেখান হল ঃ—

কারক ঃ কর্তৃকারক গৌণকর্ম-সম্প্রদান করণ অপাদান । সম্বন্ধ অধিকরণ

। বরক্ । 'মানুষ'

একবচন ঃ	।বরক্।	। বরগ্-ন।	।বরগ্-বাই।	।বরগ্নি।	।বরগ।
বহুবচন ঃ	।বরক্-রগ্।	। বরক্-রগ্ন।	।বরক্-রগ্বাই।	।বরক্-রগ্নি।	।বরক্-রগ।

। আঙ্ । 'আমি'

একবচন ঃ	। আঙ্ ।	। আন ।	। আঙ্বাই ।	। আনি ।	। আঙ্-অ ।
বহুবচন ঃ	। চুঙ্ ।	। চুন ।	। চুঙ্বাই ।	। চিনি ।	। চুঙ্-অ ।

। নুঙ্ । 'তুমি'

একবচন ঃ	। নুঙ্ ।	। নন ।	। নুঙ্বাই ।	। নিনি ।	। নুঙ্-অ ।
বহুবচন ঃ	। নরগ্ ।	। নরগ্ন ।	। নরগ্বাই ।	। নরগ্নি ।	। নরগ ।

। ব । 'সে'

একবচন ঃ	। ব ।	। বন ।	। ববাই ।	। বিনি ।	। বঅ ।
বহুবচন ঃ	। ব-রগ্ ।	। ব-রগ্ন ।	। বরগ্-বাই ।	। বরগ্-নি ।	। বরগ্ ।

| **বুই** | 'অন্য, অপর'

একবচন ঃ	বুই	বুইন	বুইবাই	বুইনি	বুইঅ
বহুবচন ঃ	বুই-রগ্	বুই-রগ্ন	বুইরগ্বাই	বুই-রগ্নি	বুইরগ

| **ছাব** | 'কে, কি'

একবচন ঃ	ছাব	ছাবন	ছাববাই	ছাবনি	ছাবঅ
		ছবান	ছবাবাই	ছবানি	ছবাঅ
বহুবচন ঃ	ছাবরগ্	ছবারগ্ন	ছবারগ্বাই	ছবারগ্নি	ছবারগ্

॥ ক্রিয়া ও ক্রিয়ার কাল-ভাব ॥

তিপ্‌রা ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়ার বিভিন্ন কাল ও ভাবের রূপ নিম্নরূপ ঃ

| মাই চাঅ | 'ভাত খাই | খায় | খাও'

| মাই চাদি | 'ভাত খাও' (অনুজ্ঞা)

| মাই চাখা | 'ভাত খেয়েছি | খেয়েছে | খেয়েছ'

| মাই চানাই | 'ভাত খাব | খাবে'

চাআনু |

| মাই চাখ্লায় | 'ভাত খেলে'

| মাই চানানি | চাছানি | চাছিনি | 'ভাত খেতে'

| মাই চাঅই | চাঅয় | 'ভাত খেয়ে'

উপরের উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মূল ধাতুতে বিভিন্ন প্রত্যয় যোগ করে তিপ্‌রা ভাষায় ক্রিয়ার বিভিন্ন কাল এবং ভাব প্রকাশ করা হচ্ছে। এবং মূল ধাতুর কোন প্রকার পরিবর্তন হচ্ছে না। যেমন, ধাতুর উত্তর | অ | যোগে বর্তমান। | দি | যোগে অনুজ্ঞার ভাব, | খা | যোগে অতীতকাল, | নাই | আনু | যোগে ভবিষ্যৎ কাল, | খ্লায় | যোগে '-ইলে', | নানি | ছানি | ছিনি | যোগে '-ইতে', | অয় | অই | যোগে '-ইয়া' ইত্যাদি অসমাপিকার ভাব প্রকাশ করা হয়।

ইচ্ছাপ্রকাশ বা স্বভাবতঃ অর্থে কিংবা জোর দিয়ে কিছু বলার ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ অর্থে ধাতুর উত্তর | নাই | প্রত্যয়ও হয়। যেমন— | আঙ্ মাই চানাই | 'আমি ভাত খাবোই' বা 'আমায় ভাত খেতে হবে।' নিশ্চয়তার ভাব-প্রকাশে ভবিষ্যৎ কালের অর্থে ধাতুর পূর্বে | মা | এবং উত্তর | নাই | যুক্ত হয়। যেমন— | আঙ্ মাই মা চানাই | 'আমি ভাত খাবোই'। আরো জোর এবং নিশ্চয়তার ভাব প্রকাশে ধাতুর পূর্বে | মাসেমা |

এবং উত্তর | নাই | যুক্ত হয়। যেমন— | আঙ্ মাই মাসেমা চানাই | 'আমি ভাত খাবোই খাব'। বি ধি অর্থে ভবিষ্যৎ কাল বুঝতে ধাতুর পূর্বে | মা | এবং উত্তর | নাই | প্রত্যয় স্থলে ভবিষ্যৎ কাল প্রকাশক প্রত্যয় | আনু | ব্যবহৃত হয়। যেমন— | আঙ্ মাই মাচাআনু > আঙ্ মাই মা চানু | 'আমি ভাত খেতে পাব বা আমায় ভাত খেতে হবে'। নিশ্চয়ার্থে অতীতকালের ভাব প্রকাশে ধাতুর উত্তর অতীতকালের প্রত্যয় | খা |-এর সঙ্গে | মন্ | যুক্ত হয়। যেমন— | আঙ্ মাই চাখামন্ | 'আমি ভাত খেতাম'। সন্দেহার্থে ধাতুর উত্তর | তালায়্ | প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন— | আঙ্ মাই চাতালায়্ চাআনু | 'আমি ভাত খেলে খাব'। প্রার্থনার্থে উত্তম পুরুষে ধাতুর উত্তর | না | যুক্ত হয়। যেমন— | আঙ্ মাই চানা | 'আমি ভাত খাই'। অবিরাম অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রকাশে ধাতুর উত্তর | তুতুই | প্রত্যয় অথবা | তে | প্রত্যয় যুক্ত ক্রিয়ার দ্বিত্ব হয়। যেমন— | আঙ্ মাই চাতুতুই ফাইখা | অথবা | আঙ্ মাই চাতে চাতে ফাইখা | 'আমি ভাত খেতে খেতে গেছি।'

ঘটমান কাল ঃ ঘটমান বর্তমান কালের ক্রিয়ার অর্থপ্রকাশের জন্য মূলধাতুতে অসমাপিকার অর্থ প্রকাশক প্রত্যয় | অই | অয়্ | যোগ করে ক্রিয়ার কাল অনুসারে | তঙ্ | 'থাক্ | 'থাক্ | আছ' ধাতু ব্যবহৃত হয়। এটি বাংলার 'ইতেছি, ইতেছ, ইতেছে-র < [মূল ধাতু + অসমাপিকা-ইতে + আছ্] অনুরূপ। যেমন— | আঙ্ মাই চা-অই তঙ্-অ | 'আমি ভাত খাচ্ছি'। তিপ্রা ভাষায় ঘটমান অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের রূপ হয় না। ঘটমান অতীত কালের ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশের জন্য ঘুরিয়ে | তঙ্মানি | তঙ্ফুরু | 'থাকার সময়' ব্যবহার করে ভাব প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ | মূলধাতু + অই | অয়্ + তঙ্মানি | তঙ্ফুরু | 'মূলধাতু + ইতে + থাকার সময়' ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| আঙ্ মাই চাই তঙ্মানি | তঙ্ফুরু ব ফাইখা | 'আমি যখন খাচ্ছিলাম সে এসেছিল'।

| আঙ্ তুকুই তঙ্ মানি | তঙ্ফুরু ব অব কক্ ছাখা | 'আমি যখন চান করছিলাম সে এই কথা বলেছিল।

যৌগিক ক্রিয়া ঃ সমাপিকা ক্রিয়ার অর্থ অনেক সময় ক্রিয়ার কালবাচক প্রত্যয় যোগে প্রকাশ না করে মূলধাতুর অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপের সঙ্গে একটি সহযোগী ক্রিয়ার প্রাসঙ্গিক কালের রূপ ব্যবহার করা হয়। যেমন বাংলায় 'খেয়েছি' স্থলে 'খেয়ে ফেলেছি', 'খেয়ে নিয়েছি', 'খেয়ে শেষ করেছি', 'বলেছি' স্থলে 'বলে দিয়েছি', 'বলে ফেলেছি', 'বলে নিয়েছি' ইত্যাদি যৌগিক ক্রিয়াপদে প্রথম পদে অসমাপিকা এবং দ্বিতীয় পদে 'আছ্' ধাতু ব্যতিরিক্ত সমাপিকা পদের ব্যবহারে উভয়ে মিলে ক্রিয়ার

একটি বিশিষ্ট দ্যোতনা-আভিমুখ্য ও প্রাতিমুখ্য-বহন করে, তিপ্‌রা ভাষায় এইরূপ যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ ক্রিয়ার একটি বিশিষ্ট দ্যোতনা বহন করে। যেমন—

| ছাখা | 'বলেছি' স্থলে | ছাঅয় রুখা | 'বলে দিয়েছি'

| চাখা | 'খেয়েছি স্থলে | চা অয় পাইখা | 'খেয়ে শেষ করেছি'

| ছাইদি | 'বাছ' স্থলে | ছাইঅয়নাদি | 'বেছে লও'

| ছাইঅ | 'বাছি' স্থলে | ছাই অয়নাঅ | 'বেছে লই' ইত্যাদি।

তিপ্‌রা ভাষায় আর এক প্রকার যৌগিক ক্রিয়াপদ হয়। এই প্রকার ক্রিয়াপদের প্রথমাংশ বিশেষ্য, বিশেষণ অথবা ক্রিয়ামুল এবং দ্বিতীয়াংশ ক্রিয়ার কালবাচক প্রত্যয় যুক্ত ধাতু। উভয় অংশ মিলে একটি ভাবকেই প্রকাশ করে। যেমন—

বিশেষ্য + ক্রিয়াঃ | থাই + রুঅ = খাইরুঅ | 'ফল + দেওয়া = ফলোৎপাদন করা'

| দেক্ + রুঅ = দেক্‌রুঅ | 'ঢেকুর + দেওয়া = ঢেকুরতোলা'

| খুম্ + বার = খুম্‌বার | 'ফুল + ফোটা = ফুলফোটা'

| কক্ + ছালাইঅ = কক্‌-ছালাইঅ | 'কথা + বলা = আলোচনা করা'

বিশেষণ + ক্রিয়া ঃ | কাহাম্ + ছাঅ = কাহাম্‌ছাঅ | 'ভাল + বলা = প্রশংসা করা'

| কছম্ + খ্লাইঅ = কস্বম্‌খ্লাইঅ | 'কালো + করা = কালোকরা'

| কুথুম্ + রুঅ = কুথুম্‌রুঅ | 'সমবেত + দেওয়া = সমবেত করা'

ক্রিয়ামূল + ক্রিয়া ঃ |√তর্ + রুঅ = তর্‌রুঅ | 'বাড়ান + দেওয়া = পরিবর্ধিত করা'

|√চা + পাইঅ = চাবাইঅ | 'খাওয়া + শেষ = সব খাওয়া বা আহার শেষ'

|√চা + রুঅ = চারুঅ | 'খাওয়া + দেওয়া = খাওয়ান'

|√নাই + তুক = নাইতুক | 'দেখা + খোঁজা = অনুসন্ধান করা'

|√রু + তুক = রুতুক | 'দেওয়া + খোঁজা = অনুসন্ধান করা'

|√নাই + খ্লাইঅ = নাইখ্লাইঅ | 'দেখা + করা = দেখা করা'

|√খ্লাই + নাইঅ = খ্লাইনাইঅ | 'করে + দেখা = চেষ্টা করা'

এক প্রকার যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার তিপ্‌রা ভাষায় আছে যাতে ক্রিয়ার দুই অংশ মিলে এক হয়ে গেছে এবং যা একটি বিশেষ কাল-অর্থ পেয়েছে। পূর্বোল্লিখিত যৌগিক ক্রিয়াপদে দুই অংশ বিরামবিহীনভাবে মিলে যায় না, এবং এক অংশ অপর অংশের গতিপরিণতির দ্যোতনা করে। এই প্রকার ক্রিয়াপদ, '-ইয়া' এইরূপ অসমাপিকা ভাব প্রকাশ গমন-আগমন বাচক ধাতুর ব্যবহারে গঠিত হয়। আগমন অর্থে আগমন বাচক্ ধাতু | ফাই | এবং গমন অর্থে | ই | সমাপিকার ভাব প্রকাশক মূল ধাতুর অন্তে যুক্ত হয়। যেমন—

| ছা-ফাইদি | 'এসে বল'

| নাই-ফাইদি | 'এসে দেখ'

| চা-ফাইদি | 'এসে খাও'

| খ্লা -ফাইদি | 'এসে শোন'

| ছা-ই-দি | 'গিয়ে বল'

| নাই-ই-দি | 'গিয়ে দেখ'

| চা-ই-দি | 'নিয়ে খাও'

| খ্লা-ই-দি | 'গিয়ে শোন' ইত্যাদি।

পদগুলি বাংলা 'বলসে, দেখসে, খেসে, শুনসে, বলগে, দেখগে, খে-গে, শুনগে'-র অনুরূপ।

যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে | অয় | অই | 'ইয়া' যুক্ত পদের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া বাচক | রু | না | ধাতু-র ব্যবহার। প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষায় উভয়পদী ধাতুর পরস্মৈপদে এবং আত্মনে পদে অর্থ পার্থক্য ছিল। একটিতে ক্রিয়াফল অকর্তৃগামী এবং আর একটিতে কর্তৃগামী বুঝাত। ঠিক এইভাবে বাংলায় যথাক্রমে 'দে' ও 'নে' ধাতুর ব্যবহার হয়। যেমন— 'চউমঠ্‌ঠি কোঠা গুণিআ লেই', = কর্তৃগামী ক্রিয়াফল, 'রাবুলে দিল মোহ কখু ভণিতা' = অকর্তৃগামী ক্রিয়াফল। আধুনিক বাংলায় 'অঙ্কটি কষে দাও' = অকর্তৃগামী ক্রিয়াফল, 'অঙ্কটি কষে নাও' = কর্তৃগামী ক্রিয়াফল। তিপ্‌রা ভাষার যৌগিক ক্রিয়ার উক্তপ্রকার ইডিয়মগুলি বাংলায় 'দে' ও 'নে' ধাতুর ব্যবহারে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার মত। তিপ্‌রা যৌগিক ক্রিয়ার রীতি হচ্ছে | অয়| অই | 'ইয়া' এবং কদাচিৎ | নানি | ছানি | ছিনি | '-ইতে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য ধাতুর ব্যবহার। যেমন—

| খুইঅয় + √খাঙ্ | 'ঘর্-ইয়া + √যা' > 'ঘরে যা', | চাঅয় + √খিব্ | 'খা-ইয়া + √ফেল্' > 'খেয়ে ফেল', | ছানানি + √ রু | 'বল্-ইতে + √দা' > 'বলতে দে' ইত্যাদি এই প্রকার যুক্ত ক্রিয়ার প্রথম ক্রিয়ার অর্থটিই প্রধান। দ্বিতীয় ক্রিয়া প্রথম ক্রিয়াকে পূর্ণতা দিতে চেষ্টা করে। এইজন্য যৌগিক ক্রিয়ায় দ্বিতীয় ক্রিয়াকে সহকারী ক্রিয়া বলা যেতে পারে। এগুলি অনেকটা সংস্কৃত উপসর্গ বা ইংরাজী adverb বা ক্রিয়াবিশেষণের মত ক্রিয়াকে বিশেষিত করে। যেমন— সংস্কৃত | সদ্, নিসদ্ |, ইংরাজী /Sit down/, বাংলা | বসে পড়া |, তিপ্রা | আচুকয় থাঙ্-অ | ; সংস্কৃত | খাদ, সংখাদ |, ইংরাজী /eat up/, বাংলা | খেয়ে ফেলা |, তিপ্ রা | চাঅয় খিব | ; সংস্কৃত | দা, প্রদা |, ইংরাজী /give away/, বাংলা | দিয়ে দেওয়া |, তিপ্রা | রুঅয় রুঅ |। প্রধান প্রধান তিপ্রা যৌগিক ক্রিয়াপদের রূপ ধাতু ধরে নিম্নে নির্দেশ করা হল ঃ—

| ফাই | 'আসা' ঃ | অয় | অই | '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্তার আগমন বা আভিমুখ্য বুঝাতে ব্যবহৃত। যেমন—

| তুবুই ফাইদি | 'নিয়ে এস'
| খ্লাঅয় ফাইঅ | 'শুনে আসা'
| ফিয়্গয় ফাইদি | 'খুলে এস'
| কারয় ফাইঅ | 'ছেড়ে আসা'

| থাঙ্ | 'যাওয়া' ঃ | অয় | '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা পদের ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তার অপসারণ, প্রাতিমুখ্য, ক্রিয়াসাতত্য (eontinuative) বা নিষ্ঠা বুঝাতে ব্যবহৃত। যেমন—

| বিরয় খাঙ্ -অ | 'উড়ে যাওয়া'
| কারয় খাঙ্-অ | 'ছেড়ে যাওয়া'
| খারয় খাঙ্দি | 'পালিয়ে যাও'
| খুইঅয় খাঙ্-অ | 'ঘরে যাওয়া'
| খ্লাঅয় খাঙ্দি | 'শুনে যাও'
| খুঅয় খাঙ্খা | 'ঘুমিয়ে গেল'

| খিব্ | 'ফেলা' ঃ | অয় | অই | '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া পদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ ও নিষ্ঠা (perfective) অর্থে ব্যবহৃত। যেমন—

| চাঅয় খিব্খা | 'খেয়ে ফেলল'
| রাঅয় খিব্দি | 'কেটে ফেল'

| তিছাই খিব | 'উঠিয়ে ফেলা'
| ছবাই খিব | 'ভেঙ্গে ফেলা'
| হুইঅয় খিব | 'মুছে ফেলা'

| না | 'নেওয়া' ঃ | অয় | '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে আত্মহিত (reflexive) দ্যোতনায় ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| চাঅয় নাদি | 'খেয়ে নাও'
| ছেগয় নাঅ | 'কেড়ে নেওয়া'
| ছাইঅয় নাঅ | 'বেছে নেওয়া'
| কুছুবয় নাঅ | 'শুষে নেওয়া'
| ছাঅয় নাদি | 'বলে নাও'
| নাঅয় নাঅ | 'নিয়ে নেওয়া'

| রু | 'দেওয়া' ঃ (১) | অয় | '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে-পরহিত (non-self interest) দ্যোতনায় ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| থিঙ্লয় রুঅ | 'ঝুলিয়ে দেওয়া'
| য়রয় রুঅ | 'খুঁচিয়ে দেওয়া'
| রুঅয় রুঅ | 'দিয়ে দেওয়া'

(২) | নানি | ছানি | ছিনি | '-ইতে' অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে অনুমতি (permissive) দ্যোতনায় ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| ছানানি রুদি | 'বলতে দাও'
| থাঙ্ছিনি রুদি | 'যেতে দাও'

| তঙ্ | 'থাক্ | আয়' ঃ | অয় | '-ইয়া প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে ক্রিয়া সাতত্যের (continuative) ও অভ্যাসের ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত। যেমন—

| হুইজাগয় তঙ্-অ | 'লুকিয়ে থাকা'
| কালাইঅয় তঙ্-অ | 'পড়ে থাকা'
| পগয় তঙ্-অ | 'ভুলে থাকা'
| খারয় তঙ্-অ | 'পালিয়ে থাকা'

| নাই | 'দেখা' ঃ | অয় | '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখার ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত। যেমন—

| খ্লাইঅয় নাইঅ | 'করে দেখা'

| ছাঅয় নাইঅ | 'বলে দেখা'
| রুঅয় নাদি | 'দিয়ে দেখ'

| তুবু | 'আনা' ঃ | অয় | '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে ক্রিয়া সাতত্যের সঙ্গে আভিমুখ্যের দ্যোতনায় ব্যবহৃত। যেমন—

| রময় তুবুঅ | 'ধরে আনা'
| খাতারয় (< খাখারয় তুবুঅ | 'বেঁধে আনা'
| রাঅয় তুবুঅ | 'কেটে আনা'
| থিঙ্লয় তুবুঅ | 'ঝুলিয়ে আনা'

| খ্লাই | 'করা' ঃ | অয় | '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে মন দিয়ে মিলিয়ে করার ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত। যেমন—

| নাইঅয় খ্লাইদি | 'দেখে কর'
| ছাঅয় খ্লাইঅ | 'বলে করা'

| থই | 'মারা' ঃ | অয় | '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষভাবে করার দ্যোতনায় ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| ছাপ্রাগয় থইঅ | 'পিটিয়ে মারা'

| রা | 'কাটা' ঃ | অয় | '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে করার অর্থে ব্যবহৃত। যেমন—

| নাইঅয় রাদি | 'দেখে কাট'
| রময় রাঅ | 'ধরে কাট'

| র-হর্ | 'পাঠান' ঃ | অয় | '-ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে অভিপ্রায়ের দ্যোতনায় ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| নুঅয় রহর | 'ডেকে পাঠান'
| ছাঅয় রহর | 'বলে পাঠান'

| মান্ | 'পাওয়া' ঃ | অয় | '- ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে অনুসন্ধানে প্রাপণের ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত। যেমন—

| নাইতুগয় মান | 'খুঁজে পাওয়া'

| চা | 'খাওয়া' ঃ | অয় | '- ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্মে ব্যাপৃতি এবং পরীক্ষার দ্যোতনায় ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| খ্লাইঅয় চাঅ | ' করে খাওয়া'
| নাইঅয় চাদি | 'দেখে খাও'

| নারুক্ | 'রাখা' ঃ | অয়্ | '- ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে সমাপ্ত ক্রিয়ার ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| ছুইঅয়্ নারুগ | 'লিখে রাখা'
| রময়্ নারুগ | 'ধরে রাখা'
| ছাঅয়্ নারুগ | 'বলে রাখা'

| রম্ | 'ধরা' ঃ | অয়্ | '- ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে এইভাবের ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| মচময়্ রম | 'মুঠিয়ে ধরা'
| কবাগয়্ রম | 'আঁকড়ে ধরা'

| ছা | 'বলা' ঃ | অয়্ | '- ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে পূর্ববর্তী ক্রিয়ার সম্পূর্ণতায় দ্যোতনায় ব্যবহৃত। যেমন—

| ছঙ্পাইঅয়্ ছাঅ | 'খুলে বলা'
| খ্লা অয়্ ছাঅ | 'শুনে বলা'

| খ্লা | 'শোনা' ঃ | অয়্ | '- ইয়া' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে ক্রিয়ার-সাতত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| তাময়্ খ্লা অ | 'বাজিয়ে শোনা'

॥ নঞর্থক ক্রিয়া ॥

(১) তিপ্রা ভাষায় নিষেধ বাচক অব্যয় | য়া | ধাতুর উত্তর প্রত্যয়ের মত ব্যবহৃত হয়ে বর্তমান কালের নঞর্থক ক্রিয়ার পদ গঠিত হয়। যেমন—

| চা + য়া + চায়া | 'খাই, খাও, খায় না'
| ফাই + য়া = ফাইয়া | 'আসি, আস, আসে না'
| থাঙ্ + য়া = থাঙ্য়া | 'যাই, যাও, যায় না'
| ছা + য়া = ছায়া | 'বাসি, বল, বলে না'
| খ্লাই + য়া = খ্লাইয়া | 'করি, কর, করে না'
| হাম্ + য়া = হাম্য়া | 'ভালো নয় অর্থাৎ মন্দ'

(২) তিপ্রা ভাষায় অতীতকালের অর্থে নিষেধ বাচক | লিয়া | য়াখ্ | লম্বা | ধাতুর উত্তর প্রত্যয়ের মত ব্যবহৃত হয়ে নঞর্থক ক্রিয়ার পদ গঠিত হয়। যেমন—

| চালিয়া | চায়াখ্ | চালয়া | 'খাই' খাও, খায় নি'
| ফাইলিয়া | ফাইয়াখ্ | ফাইলয়া | 'আসি' আস, আসে নি,

| থাঙ্লিয়া | থাঙ্য়াখ্ | থাঙ্লয়া | 'যাই, যাও, যায় নি'
| ছাইলিয়া | ছাইয়াখ্ | ছাইলয়া | 'বলি, বল, বলে নি'
| খ্লাইলিয়া | খ্লাইয়াখ্ | খ্লাইলয়া | 'করি, কর, করে নি'

(৩) তিপ্রা ভাষায় ভবিষ্যৎ কালের অর্থে নিষেধ বাচক | লয়া | গ্লাক্ | প্রত্যয়ের মত ধাতুর উত্তর ব্যবহৃত হয়ে নঞর্থক ক্রিয়ার পদ গঠিত হয়। যেমন—

| চালয়া | চাগ্লাক্ | 'খাব, খাবে না'
| ফাইলয়া | ফাইগ্লাক্ | 'আসব, আসবে না'
| থাঙ্লয়া | থাঙ্গ্লাক্ | 'যাব, যাবে না'
| ছা-লয়া | ছা-গ্লাক্ | 'বলব, বলবে না'
| খ্লাইলয়া | খ্লাইগ্লাক্ | 'করব; করবে না'

(৪) তিপ্রা ভাষায় অনুজ্ঞা বুঝলে নিষেধার্থে | তা | ধাতুর পূর্বে বসে নঞর্থক ক্রিয়ার পদ গঠিত করে। যেমন—

| তা চাদি | 'খেও না'
| তা ফাইদি | 'এস না'
| তা খাঙ্ দি | 'যেও না'
| তা ছাদি | 'ব 'লো না'
| তা খ্লাইদি | 'ক' রো না'

(৫) তিপ্রা ভাষায় নঞর্থক অসমাপিকা ক্রিয়া বুঝাতে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয় | অয় | খ্লায় | ছিনি | ছানি | '-ইয়া, -ইলে, -ইতে'-র পূর্বে নিষেধ বাচক | য়া | ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| চায়াঅয় | চায়াখ্লায় | চায়াছানি | 'না খাইয়া, - খাইলে, -খাইতে'

| ফাইয়াঅয় | ফাইয়াখ্লায় | ফাইয়াছানি | ফাইয়াছিনি | 'না আসিয়া', - আসিলে,

| থাঙ্য়াঅয় | থাঙ্য়াখ্লায় | থাঙ্য়াছানি | থাঙ্য়াছিনি | - আসিতে' 'না যাইয়া, - যাইলে, -যাইতে'

| ছায়াঅয় | ছায়াখ্লায় | ছায়াছানি | ছায়াছিনি | 'না বলিয়া, -বলিলে, -বলিতে'

| খ্লাইয়াঅয় | খ্লাইয়াখ্লায় | খ্লাইয়াছানি | খ্লাইয়াছিনি | 'না করিয়া, - করিলে, - করিতে'।

॥ দ্বিকর্মক ক্রিয়া ও ণিজন্ত ক্রিয়া ॥

তিপ্‌রা ভাষায় ভাববাচক এবং মুলধাতুর উত্তর | র্ | ব্যবহার করে সাধারণতঃ দ্বিকর্মক কারকের ক্রিয়ার পদ গঠিত হয়। যেমন—

| চারু- | 'খাওয়ান'
| ফাইরু- | 'আগমন করান'
| থাঙ্‌রু- | 'গমন করান'
| ছারু- | 'বলান'
| খ্লাইরু- | 'করান' খ্লা
| খ্লারু- | 'শ্রবণ করান'

যে ক্রিয়া অন্যনিরপেক্ষ নয়, সেই ক্রিয়ার প্রকাশে যৌগিক ক্রিয়ার উত্তরপদে সহযোগী ক্রিয়ারূপে | র্ | ধাতুর ব্যবহার হয়। যেমন— ভাব্‌বাচক | তর্ | ধাতু নিষ্পন্ন | তর্-অ, তর্-দি, তর্-খা | 'বাড়া, বাড়, বেড়েছে' পদের মধ্যে স্বয়ং ক্রিয়ার ভাবটি বিদ্যমান। অর্থাৎ নিজে নিজেই বাড়ে, বাড়বে বা বেড়েছে। কিন্তু | তর্-রঅ, তর্-রুদি, তর্-রুখা | 'বাড়ান, বাড়াও, বাড়িয়েছে' পদগুলি স্বয়ংক্রিয় নয়, কর্তা সাপেক্ষ। এইরূপ ক্রিয়ার উদাহরণ—

| চুগ্‌রু- | 'উপযোগী করা'
| হাব্‌রু- | 'প্রবেশ করতে দেওয়া'
| ফুর্‌রু- | 'শ্বেত করা'
| চুঙ্‌রু- | 'উজ্জ্বল করা'
| ছিরু- | 'জ্ঞাপন করা'
| অঙ্‌রু- | 'সৃষ্টি করা'
| ছুগ্‌রু- | 'পচিয়ে ফেলা'
| কচর্‌রু- | 'সঙ্কুচিত করা'
| হাম্‌রু- | 'আরোগ্য করা'

আর একটি পদ্ধতিতে তিপ্‌রা ভাষায় এইরূপ ক্রিয়ার পদ গঠন করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত ধাতুর পূর্বে সঙ্গত স্বর যুক্ত | ক্ | উপসর্গের মত ব্যবহার করে বিশেষণ পদ গঠন করা হয়, সেই সব বিশেষণের সঙ্গে | খ্লাই | ধাতুর যোগেও দ্বিকর্মক ক্রিয়ার পদ-সাধন করা হয়। যেমন—

| ক-তর্ খ্লাই- | 'বাড়ান'
| ক-ছম্ খ্লাই- | 'কালো করা'

| ক-চর্ খ্লাই- | 'সংকুচিত করা'
| কা-থাঙ্ খ্লাই- | 'সজীব করা'
| কা-রান্ খ্লাই- | 'শুষ্ক করা'
| কা-রাক্ খ্লাই- | 'কঠিন করা'
| কি-তিঙ্ খ্লাই- | 'গোল করা'
| কি-ছি খ্লাই- | 'সিক্ত করা'
| কু-চুঙ্ খ্লাই- | 'উজ্জ্বল করা'
| কু-তুঙ্ খ্লাই- | 'গরম করা'
| কু-থুক্ খ্লাই- | 'গভীর করা'
| কু-মুঙ্ খ্লাই- | 'সিদ্ধ করা'
| কে-চেন্ খ্লাই | 'পরাজিত করা'
| কে-ফের্ খ্লাই- | 'সমতল, মসৃণ করা'
| কে-খেক্ খ্লাই- | 'বক্র করা'

মূল ধাতুর পূর্বে সঙ্গত-স্বর যুক্ত | ফ্, ম্, ছ্ | ব্যবহার করেও দ্বিকর্মক ক্রিয়ার পদ গঠন করা হয়। মূল ধাতুর আদ্যস্বর অনুসারে উপসর্গেব মত পূর্বাংশে ব্যবহৃত ধ্বনি এইরূপ ঃ— মূল ধাতুতে | অ | আ > অ |, | উ > উ |, | এ > এ |। মূল ধাতুর আদ্যব্যঞ্জন অনুসারে উপসর্গের মত পূর্ব-প্রযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি এইরূপ ঃ— | ল্/ন্ > ফ্ |, | চ্ / খ্ > ম্ |, | প্ > ছ্ |। যেমন— | ফ-লক্ | 'লম্বা করান', | ফু-নুক্ | 'প্রদর্শন করান', | মে-চেন্ | 'পরাজিত করান', | মু-থু | 'শয়ন করান', | ম-থাঙ্ | 'জীবন ধারণ করান', | ছে-পেঙ্ | 'সরল করান' ইত্যাদি।

॥ ক্রিয়ামূল নিষ্পন্ন বিশেষ্য ও কর্ম-ভাব বাচ্যের পদ ॥

একই ধাতুতে বিভিন্ন প্রত্যয় প্রয়োগ করে তিপ্‌রা ভাষায় বিশেষ্য এবং কর্ম ও ভাব-বাচ্যের পদগুলি গঠন করা হয়। কর্তৃবাচ্যে ব্যক্তিবোধক বিশেষ্য হলে | নাই |, কর্মবাচ্যে | জাক্ | এবং ভাববাচ্যে | মা | মুঙ্ | ধাতুর অন্তে যুক্ত হয়। যেমন—

|√ চা | 'খাওয়া' ঃ | চা-নাই | 'ভক্ষক'
| চা-জাক্ | 'ভক্ষিত'
| চা-মুঙ্ | 'ভক্ষণ'
|√থাঙ্ | 'যাওয়া' ঃ | থাঙ্-নাই | 'গমনকারী'
| থাঙ্-জাক্ | 'গত'
| থাঙ্-মুঙ্ | 'গমন'

| √থু | 'শোওয়া' ঃ | থু-নাই | 'শয়নকারী'
| থু-জাক্ | 'শায়িত'
| থু-মুঙ্ | 'শয়ন'
| √তাম্ | 'বাজান' ঃ | তাম্-নাই | 'বাদক'
| তাম্-জাক্ | 'বাদিত'
| তাম্-মুঙ্ | 'বাদন'
| √কার্ | 'ত্যাগ করা' ঃ | কার্-নাই | 'ত্যাগকারী'
| কার্-জাক্ | ত্যক্ত
| √খল্ | 'চয়ন করা' ঃ | খল্-নাই | 'চয়নকারী'
| খল্-জাক্ | 'চয়িত'
| খল্-মুঙ্ | 'চয়ন'

কর্মবাচ্যের সাধিত পদগুলি ক্রিয়ার কালবাচক বিভিন্ন প্রত্যয় গ্রহণ করে। যেমন— | চাজাগ | 'ভক্ষিত হয়', | চাজাক্খা | 'ভক্ষিত হয়েছে', | চাজাক্-আনু | 'ভক্ষিত হবে', | চাজাগয় | 'ভক্ষিত হয়ে', | চাজাকখ্লয় | 'ভক্ষিত হলে', | চাজাক্ছানি | 'ভক্ষিত হতে' ইত্যাদি।

॥ লিঙ্গ বিচার ॥

জাতি লিঙ্গ এবং বৈয়াকরণ লিঙ্গ যা মূলতঃ প্রত্যয় ঘটিত—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য মনে রাখা দরকার। জাতি লিঙ্গ সহজে বোধগম্য, - পিতা-মাতা, ভাই-বোন ইত্যাদি। কিন্তু প্রাচীন কালে, ভাষার ইতিহাসের একেবারে গোড়ায় গিয়ে দেখি, জাতি লিঙ্গের কোন বালাই ছিল না। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি জাতি লিঙ্গকে লিঙ্গের মানদণ্ড করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে বললেন, 'লিঙ্গমণিষ্যং লোকাশ্রয়ত্বান্নিষম্য' এবং জাতি লিঙ্গ স্বীকার করলে, 'খট্টাবুক্ষৌন সিধ্যেত'। তা ছাড়া, 'দার, কলত্রম, ভার্যা' এই তিন পদ সমজাতির-কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গের।

লোক-প্রয়োগ লিঙ্গ নির্ণয়ের মানদণ্ড হলে ব্যাকরণ বিভীষিকার সৃষ্টি হয়। হিন্দী-উর্দু তার প্রমাণ। যেমন— 'নয়া দিন, নয়ী রাত'। 'চাবল অচ্ছা বনা, লেকিন দাল অচ্ছী নহী বনী'। প্রাদেশিক ভাষায় এ বিষয়ে যথেষ্ট অনৈক্য বর্তমান। যেমন— সংস্কৃত 'ইক্ষু', পাঞ্জাবী 'ইক্খ', মারাঠী 'উস্' পুংলিঙ্গ' ; কিন্তু গুজরাতীতে 'ইখ্, উখ্' স্ত্রীলিঙ্গ'। হিন্দী 'দহি' পুংলিঙ্গ, কিন্তু পাঞ্জাবী এবং সিন্ধী 'দহী' স্ত্রীলিঙ্গ'।

প্রাচীন ভাষাগুলিতে প্রত্যয় ঘটিত বৈয়াকরণ লিঙ্গ বিধিই নিরাপদভাবে গড়ে উঠেছিল এবং তিনটি লিঙ্গরূপ স্বীকারই প্রাচীন ভাষাগুলির রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই ঐতিহ্য রক্ষা করছে ইউরোপে জার্মান, ইংরাজী ও রুশ। ভারতে, স্ত্রীলিঙ্গী ভাষা গুজরাতী ও মারাঠী। গুজরাতীতে জাতিলিঙ্গ থাকলেও বৃহদর্থে পুংলিঙ্গ, ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রীলিঙ্গ এবং অতিক্ষুদ্রার্থে ক্লীবলিঙ্গের উদাহরণ কৌতুকাবহ। যেমন— রোটলা খাদা, রোটলী খাদী এবং রোটল্ খাদ্।

পৃথিবীর আধুনিক ভাষাগুলির ঝোঁক দুটি মাত্র লিঙ্গ রক্ষা করার দিকে। ইউরোপে ফরাসী ভাষা, ভারতে হিন্দী, উর্দু ও বাংলা ভাষা, মধ্য প্রাচ্যে ফার্সী ভাষা এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বহির্ভারতের ভারতীয় ভাষা সিংহলী দুটি মাত্র লিঙ্গ স্বীকার করে। যথা—(১) অপ্রাণলিঙ্গ ও (২) সপ্রাণ লিঙ্গ।

উড়িয়া, বাংলা, অসমীয়া অনেক আগেই বৈয়াকরণ লিঙ্গ-বর্জন করেছে। এর মূলে ভোট -বর্মী প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু ভোট-বর্মীর প্রভাব উত্তর-পূর্ববঙ্গে এবং আসামে পড়লেও পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায় পড়ে নি। পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যায় এর কারণ অষ্ট্রিক প্রভাব। ভোট-বর্মীতে বৈয়াকরণ লিঙ্গ নেই। কোল ভাষাতেও প্রত্যয় দিয়ে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ হয়।

তিপ্‌রা ভাষায় লিঙ্গ প্রকৃতিগত। যা পুংবাচক তা পুংলিঙ্গ এবং যা স্ত্রীবাচক তা স্ত্রীলিঙ্গ। বিশেষ দু একটি ক্ষেত্র ভিন্ন তিপ্‌রা ভাষা অপ্রাণীবাচক শব্দ লিঙ্গ-রূপ হীন।

তিপ্‌রা ভাষায় তিনভাবে লিঙ্গ-পরিবর্তন হয়। যেমন— (১) পুরুষ বা স্ত্রীবাচক ভিন্ন শব্দ দ্বারা, (২) পুরুষ বাচক শব্দের উত্তর স্ত্রীবাচক শব্দের প্রয়োগে এবং (৩) স্ত্রী প্রত্যয় দ্বারা।

(১) ভিন্ন শব্দ দ্বারা ঃ

| ফা | 'পিতা' - | মা | 'মাতা'
| কিচিঙ্ | 'বন্ধু' - | মারে | 'বান্ধবী'
| বরক্ | 'নর' - | বুরুই | 'নারী'
| ছাই | 'স্বামী' - | হিক্ | 'স্ত্রী'
| তা / ফাইউঙ্ | 'বড় | ছোট ভাই' - | হানক্‌জুক্ | 'ভগিনী'
| চু | 'পিতা | মাতামহ' - | 'পিতা | মাতামহী'

(২) স্ত্রীবাচক শব্দের প্রয়োগে ঃ

| মতাই | 'দেব' - | মতাই-বুরুই | 'দেবী'
| তাখুম্ | 'হলে' - | তাখুম্ বুরুই | 'হংসী'

তিপ্‌রা ভাষায় | জুক্ | যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। এই | জুক্ | প্রত্যয়ের মত ব্যবহৃত হলেও এটি স্ত্রী-প্রত্যয় নয়। | জুক্ | হল স্ত্রীবাচক একটি

মূল শব্দের উত্তরাংশ।[৪] মূল শব্দটি হল | হান্‌কৃজুক্ | 'ভগিনী'। এখানে মূল শব্দ নয়, মূলের উত্তরাংশ পুংলিঙ্গ বাচক শব্দের উত্তর ব্যবহার করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। মনুষ্যবাচক শব্দের উত্তর এই | জুক্ | স্ত্রী-প্রত্যয় রূপে তিপ্‌রা ভাষায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| চেরাই | 'দুষ্ট বালক' - | চেরাইজুক্ | 'দুষ্ট বালিকা'
| বুবাগ্রা | 'অধিকারী' - | বুবাগ্রাজুক্ | 'অধিকারিণী'
| ছেলেঙ্ | 'ক্রীতদাস' - | ছেলেঙ্‌জুক্ | 'ক্রীতদাসী'

স্ত্রীবাচক শব্দ | মা | সাধারণতঃ মনুষ্যেতর পুরুষবাচক শব্দের লিঙ্গান্তর করার সময় উত্তর পদরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| তক্ | 'মোরগ' - | তক্‌মা | 'মুরগী'
| পুন্ | 'ছাগ' - | পুমা পুন্-মা | 'ছাগী'
| ছুই | 'কুকুর' - | ছুইমা | 'কুক্‌কুরী'
| ওয়াক্ | 'বরাহ' - | ওয়াক্‌মা | 'বরাহী'
| মুছুই | 'মৃগ' - | মুছুইমা | 'হরিণী'

মনুষ্যবাচক শব্দের উত্তর | মা | সম্মানার্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| অক্‌রা | 'জ্যেষ্ঠব্যক্তি' - | অক্‌রামা | 'জ্যেষ্ঠাস্ত্রী
| মতাই | 'দেব' - | মতাইমা | 'দেবী'

মানবীয় জাতিবাচক আগন্তুক শব্দের পর পুংলিঙ্গ বোধার্থে | ছা | এবং স্ত্রীলিঙ্গ বোধার্থে | জুক্ | হয়। মনুষ্যেতর প্রাণীবাচক শব্দের উত্তর পুংলিঙ্গ | ছা | ও স্ত্রী লিঙ্গ | জুক্ | হয় গালি অর্থে। যেমন—

| থুরুক্‌ছা | 'মুসলমান' - | থুরুক্‌জুক্ | 'মুসলমানী' (< তুরুক্ < তুক্)
| ওয়ান্‌ছা | 'বাঙ্গালী পুরুষ' - | ওয়ান্‌জুক্ | 'বাঙ্গালী স্ত্রী' (< বঙ্গ)
| মুখ্‌রাছা | 'পুং বানর' - | মুখ্‌রাজুক্ | 'স্ত্রী বানর' < মর্কট

এই | মুখ্ রাছা | বা | মুখ্‌রাজুক্ | অনেকটা বাংলা গালিমুচক 'বাঁদর' বা বাঁদরী'র মত। এইরূপ আর একটি শব্দ | পুন্‌জুয়া | এবং | পুন্‌জুক্ | অর্থ, 'ছাগ' এবং ছাগী'। এই শব্দ দুটিও বাংলার মত লাক্ষণিক অর্থে ব্যবহৃত।

| মা | এবং | জুক্ | সম্পর্কে একটি কথা বলার আছে। মনে হয়, | মা | -এর মধ্যে মাতৃত্ব অর্থাৎ সন্তান প্রসবের পরের এবং | জুক্ | -এর মধ্যে মাতৃত্ব-পূর্ব নারীত্বের অর্থাৎ সন্তান প্রসবের পূর্বের ভাব বিদ্যমান। | মা | এবং | হানক্‌জুক্ | শব্দদ্বয়ের বাচ্যর্থ এই অনুমানের সহায়ক।

(৩) স্ত্রী-প্রত্যয় দ্বারা ঃ

একমাত্র | তি | প্রত্যয়ই তিপ্‌রা ভাষায় বিশুদ্ধ স্ত্রী-প্রত্যয়। | তি | কখনও কখনও খল্‌পে-চি | 'ত্রিশ', | খল্‌-নুই | 'চল্লিশ', | খল্‌-নুই-সা | 'একচল্লিশ', | খল্‌-খাম্‌ | 'ষাট; | খল্‌-ব্রু ই | 'আশি', | রাসা | 'একশত', | রাসা-সা | 'একশত এক', | রা-নুই | 'দুইশত' | রা-খাম্‌ | 'তিন শত', | সাই-সা | 'এক সহস্র', | সাই-নুই | 'দুই সহস্র', | রা-সাইসা | 'এক লক্ষ'।

তিপ্‌রা বিশুদ্ধ সংখ্যা শব্দের বিশেষত্ব দুটি। একটি হল, এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণে দশের সঙ্গে এক, দুই ক্রমে যোগ করে উনিশ অবধি গণনা করা এবং 'কুড়ি'র জন্য দশকে দ্বিগুণ না করে স্বতন্ত্র | খল্‌ | শব্দের ব্যবহার। অন্যটি হল, 'কুড়ি' বাচক | খল্‌ | শব্দকে দ্বি-ত্রি-চতুর্গুণ করে তার সঙ্গে এক থেকে উনিশ বাচক শব্দ যোগ করে উনশত পর্যন্ত গণনা করা।

এইরূপ 'কুড়ি' হিসাবে গণনার ধারাটি অস্ট্রিক।[৬] বাংলা ভাষায় কয়েকটি তদ্ভব সংখ্যা শব্দের পাশাপাশি ঋণকৃতসংখ্যা শব্দও চলে। যেমন— | বিশ ঃ কুড়ি |, | চার ঃ গণ্ডা |, | আশি ঃ পণ | ইত্যাদি। ভারতে চারের গুণিতকে মুদ্রামান, দ্রব্যমান কিছু আগেও চলিত ছিল। | কুড়ি, বুড়ি, গণ্ডা, পণ | শব্দগুলি অন্‌-আর্য, সম্ভবত কোল ভাষা থেকে গৃহীত বলে অনুমান করা হয়।[৭] ফরাসী ভাষাতেও 'আশি' গণনার সময় কুড়িকে চারগুণ করা হয়—কাত্‌র্‌ মা। অরসল্‌ ভাষায় | উপাইন্‌ | 'কুড়ি', | দে-উগাইন্‌ | 'চল্লিশ', | ত্রি-উগাইন্‌ | 'ষাট', | পেদ্বার-উগাইন্‌ | 'আশি' এগুলির মূলেও অস্ট্রিক প্রভাব থাকা সম্ভব।[৮]

ক্রমিক সংখ্যা শব্দের ব্যবহার তিপ্‌রা ভাষায় খুবই কম। যে কটি পাওয়া যায় সেগুলি হল ঃ প্রথম অর্থে | পত্‌থী, পুইলা, য়াফাঙ্‌ |, খণ্ড, ভাগ বা অধ্যায় বুঝাতে| বাগ্‌মা, পুইলা | 'প্রথম ভাগ', | বাগ্‌-নুই,ম্‌ কু-নুই | 'দ্বিতীয় ভাগ', | বাগ্‌-থাম, কু-খাম্‌ | 'তৃতীয় ভাগ' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় অর্থে | পুইলানি নাম্‌তা | শব্দেরও ব্যবহার আছে। প্রথম অর্থে | ছাকাঙ্‌, ছাকাঙ্‌নি | - ও চলে। এর মধ্যে | পত্‌থী, পুইলা | ঋণকৃত শব্দ এবং বিশুদ্ধ সংখ্যা শব্দের পূর্বে | বাগ্‌, কু | যোগে সৃষ্ট ক্রম-সংখ্যা বাচক শব্দগুলি পরবর্তী কালে প্রয়োজনের তাগিদে গঠিত।

গুণিতক সংখ্যা শব্দ বুঝাতে তিপ্‌রা ভাষায় বিশুদ্ধ সংখ্যা শব্দের পূর্বে | অআই | এবং | ছঙ্‌ | শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন, | অআই-থাম, ছঙ্‌-থাম্‌ | 'তিনগুণ'। দ্বিগুণ বুঝাতে ঋণকৃত শব্দ | দবল্‌ | ব্যবহৃত হয়। গুণিতক সংখ্যা শব্দ দিয়ে ক্রিয়া-বিশেষণের | বি | -তে রূপান্তরিত হয়। বিশেষণ-পদ নামপদ বা ব্যক্তিবোধক হলে স্ত্রী

লিঙ্গে | তি | প্রত্যয় হয়। এই | তি | প্রত্যয়ের ফলে তিপ্‌রা ভাষায় সুন্দর সুন্দর নাম পাওয়া যায়। বিশেষণপদ প্রাতিপদিক কিংবা ধাতুমূল—দুই হতে পারে। যেমন—

| কুম্‌ফের্‌তি | 'বুঁচি' < | কুম্‌ফের্‌ | 'বোঁচো, বিশেষণ

| কছম্‌তি | 'কালী' < | কছম্‌ | 'কালো', বিশেষণ

| কাচাঙ্‌তি | 'শান্তা | ধীরা' < | কাচাঙ্‌ | 'শান্ত | ধীর | কোমল | শীতল', বিশেষণ

| কুফুঙ্‌তি | 'মুটকী' < | কুফুঙ্‌ | 'মাংসল | স্থূল', বিশেষণ

| কুফুর্‌তি | 'শ্বেতা' < | কুফুর্‌ | 'শ্বেত', বিশেষণ

| কুচুঙ্‌তি | 'উজ্জ্বলা' < | কুচুঙ্‌ | 'উজ্জ্বল', বিশেষণ, < |√চুঙ্‌ | 'জ্বল' ধাতু

| নাইথক্‌তি | 'সুন্দরী' < | নাইথক্‌ | 'দেখতে ভাল' অর্থাৎ 'সুন্দর' | বিশেষণ, < |√নাই | 'দিখ্‌' ধাতু + | কথক্‌ | 'ভাল'

বিশেষণগুলিকে ব্যক্তিনামবোধক পুংলিঙ্গ করতে হলে পুরুষবাচক | ছা | বিশেষণের উত্তর পদ রূপে ব্যবহার করতে হবে। যেমন—

| কছম্‌ছা | 'কালো'

| কুম্‌ফের্‌ছা | 'বোঁচা | গেঁদা'

| কাচাঙ্‌ছা | 'শান্ত | শীতল'

| কুচুঙ্‌ছা | 'উজ্জ্বল'

কয়েকটি আগন্তুক শব্দের ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গে | ই | এবং | আলি | প্রত্যয় হয়। বলা বাহুল্য প্রত্যয়যুক্ত শব্দের মত প্রত্যয় দুটিও তিপ্‌রা ভাষায় আগন্তুক। যেমন—

| রান্দা | 'বিপত্নীক' - | রান্দি | 'বিধবা'

| দুদালি | 'দুধমা'

তিপ্‌রা ভাষায় জাতিবাচক | বরক্‌ | 'মানুষ', | ছিকাম্‌ | 'কিরাত | কুকি', | মুখ্‌রা | 'বানর', | চেরাই | 'শিশু', | ছা | 'সন্তান' | 'পুত্র' এবং যৌগিক শব্দ | খানিবরক্‌ | 'মনের মানুষ' প্রভৃতি শব্দ উভয় লিঙ্গবাচক। নিত্যস্ত্রী লিঙ্গবাচক শব্দের উদাহরণ— | কুমাজুক্‌ | 'ধাত্রী'।

অপ্রাণ কিংবা প্রাণীবাচক শব্দের উত্তর বৃহদর্থে | মা | এবং ক্ষুদ্রার্থে | ছা |-এর প্রয়োগ লক্ষণীয়। ক্ষুদ্রার্থে পুংলিঙ্গবাচক | ছা | উত্তর-পদ রূপে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে অনেক সময় তিপ্‌রা ভাষায় নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়েছে।

। তুই । শব্দের অর্থ 'জল'। এটি মূলে নদীবাচক শব্দ ছিল বলে অনুমান করি। স্থাননাম থেকে উদ্ভূত উপজাতি ও দেশনাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। । তুই + প্রা । 'জল' > 'নদী' + 'সঙ্গমস্থল' >। তিপ্রা । তিপ্রা। > সংস্কৃতায়িত দেশবাচক শব্দ ।ত্রিপুরা।। তিপ্রা ভাষায় বড়ো নদী । তুইমা । এবং উপনদী, শাখানদী, ছোটনদী । তুইছা ।। । ওয়া । 'বাঁশ', কিন্তু ।ওয়াছা । > । ওয়াসা । বাঁশের ক্ষুদ্রত্বের যোগটুকু রেখে 'করুল' (< কোরক) অভিপ্রেত অর্থ।[৫] । রি + ছা । >। রিসা । একখণ্ড বা ক্ষুদ্রবস্ত্র থেকে বিশেষ অর্থে বক্ষবন্ধনীকে নির্দেশ করে। । ওয়াছা । ওয়াসা । এবং । রিছা । রিসা । যোগরূঢ় শব্দ। এইরূপ ক্ষুদ্রার্থে । তক্ছা । 'মুরগীর বাচ্ছা', । নক্-ছা । 'ছোটঘর' বেশ কৌতুকাবহ।

সংখ্যাশব্দ (Numerals)

মানুষ সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই গুণতে শিখেছিল। আদিম মানুষ গণনা করেছিল এক দিয়ে, দুই দিয়ে, চার-পাঁচ-দশ-কুড়ি দিয়ে। মানুষের হাত, পা, আঙ্গুল প্রভৃতি হয়েছিল সেই গণনার মানদণ্ড। দেওয়ালে দাগ দিয়েও গণনা করা হত। দড়িতে গিঁঠ দিয়েও গণনার চল ছিল। আঙ্গুলের কড় ধরে গণনার ধারা অদ্যাবধি চালু আছে।

গণনার দুটি ধারা। একটি দশমিক—অর্থাৎ দশ পর্যন্তগুণে তারপর দশের সঙ্গে যোগ-বিয়োগ-গুণ করে। আর একটি চার ও কুড়ির সঙ্গে গুণ করে যোগ করে।

সংখ্যা শব্দ দুপ্রকার। সংখ্যা মাত্র বুঝালে বিশুদ্ধ সংখ্যা শব্দ (cardinal), আর সংখ্যাটির দ্বারা নির্দিষ্ট ক্রম বুঝালে ক্রমিক সংখ্যা (ordinal) শব্দ। তিপ্রা ভাষায় বিশুদ্ধ সংখ্যা শব্দগুলি হল ঃ

। সা ।, 'এক', । নুই । 'দুই', । থাম । 'তিন', । ব্রুই । 'চার', । বা । পাঁচ', । দক্ । 'ছয়', । ছিনি । 'সাত', । চার্ । 'আট' । চুকু । 'নয়' । চি । 'দশ', । চি-সা । 'এগার', । চি-চুকু । 'উনিশ', । খল্ । 'কুড়ি', । খল্পে-সা । 'একুশ', অর্থও প্রকাশিত হয়। যেমন— । অআইসা । 'একবার', । অআইথাম্, ছঙ্-খাম্ । 'তিনবার' ইত্যাদি।

তিপ্রা ভাষায় একটিমাত্র ভগ্নাংশিক সংখ্যা শব্দের সন্ধান পেয়েছি। সেটি হল । বুখাক্-সা । 'অর্ধ। এটি । বুখাক্ । 'কোন জিনিসের অংশ বিশেষ' এবং । মা । 'এক' মিলে গঠিত। বিশেষণ রূপে ব্যবহারের সময় । বু খাক্ ।-এর প্রথম অক্ষর । বু- । বর্জিত হয়। যেমন— । খাক্সা রদি । 'আধখানা দাও'। আর্ধেক অর্থে চলিত । কসা । শব্দের প্রথম অক্ষর । ক- । আসলে । বুখাক্ > খাক্ । শব্দের সংক্ষিপ্ততম রূপ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

নির্দেশক প্রত্যয় (definitive affixes) যোগ অথবা শব্দ ব্যবহার করে কোন বিশেষ সংখ্যাবাচক পদকে নির্দিষ্ট করার রীতি তিপ্‌রা ভাষায় চালু আছে। বস্তুতঃ সংখ্যা বাচক বিশেষণের পূর্বে বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশক নির্দেশক শব্দের ব্যবহার তিপ্‌রা ভাষায় একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব। ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশক ব্যবহৃত হয়।[৯]

(১) 'জন' অর্থে মনুষ্যবাচক শব্দের উত্তর ব্যবহৃত সংখ্যা বাচক বিশেষণের পূর্বে | খরক্ | ব্যবহৃত হয়। এই | খরক্ | শব্দ | বখ্‌রক্ | 'মাখা' শব্দ জাত। বালক-বালিকা বুঝাতে | মা | ও ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| বরক্ খরক্‌সা| 'একজন মানুষ'
| চেরাই খরগ্‌নুই | 'দুটি বালক'

(২) ইতর প্রাণী বুঝাতে সংখ্যা শব্দের পূর্বে | মা | ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| মুছুক্ মাথাম্ | 'তিনটি গরু'
| পুন্ মাসা | 'একটি ছাগল'

(৩) সজীব গাছ বুঝাতে | বুফাঙ্ | জাত | ফাঙ্ | সংখ্যা শব্দের পূর্বে বসে। যেমন—

| বুফাঙ্ ফাঙ্‌সা | 'একটি গাছ'
| চেখুআঙ্ ফাঙ্‌নুই | 'দুটি ছাতিম গাছ'

(৪) মরা গাছ, বাঁশ, শুকনো বাঁশ, নলাকৃতি বস্তু বুঝালে সংখ্যা শব্দের পূর্বে |কঙ্| ব্যবহৃত হয়। যেমন,

| ওয়া কঙ্ -নুই | 'দুটি বাঁশ'

(৫) তন্তুজাত বিভিন্ন বস্তু, গাছের পাতা, কাগজ ইত্যাদি পাতলা বস্তু বুঝাতে সংখ্যা শব্দের পূর্বে | কাঙ্ | ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| রিসা কাঙ্-সা | 'একটি বক্ষাবরণী'
| রি কাঙ্-নুই | 'দুটি কাপড়'

(৬) ঘরবাড়ি, নৌকা ইত্যাদি যানবাহন এবং বেত্র নির্মিত আধারবাচক বস্তু বুঝাতে সংখ্যা শব্দের পূর্বে | খুঙ্ | ব্যবহৃত হয়। যেমন,

| নক্ খুঙ্-সা | 'একটি ঘর'
| রুঙ্ খুঙ্-বা | 'পাঁচটি নৌকা'

(৭) পাত্র এবং ফল বুঝাতে সংখ্যা শব্দের পূর্বে | থাই | ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| থাইলিক্ থাইচি | 'দশটি কলা'
| মাইরাঙ্ থাইনুই | 'দুটি থালা'

(৮) আনাজ, মাংস, পিঠা, কাটাফল, খণ্ডিত বস্তু ইত্যাদি বুঝাতে সংখ্যা শব্দের পূর্বে | লেপ্ | লাগ্ | ব্যবহৃত হয়।

| মিলক্ লেপ্সা | 'এক ফালি লাউ'
| আওয়ান্ লেপ্সা | 'একটি পিঠা'
| বুকুর্ লাপ্সা | 'একটি ছাল'
| বাহান্ লাপ্সা | 'এক টুকরো মাংস'

(৯) দড়ি, তার, সুতো, চুল ইত্যাদি বুঝাতে সংখ্যা শব্দের পূর্বে | খুতুঙ্ | 'সুতো' শব্দ জাত | তুঙ্ | ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| দুখুই তুঙ্চি | 'দশ গাছি দড়ি'
| খানাই বুখুপ্ তুঙ্সা | 'এক গুচ্ছ চুল'

(১০) মালা, সারি, রাস্তা ইত্যাদি বুঝতে সংখ্যা শব্দের পূর্বে | তাঙ্ | ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| খুম্তাঙ্ তাঙ্সা | 'এক গাছি ফুলের মালা'
| লামা তাঙ্নুই | 'দুটি পথ'

(১১) ক্ষুদ্র গোলাকার বস্তু বুঝাতে | কল্ | সংখ্যা শব্দের পূর্বে বসে। যেমন—

| হলঙ্ কল্নুই | 'দুটি পাথর'

(১২) 'ডিম্ব' বাচক বস্তু বুঝাতে | তুই | সংখ্যা শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। এই | তুই | শব্দ | বুতুই | 'ডিম্ব' শব্দ জাত। যেমন—

| বুতুই তুইখাম্ | 'তিনটে ডিম'

(১৩) প্রহার করা বুঝাতে | ফুঙ্ | সংখ্যা শব্দের পূর্বে নির্দেশক রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

| থাপ্রা ফুঙ্খাম্ | 'তিন চড়'
| য়ামুছুঙ্ ফুঙ্সা | 'এক কিল'

তিপ্রা নির্দেশক সংখ্যাবাচক বিশেষণগুলি অর্থের দিক থেকে বাংলা 'গাছা-গাছি, খানা-খানি, টি-টা, টুকু, ফালি, টুক্রো' ইত্যাদির সদৃশ। তিপ্রা ভাষার নিজস্ব সংখ্যা বাচক শব্দ থাকলেও, বাংলা ভাষার সংখ্যাবাচক শব্দের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে ক্রমেই তা বিস্মৃতির গর্ভে চলে যাচ্ছে।

● পাদটীকা ঃ

১। সুকুমার সেন ঃ ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃঃ ২৩৬।

২। A. G. Grierson : Linguistic Survey of India, 1967, Vol. I, Part II, pp. 28-29, 32-33.

৩। ঐ, পৃঃ ২৮—২৯, ৩২—৩৩।

৪। তিপ্‌রা ভাষায় | জুক্ | - যুক্ত স্ত্রী লিঙ্গ শব্দের | জুক্ | বাদ দিলে অবশিষ্ট অংশ সব সময় পুংলিঙ্গকে নির্দেশ করে। কিন্তু একটি মাত্র শব্দের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। শব্দটি | হানক্‌জুক্ | 'ভগিনী'। | হানক্‌জুক্ | -এর | জুক্ | বাদ দিলে যে পূর্বাংশ অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে পুংলিঙ্গবাচক শব্দ পাওয়া যায় না। | জুক্ | বিযুক্ত | হানক্ | শব্দ 'ভাই'কে নির্দেশ করে না। তিপ্‌রা ভাষায় 'ভাই' হল | তা / ফাইউঙ্ | ।

৫। | মুআ | 'করুলের' সমার্থক শব্দ রূপে তিপ্‌রা ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

৬। "The habit of counting by twenties in some parts of North India appears to be the relic of an Austro-Asiatic habit."

- Suniti Kumar Chatterji : Indo-Aryan and Hindi, 1969, pp. 38.

৭। "দেশি যেমন কোলভাষা হইতে আগত 'কুড়ি' (= ২০), 'বুড়ি, 'গণ্ডা' অন্‌-আর্য ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া অনমান করা হয়।"

- সুকুমার সেন ঃ ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃঃ ২৭৭।

৮। "কুড়ি হিসাবে গোণাটাও অস্ট্রিক ধারা। তারা শোরেৱলা বলেন, 'Another very important influence of Munda is found in the vigesimal system of numeration. Among the Romace Languages French shows traces of the vigesimal system in words like Quatre Vingts (কাত্‌র্ ভ্যাঁ) etc. which was due to Celtic influence. In welsh ugain is 20, deugain 40, tri ugain 60, pedwar ugain is 80'।"

- পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ঃ বাংলাভাষা, ১৯৭৬, পৃঃ ৮৭ থেকে উদ্ধৃত।

৯। Syamsundar Bhattacharya : Classifiers in Tripuri, Indian Journal of Linguistics, Vol. III, No. I, 1976, pp. 20—26.

অধ্যায় ৩

পদবিধি (Syntax)

ভাষা একটি পর্যায় (System) এবং 'ধ্বন্যারূঢ় প্রতীকদ্যোতকতাই ভাষার স্বরূপ লক্ষণ।' এই সুশৃঙ্খল পর্যায় বা নিয়ম ভাষার প্রতিটি স্তরেই বর্তমান—তার ধ্বনির উচ্চারণে, ধ্বনি বিন্যাসে, পদনির্মাণে, পদসজ্জায় এবং পদক্রমে-সর্বত্রই এই পর্যায় বা নিয়মের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং ভাষা হল পর্যায়ের পর্যায় বা নিয়মের নিয়ম (System of System)। শব্দ ভাণ্ডার ভাষার আসল সম্পদ। শব্দের বিশ্লেষণে, বিশেষতঃ 'ঘরের কথা'র শব্দের বিশ্লেষণে, একটি ভাষার এবং সেই ভাষা সম্প্রদায়ের রূপ ও স্বরূপ অনেকখানি পরিমাণে জানা যায়। এই বিষয়ে পদ-গঠন-রীতিও আমাদের সাহায্য করে। কিন্তু কোন ভাষা সম্পর্কে এটাই সব নয়। শব্দ যে কোন ভাষায় তার শক্তি ও সুযোগ অনুসারে নির্বিচারে প্রবেশ করতে পারে এবং করেও। কালে অনুপ্রবিষ্ট আগন্তুক শব্দাবলীকে গ্রহণকারী ভাষা সু-শক্তির বলে আপন করে নেয়। কারণ শব্দ বাক্-প্রতিমার বাইরের উপাদান মাত্র, ভাষার প্রাণ হল তার গঠন-বিন্যাস (Structure) এবং পদক্রম (Syntactic order)। যেমন— 'লাষ্ট্ নাইটে ডিনার্ শেষ করেছি অল্ অন্ এ সাডেন্ লোড্-শেডিং-এর ফলে এন্টায়ার্ এরিয়া ব্ল্যাক্-আউটের্ অন্ধকারে ডুবে গেল। জাস্ট্ দেন্ একটা কার্ কম্পাউন্ডে ইন্ করল'। উপরের বাক্যদ্বয়ের চব্বিশটির মধ্যে সতেরটি শব্দই ইংরাজী। কিন্তু বাক্য দুটি ইংরাজী নয়। কারণ, উক্ত বাক্যদ্বয়ের পদক্রম বাংলার, ইংরাজীর নয়। সুতরাং ভাষা বিচারে পদবিধি (Syntax) এবং পদক্রমের (Syntactic order) আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পদবিধির আলোচনায় শব্দার্থকে যথাসম্ভব বর্জন করার চেষ্টা করেছি। ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম হলেও এবং ভাষায় শব্দার্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও, ভাষা শুধু উদ্দীপক কারণ (Stimulus) ও উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া (response) মাত্র নয়। এই দুটিকে জীববিজ্ঞান বা শারীরবিজ্ঞানের নিয়মে ব্যাখ্যা করে কোন বাক্যের সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া অসম্ভব। এমনকি শব্দের আভিধানিক অর্থ দিয়েও বাক্যের ব্যাখ্যা সব সময় পাওয়া যায় না। 'ক্ষুধা' শব্দের একটি অর্থ আছে। শারীর বিজ্ঞানের সাহায্যে-শব্দটিকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করাও যায়। কিন্তু 'ক্ষুধা' শব্দের উপলব্ধি এবং অনুভূতিতে যে কোন ভাষা সম্প্রদায়ের (Speech-community) যে কোন ব্যক্তির

জীববিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান বা অভিধানের প্রয়োজন হয় না। এমন কি 'আমার ক্ষুধা পেয়েছে' এবং ভরপেট খাওয়ার পর শিশুর রাতের উক্তি 'আমার ক্ষুধা পেয়েছে'—এই দুই বাক্যের 'ক্ষুধা' শব্দের ভিন্নার্থ- প্রথমটির আভিধানিক এবং দ্বিতীয়টির 'ঘুমাতে না চাওয়ার অছিলা'—প্রতীতিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। এই অর্থ ব্যাকরণের নিয়মে পাওয়া নয়—অর্থ-গ্রাহকের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি-উপলব্ধি, বক্তার চরিত্র-সমীক্ষণ ক্ষমতা, পরিবেশগত প্রভাব ইত্যাদি থেকে পাওয়া। এখানেই আসে ভাষার ব্যাকরণ এবং পদক্রমের কথা।

প্রতিটি স্বভাষী ব্যক্তির মস্তিষ্কেই মাতৃভাষার একটি ব্যাকরণ আছে—শৈশবেই-ভাষার উদ্‌ঘাটিত তথ্য সমুদ্র (Sea of exposed language data) থেকে তার মস্তিষ্কের ভাষাঞ্চলের (language hemisphere) 'Black Box' যেটি গঠন করে নেয়। এটি তথ্য থেকে নিয়মের (rules) দিকে যাত্রার ফল। মানুষ যখন মাতৃভাষায় কথা বলে তখন তার মুখের কথার আদলটির মধ্যেও একটি পর্যায় (System) থাকে এবং তার গঠন-প্রকৃতি তার মস্তিষ্কধৃত নিয়ম থেকে পাওয়া—যদিও তার সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ সমতা (unique uniformity) নেই। এটিও একটি ব্যাকরণ (abstract principle)। সেই জন্যই প্রতিটি মানুষের চিন্তার প্রণালী, বাক্-প্রতিমা নির্মাণ, বাক-বিধি, বাক্‌ভঙ্গী আলাদা। এমন কি একই মানুষের বাকভঙ্গী' ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যে ব্যাকরণ আমরা লিখিতরূপে পাই তা হল, কোন ভাষা-সম্প্রদায়ের বাক্-ভঙ্গী' এবং ভাষার গঠন-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে রচিত সর্বজনবোধ্য ও গ্রাহ্য সেই ভাষার একটি পর্যায়গত রূপ (Systematic form) মাত্র।

ব্যাকরণের কাজ ভাষাকে যথাযথ বর্ণনা করা। অনেক সময় দ্ব্যর্থক (ambiguous) বাক্যের অর্থ প্রতীতি বোধে গঠন-বিন্যাস-মূলক ভাষাতাত্ত্বিকদের (Structural linguist) প্রথাগত ব্যাকরণ ব্যর্থ হয়ে পড়ে। যেমন নিম্নোক্ত দ্ব্যর্থক বাক্যটি উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে ঃ

| তোমার বইগুলি মূল্যবান |

এই বাক্যটি একজন বাংলা ভাষী ব্যক্তির কাছে দুটি অর্থে গ্রাহ্য হতে পারে। (ক) তোমার সুসংগৃহীত বইগুলি মূল্যবান। (খ) তোমার লিখিত বইগুলি মূল্যবান। গঠন-বিন্যাস-মূলক প্রথাগত ব্যাকরণ (Structural Grammar) উক্ত বাক্যের এই দুই প্রকার অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারে না। কারণ প্রথাগত ব্যাকরণ উপরিতল (surface) বাক্যকে বাহ্যিক ভাবে পাশাপাশি (linear) বিশ্লেষণ করে বলে 'তোমার' এবং 'বইগুলি'র মধ্যস্থিত 'সুসংগৃহীত' এবং 'লিখিত' শব্দ দুটি যে উহ্য আছে তা

ধরতে পারে না। অথচ 'সুসংগৃহীত' এবং 'লিখিত' এই শব্দ দুটির অভাবই বাক্যটির দ্ব্যর্থকতার মূল কারণ। সুতরাং যে ব্যাকরণ এই লুপ্ত শব্দদ্বয়ের অস্তিত্ব কোন না কোন পর্যায়ে ব্যাখ্যা করতে পারে সেই ব্যাকরণই এই প্রকার দ্ব্যর্থক বাক্য বিশ্লেষণের পক্ষে উপযুক্ত ও যথাযথ ব্যাকরণ। শব্দ-সমষ্টি গঠনমূলক ব্যাকরণই (Phrase Structure Grammar) ক্রমোচ্চ-পর্যায়গত ভাবে (hierachical) উক্ত প্রকার বাক্য বিশ্লেষণ করতে পারে বলে এই নতুন প্রকার ব্যাকরণের এবং ভাষা-বিশ্লেষণের নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দেয়। এর থেকেই উদ্ভুত হয় শব্দ-সমষ্টি গঠনমূলক ব্যাকরণ (PSG) এবং রূপান্তরধর্মী ব্যুৎপত্তি-ক্রমিক বর্ণনা-মূলক (Transformational Generative Grammar) ব্যাকরণের। Generative একটি পারিভাষিক শব্দ। অর্থ, পরপর নাম করে বা পুঙ্খনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে স্পষ্ট ভাবে, বিশদভাবে ব্যক্ত করা (to explain or to enumerate explicitly)। এই প্রকার ব্যাকরণ বাক্যের গভীরতল (deep) এবং উপরিতল (surface) এই দুই প্রকার গঠন-বিন্যাসের (Structure) বিশ্লেষণেরর দ্বারা ভাষার বাগর্থ রহস্য সম্পূর্ণ ও সহজভাবে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শব্দ ভাষার বাইরের উপাদান মাত্র। একটি ভাষার আসল স্বরূপ লুকিয়ে থাকে তার পদক্রমে এবং পদ গঠন প্রণালীর মধ্যে। প্রতিটি ভাষারই একটি মৌলিক বাক্য-গঠন-বিন্যাস (basic sentence structure) আছে এবং কোন ভাষাই তার পদ-সজ্জার শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিপর্যয় সহ্য ও স্বীকার করে না। একটি ভাষার রূপ ও স্বরূপ উপলব্ধি করার পক্ষে মৌলিক বাক্য গঠনবিন্যাসের বিশ্লেষণ আমাদের অনেকখানি সহায়তা করে। আমরা বর্তমান অধ্যায়ে শব্দ-সমষ্টি গঠন-মূলক ব্যাকরণের (PSG) সাহায্যে বৃক্ষধর্মী নক্শায় (tree diagram) তিপ্রা ভাষার পদক্রম আলোচনা করে তার গঠন-প্রকৃতি বুঝাবার চেষ্টা করব।[৮] নক্শায় ব্যবহৃত সংকেত চিহ্নের মুল শব্দগুলি অনুবাদ সহ নিম্নে উপস্থাপিত করছি। কারণ আলোচনার সুবিধার জন্য নক্শায় এখন থেকে সংকেত চিহ্নই ব্যবহার করব।

তিপ্রা ভাষার সরলীকৃত শব্দ-সমষ্টি গঠন-মূলক ব্যাকরণের নিয়মাবলী :
(Simplified Phrase Structure Grammar Rules for Tipra)

1. S → NP	VP
2. NP → Det	N ({NP Q})
3. VP → NP	V ({NP Q MV})
4. V → MV	(Q) (NE G)

অনুবাদসহ প্রতীকের ব্যাখ্যা ঃ

S = Sentence	:	বাক্য
NP = Noun Phrase	:	নামবাচক শব্দসমষ্টি
VP = Verb Phrase	:	ক্রিয়াবাচক শব্দসমষ্টি
Det = Determiner	:	নির্দেশক | পরিচায়ক
N = Noun	:	বিশেষ্যপদ
V = Verb	:	ক্রিয়াপদ
MV = Main Verb	:	মূল ক্রিয়াপদ
Q = Question Marker	:	প্রশ্নবাচক প্রত্যয়
NEG = Negative Marker	:	নঞর্থক প্রত্যয়

তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষায় বাক্যের উপরিতল গঠনমূলক প্রতিরূপ (Surface structure representation) হল-কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম (SVO)। 'চীনীয় ও সম্পৃক্ত ভাষাগুলিতে শব্দরূপ ও ধাতুরূপ বলিয়া কিছু নাই। শব্দ ও পদের মধ্যেও কোন পার্থক্য নাই। বাক্যের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে বসিলেই কর্তা কর্ম ইত্যাদি কারক বোঝা যায় এবং বাক্যের অর্থ হইতে অথবা উপসর্গ বা অনুসর্গের মতো বিশেষ বিশেষ কোন শব্দের সহযোগে ক্রিয়ার পুরুষ বচন কাল ভাব বাচ্য ইত্যাদি উপলব্ধ হয়।[২] মোন্-খ্মের এবং খাসী গোষ্ঠীর ভাষার পদক্রমও-কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম। কিন্তু কোন-মুণ্ডা ভাষার পদক্রম-কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV) যদিও খাসী, মোন্-খ্মের, মুণ্ডা একই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা।[৩] চীনীয় ও সম্পৃক্ত ভাষা-গোষ্ঠীর পদবিধিতে শব্দের স্থান নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় এবং পদের স্থানান্তরে অর্থের পরিবর্তন ঘটে। বৃক্ষধর্মী নক্শায় (tree diagram) তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর দুটি সরল অস্ত্যর্থক বাক্যের পদক্রম[৪] নিম্নরূপ ঃ

(১)

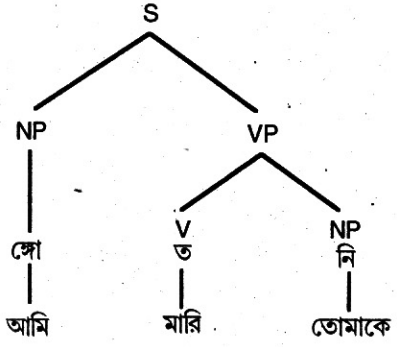

(২)

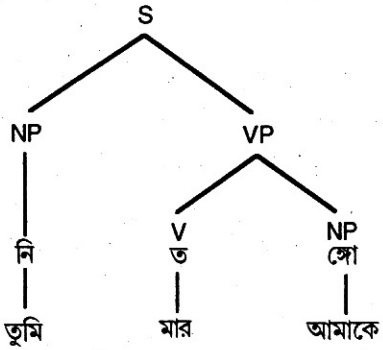

উপরের উদাহরণে দেখি ১ম নক্শার NP-র /ঙো/ ২য় নক্শার VP থেকে বেরিয়ে আসা পর্ব (node) NP-তে বসলে এবং ১ম নক্সার VP থেকে বেরিয়ে আসা পর্ব (node) NP-র /নি/ ২য় নকশার S থেকে বেরিয়ে আসা বাঁ দিকের NP-তে বসলে কর্তা-কর্মের উলট-পালটে দুই বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে দুপ্রকার হয়ে যায়। সুতরাং তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষায় বাক্যের পদক্রম নির্দিষ্ট এবং এই ক্রম SVO। আর একটি উদাহরণের সাহায্যে চিত্রটি পরিষ্কার করা যেতে পারে।[৫] যেমন—

/ zhèi bú Shì Shū må?/
ইহা না হয় বই কি
(অর্থাৎ, ইহা বই নয় কি?)

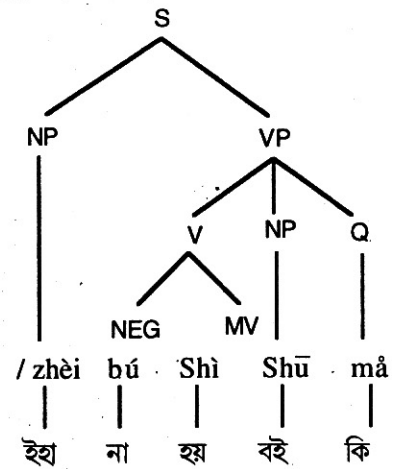

উপরের নক্শায় ব্যবহৃত প্রতীকের মধ্যে VP-থেকে বেরিয়ে আসা ডান দিকের পর্বস্থিত Q বাক্যটি যে প্রশ্নবোধক তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। একই V-থেকে বেরিয়ে আসা বাঁ

দিকের NEG এবং ডানদিকের MV পর্বদুটি যথাক্রমে নঞর্থক এবং প্রধান ক্রিয়াটিকে নির্দেশ করছে। এখানেও SVO পর্যায়টি বজায় আছে।

তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা বলে পরিচিত তিপ্‌রা ভাষাকে যদি তা হতে হয় তবে তিপ্‌রা ভাষার পদক্রমও SVO হওয়া উচিত। একটি সরল অস্ত্যর্থক বাক্যকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্ তিপ্‌রা ভাষার পদক্রমের গঠন-বিন্যাস (Syntactic Structure) কিরূপ। যেমন—

/ অম বরক্ নন হামজাগ / 'এই লোকটি তোমাকে ভালবাসে'।

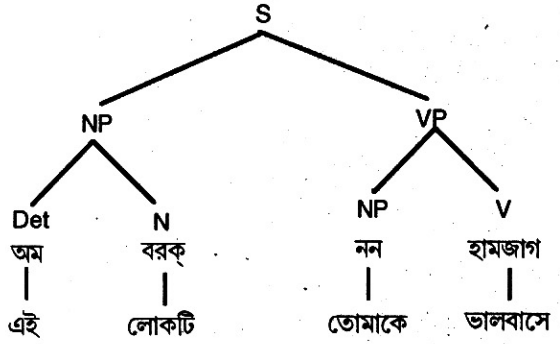

উপরের নক্‌শার VP থেকে বেরিয়ে আসা পর্ব দুটির NP বাঁ দিকে এবং V ডানদিকে বসায় বাক্যটির পদক্রম SOV, SVO নয়। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর কোল-মুণ্ডা ভাষার গঠন-রীতিও একই প্রকার, অর্থাৎ SOV। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখার কোল-মুণ্ডা উপশাখার পূর্বী উপভাষার ও বর্ধমান জেলার কোঁড়াদের আঞ্চলিক বিভাষার একটি সরল অস্ত্যর্থক বাক্যের গঠন-রীতি বিশ্লেষণ করা হল। যেমন—

/ ইঞ্ লল মান্ডি জম্ আ / 'আমি গরম ভাত খাই'

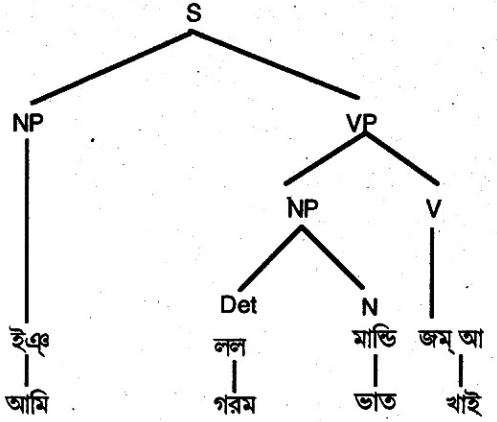

আগের পৃষ্ঠায় নকশায় VP থেকে বেরিয়ে আসা পর্বদুটির NP বাঁ দিকে এবং V ডানদিকে বসায় বাক্যটিরও পদক্রম কর্তা-ক্রম-ক্রিয়া (SOV)। বাক্যটির অন্তস্থিত / আ / সম্পূর্ণতা বাচক প্রত্যয়। নীচে তিব্বত-চীনীয়, অস্ট্রিক গোষ্ঠীর কোল-মুণ্ডা শাখার এবং তিপ্‌রা ভাষার পদক্রমের নকশা যথাক্রমে সাজিয়ে দেওয়া হল।

(১) তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠী ঃ

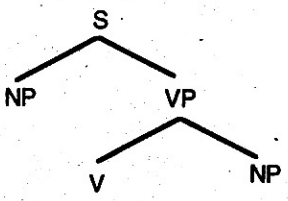

(২) অস্ট্রিক গোষ্ঠীর কোল-মুণ্ডা ঃ

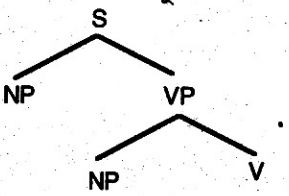

(৩) তিপ্‌রা ঃ

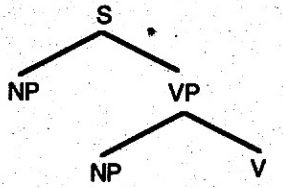

তিপ্‌রা ভাষার এই মূল SOV গঠন-বিন্যাস (Subject-object-verb structure) অল্প-বিস্তর পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ এই মূল গঠন-বিন্যাসের উপর বিভিন্ন নিয়মাবলী (rules) আরোপিত হলে তার উপাদান (elements) স্থান পরিবর্তন করতে পারে এবং সেই স্থান পরিবর্তন বাগর্থের কোন হানি করে না। সুতরাং পরিবর্তনশীল পদক্রম শব্দার্থ বা বাক্যার্থের কোন পরিবর্তন ঘটায় না। বাংলা বা অন্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার এবং মুণ্ডা ভাষার ক্ষেত্রে পদক্রমের এই প্রধান ধর্ম (Syntactic property) লক্ষণীয়। পদসজ্জার এই নমনীয়তার (flexibility) দিক থেকে বিচার করলে তিপ্‌রা ভাষা বাংলা এবং কোল-মুণ্ডা ভাষার অত্যন্ত কাছাকাছি। পদক্রম যে কোন ভাষার একেবারে মৌলিক ও প্রধান ধর্ম এবং সেই ধর্মের লঙ্ঘন সাধারণতঃ কোন ভাষা অনুমোদন করে না। তিপ্‌রা ভাষার বিভিন্ন প্রকার বাক্যের

গঠন-বিন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই ভাষার বাক্যের মূল গঠন-রীতি নব্য ভারতীয় আর্যের বাংলা এবং অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখার কোল-মুন্ডা উপশাখার ভাষার মত। নীচে তিপ্‌রা ভাষার বিভিন্ন প্রকার বাক্য বৃক্ষধর্মী নক্‌শার (tree diagram) সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হল।

(১) অস্ত্যর্থক বাক্য (Affirmative Sentence) :

/ আঙ্ মাই চাঅ / 'আমি ভাত খাই'

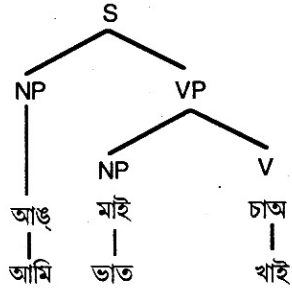

(২) নঞর্থক বাক্যে (Negative Sentence) :

| আঙ্ মাই চা-য়া | 'আমি ভাত খাই না'

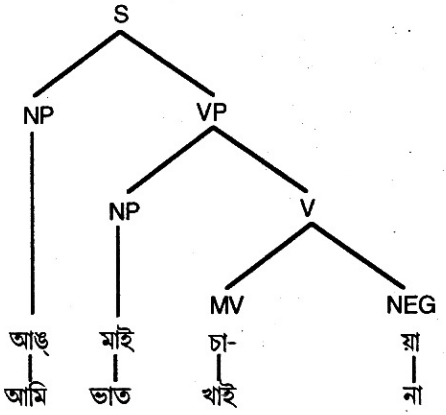

উপরের ২ সংখ্যক নক্‌শায় ব্যবহৃত NEG বুঝিয়ে দিচ্ছে বাক্যটি নঞর্থক এবং বাক্যে ব্যবহারের সময় বসেছে V থেকে বেরিয়ে আসা ডান দিকের পর্বে (node)। তবে তিপ্‌রা ভাষায় নঞর্থক প্রত্যয় নিষেধ বাচক অনুজ্ঞায় বাক্যে ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন— | নুঙ্ মাই তা চাদি | 'তুমি ভাত খেও না'। এই বাক্যে ব্যবহৃত | তা |

নিষেধ বাচক প্রত্যয় এবং মূল ক্রিয়া | চাদি | পূর্বে বসেছে। বাংলায়ও শর্ত বা সাপেক্ষ ক্রিয়া বুঝাতে বা অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যেমন— | তুমি না এলে আমি যাব না |।

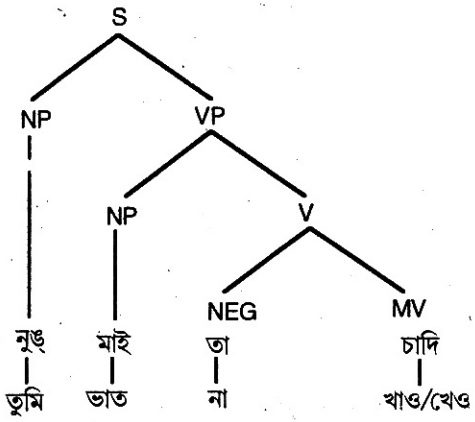

(৩) [ক] **প্রশ্নবোধক বাক্য ঃ** হ্যাঁ / না জাতীয় (Interrogative Sentence : yes/no type) :

| নুঙ্ মাই চাআনু দে | 'তুমি ভাত খাবে কি?'

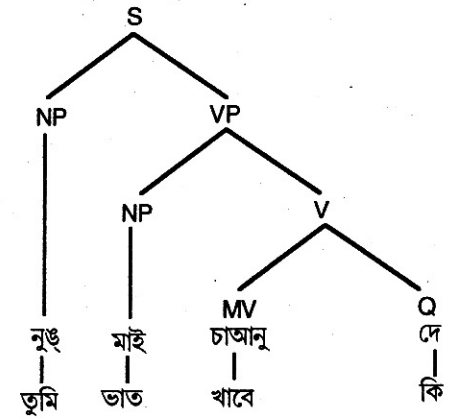

[খ] **প্রশ্নবোধক বাক্য ঃ** কে | কি জাতীয় (Interrogative Sentence :- who/which type) :

| বুফুরু নুঙ্ মাই চাআনু | 'কখন তুমি ভাত খাবে?'

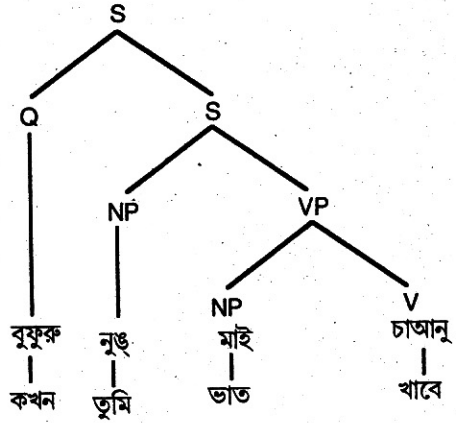

তিপ্‌রা ভাষার পদক্রমে পদসজ্জার নমনীয়তা থাকায় উপরে উদাহৃত বাক্যের প্রশ্ন-বোধক ক্রিয়া বিশেষণ (question marker adverb) | বুফুরু | বাক্যের মাঝখানেও খুব স্বাভাবিকভাবে বসতে পারে। কিন্তু তাতে পদক্রমের মূল SOV গঠন-বিন্যাসের কোন পরিবর্তন হয় না বা বাগর্থের কোন হানি ঘটায় না।

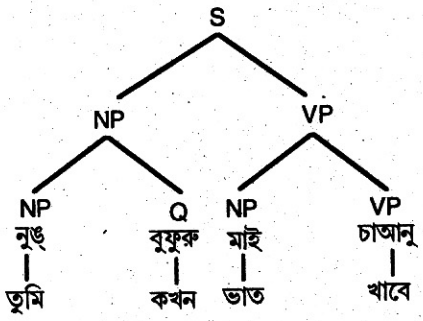

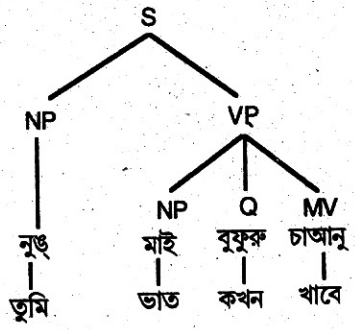

(৪) পরিপূরক খণ্ডবাক্য গঠন-বিন্যাস (Complement Clause Structure) :

(ক) | আঙ্ ছাইমান (ব) চেরাই কাহাম্ | 'আমি জানি (সে) ভাল ছেলে'

(খ) | ব জে চেরাই কাহাম্ আঙ্ ছাইমান 'সে যে ভাল ছেলে আমি জানি'

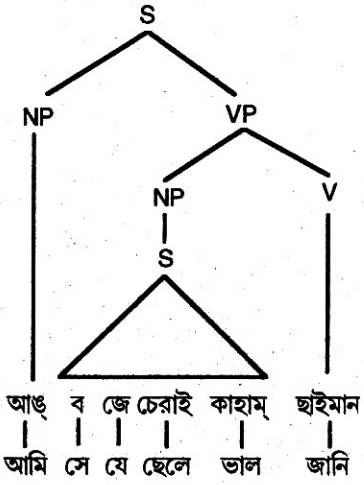

বাংলা, ইংরাজী কিংবা অন্যান্য ভারতীয় আর্য ভাষার পরিপূরক খণ্ডবাক্যের গঠন-বিন্যাসও উক্তরূপ। বাংলার মত তিপ্রা ভাষাতেও পরিপূরক খণ্ডবাক্য অতিস্থাপিত (extraposed) হতে পারে। এবং পদসজ্জার নমনীয়তার জন্য এই অতিস্থাপনের নিয়মও (extraposition rule) যথেষ্ট পরিমাণে নমনীয়। এই অতিস্থাপনের নিয়ম পরিপূরক খণ্ডবাক্যকে কর্তৃবাচক NP-র বাঁ দিকে বা দরকার হলে VP-থেকে বেরিয়ে আসা পর্ব V-র ডান দিকেও অতিস্থাপিত করতে পারে। যদি বাঁ দিকে অতিস্থাপিত হয় তখন আমরা পাই ৪ (খ) বাক্যটি ঃ | ব জে চেরাই কাহাম্ আঙ্ ছাইমান |। যদি ডানদিকে অতিস্থাপিত হয় তখন আমরা পাই ঃ

(ক) বাক্যটি ঃ | আঙ্ ছাই মান (ব) চেরাই কাহাম্ |। ডান দিকে অতিস্থাপনের ক্ষেত্রে পরিপূরকীয় | জে | সব- সময় এবং পরিপূরকীয় খণ্ডবাক্যের কর্তা | ব | কখনও কখনও ৪ (ক) জাতীয় বাক্যের ক্ষেত্রে বর্জিত (deleted) হয়।

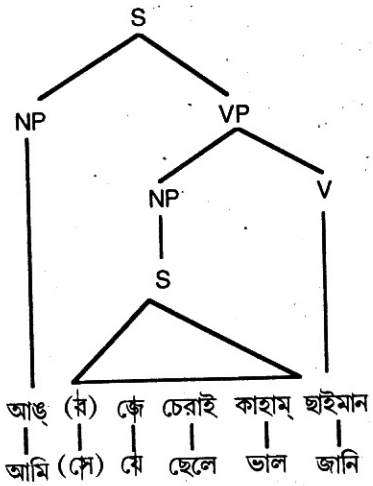

(৫) সম্বন্ধযুক্ত খণ্ডবাক্য গঠন-বিন্যাস (Relative clause Structure) :

| মিয়া জে ফাইনাই ব আন হাম্জাগ | 'কাল যে এসেছিল সে আমাকে ভালবাসে'।

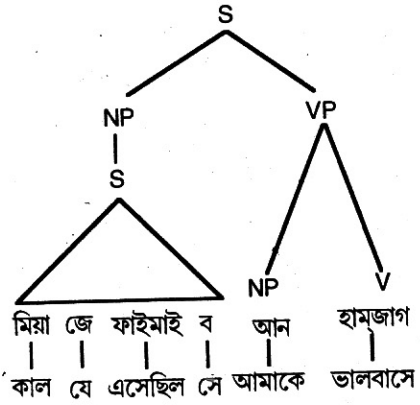

বাংলায়ও সম্বন্ধযুক্ত খণ্ডবাক্যের গঠন-বিন্যাসে কর্তৃবাচক NP এবং সম্বন্ধযুক্ত সর্বনাম উভয়েই বর্তমান থাকে। যেমন—|কাল যে এসেছিস সে আমাকে ভালবাসে |। তিপ্রা ভাষায় | জে | -র পরিবর্তনে যখন | ব | সম্বন্ধ যুক্ত সর্বনাম রূপে ব্যবহৃত হয় তখন কর্তৃবাচক | ব | বাক্যে ব্যবহৃত হয় না। যেমন—

। মিয়া ব ফাইনাই ব আন হাম্‌জাগ। 'কাল যে এসেছিল সে আমাকে ভালবাসে'।

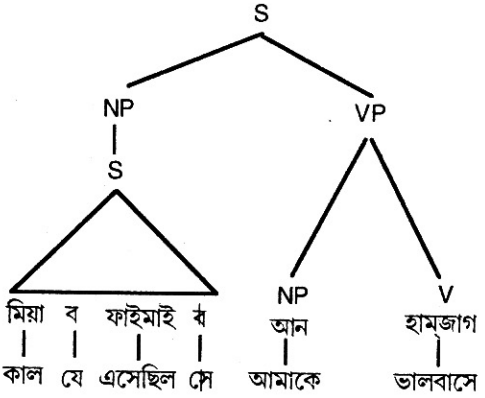

'ধ্বনিতত্ত্ব' অধ্যায়ে ধ্বনির অবস্থান (distribution) বিচারে এবং 'রূপতত্ত্ব' অধ্যায়ে পদ-গঠন পদ্ধতিতে দেখেছি যে, তিপ্‌রা ভাষার প্রকৃতি তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ও সম্পৃক্ত ভাষাগুলির সঙ্গে মেলে না। পদবিধির (Syntax) আলোচনায়ও দেখি এই ভাষার পদক্রম তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর পদক্রম থেকে যতটা দূরবর্তী, অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখার কোল-মুণ্ডা এবং বাংলার পদক্রমের ঠিক ততটা নিকটবর্তী। তিপ্‌রা ভাষার পদক্রমের আলোচনার শেষে এ কথা বলা যায় যে, তিপ্‌রা ভাষা তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা কি না, তা একটি পুনর্বিচার্য বিষয় হতে পারে। তিপ্‌রা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে যতই তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষার শব্দ থাক না কেন, কিছু কিছু শব্দ যতই সুরাশ্রিত হোক না কেন, তবু এই ভাষার সঙ্গে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখার কোল-মুণ্ডা উপশাখার ভাষার এবং বাংলা ভাষার যোগ নিবিড়। বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তিপ্‌রা ভাষায় তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর শব্দ প্রাচুর্যের হেতুও কিছু কিছু শব্দে সুরের প্রভাবের কারণ কি, 'রূপতত্ত্ব' ও 'পদবিধি'র বিচারে তিপ্‌রা ভাষার সঙ্গে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখার কোল-মুণ্ডা এবং বাংলা ভাষার সাদৃশ্যের কেনই বা এই নিবিড়তা তা, 'শব্দার্থতত্ত্ব' (Semantics) নামক পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

● পাদটীকা ঃ

১। Suzette Haden Elgin : What is Linguistics ? 2nd Edition, USA, 1979, pp. 44.

২। সুকুমার সেন ঃ ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃঃ ৭৩।

৩। Hamlet Bareh : The History and culture of the Khasi people, 1967, pp. 22

৪। সুকুমার সেন ঃ ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃঃ ৭৪।

৫। Modern Chinese Reader : 'Epoch' Publishing House, Peking, Part I, 1958, pp. 113.

৪ অধ্যায়

শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)

তিপ্‌রা ভাষার প্রচলিত নাম 'কক্‌-বরক্‌'। আমরা এই গবেষণা পত্রের আলোচনায় 'কক্‌-বরক্‌' শব্দকে পরিহার করে সর্বত্র 'তিপ্‌রা' শব্দ ব্যবহার করেছি। তিপ্‌রা ভাষায় 'কক্‌' শব্দের অর্থ 'কথা' বা 'ভাষা' এবং 'বরক্‌' শব্দের অর্থ 'মানুষ'। সুতরাং 'কক্‌-বরক্‌' শব্দের অর্থ 'মানুষের ভাষা'। এখানে লক্ষণীয় বিষয়. এই যে, নর-নারীবাচক 'বরক্‌-বুরুই' তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর শব্দ নয়—অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর শব্দ। খাসী ভাষায় নর-বাচক শব্দ | (উ)-ব্রীব, (উ)-জুপ্রেব |, পালাঙ্‌ওয়া-তে | বী |। খাসী ভাষায় নারীবাচক শব্দ | (ক)- ব্রীব, (ক)- জুপ্রেব |, মোন্‌-খ্‌মের-এ | ব্রউ |। তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষায় নরবাচক শব্দ উপসর্গ-অনুসর্গ যুক্ত অথবা মুক্ত | - মি-, মি | এবং বর্মী ভাষায় | লু, লু |। মুণ্ডা ভাষায় 'কোল' শব্দের অর্থ মানুষ বলে এই ভাষাকে 'কোল-ভাষা' বলা হয়। অনুমান করি, 'কোল ভাষার' সাদৃশ্যে 'কক্‌-বরক্‌' শব্দটির চল হয়েছে। আমরা এই চলিত শব্দ পরিহার করে তিপ্‌রাদের ভাষা বলে 'তিপ্‌রা ভাষা' শব্দটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। তিপ্‌রাদের ভাষা 'তিপ্‌রা ভাষা' এবং তাদের দেশ বলে 'তিপ্‌রা'। সেখান থেকে শব্দটির সংস্কৃতায়িত রূপ 'ত্রিপুরা'।

তিপ্‌রা ভাষার আলোচনায় কয়েকটি শব্দের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। শব্দ শুধু যোগাযোগের মাধ্যমই নয়, অনেক সময় এক একটি শব্দের মধ্যে, বিশেষতঃ স্থান নামে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে, একটি জাতির অতীত ইতিহাসের অনেক অন্ধকার দিক আত্মগোপন করে থাকে। সুতরাং শব্দের বিশ্লেষণে এবং তুলনামূলক আলোচনায় ইতিহাসের সেই অনুদ্‌ঘাটিত দিক উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। তিপ্‌রা ভাষায় মাতৃ-পিতৃ বাচক শব্দের চারটি করে রূপভেদ পাই। | মা-আমা-নুমা-বুমা | ফা-আফা-নুফা-বুফা |। | মা-ফা | সাধারণ মাতৃ-পিতৃ বাচক শব্দ। কিন্তু পরিশিষ্ট শব্দগুলির প্রথমাংশের | আ-, নু-, বু- | আসলে ষষ্ঠ্যন্ত পদ | আনি-নিনি-বিনি | -র সংক্ষিপ্ত রূপ। শব্দগুলি নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা সীমায়িত এবং উক্ত ভাষা সম্প্রদায়ের সামাজিক বিশিষ্ট রীতি-নীতির পরিচয় জ্ঞাপক। একটি জাতির মাতৃতান্ত্রিক অথচ শিথিল দেহ-সম্পর্কে বদ্ধ গোষ্ঠী জীবনের পরিচয় শব্দগুলির মধ্যে লুকিয়ে আছে। তিপ্‌রা ছড়ায় মেলে:,

জিঙ্গী বুবার্ বার্রুরুক্
বুইনি বুমা থাঙ্-রুরুক্
আনি আমালে ফাইরুরুক্
অ আমা, আবুক্ তিলক্ছা
তুবুই ফাইদি।'

ঝিঙে ফুল ফোটা শুরু হয়েছে। অন্যের মা (আবার কাজে) যাচ্ছে, (কিন্তু) আমার মা (ফিরে) আসছে। মা, এক তিলক দুধ নিয়ে এস।

মনে হয় | আমা-নুমা-বুমা | -র সাদৃশ্যে | আফা-নুফা-বুফা | শব্দগুলি সৃষ্টি হয়েছিল। শব্দগুলি পরিবার ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ভাষা থেকে মুক্ত হয়ে ভাষাসম্প্রদায়ের ভাষায় সার্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হলেও, প্রয়োগের দিক থেকে মূলার্থের রেশ এখনও বিদ্যমান।

তিপ্রা ভাষায় সূর্যবাচক শব্দ | সাল্ | । 'দিন' অর্থেও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এর সঙ্গে 'গরম' বাচক শব্দ | তুঙ্ | যোগ করে একটি নূতন শব্দ তৈরি করা হয়েছে। | সাল্ + তুঙ্ = সাতুঙ্ |, অর্থ 'রৌদ্র' । আদি ইন্দোইউরোপীয় সূর্যবাচক শব্দটি বিদেশ ঘুরে পোর্তুগীজদের মাধ্যমে এই ভাষায় প্রবেশ করেছে। এদের আদি বাসস্থান শ্যাম-কম্বোজ ইত্যাদি দ্বীপসমবায়ে সৃষ্ট অতীতের দ্বীপময় ভারতবর্ষ ছিল বলে অনুমান হয়। উত্তরপূর্ব ভারতের বৃহত্তর আসাম এবং অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গ এই দুই দিক দিয়েই তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল।[২] এদের ভাষায় তার প্রমাণ আছে। একই | ক | ধ্বনির মুক্ত (Plosive) এবং বদ্ধ (checked) এই দুই প্রকার যে উচ্চারণ ভেদ (allophone) পাই, তা তাদের মূলবাসস্থান থেকে দুদিক দিয়ে আসার ফল। বঙ্গালী উপভাষার বিভিন্ন বিভাষায়, বিশেষ করে ত্রিপুরায় প্রচলিত বিভাষায় ব্যবহৃত 'চম্পা-কম্পা' শব্দ-যৌগটি | ছাম্ | শব্দের পরিচয় বহন করছে। | ছাম্ | দেশীয় পদ্ধতিতে নির্মিত বেড়াই 'চম্পা'র বেড়া। 'চম্পা'র সাদৃশ্যে 'কম্বোজ' হল 'কম্পা'। শব্দটি বাংলার আঞ্চলিক ভাষায় আগন্তুক। তিপ্রা ভাষার শব্দের সঙ্গে পালাঙ্-ওয়া, মোন্-খমের, সাকাই-সেমোঙ্, মালাই প্রভৃতি অষ্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর ভাষার শব্দের যোগ যে অনেক ক্ষেত্রেই খুঁজে পাওয়া যায়, তার কারণও এটাই। ইন্দোনেশীয়ার দ্বীপময় অঞ্চল অতীতে বহুজাতি ও ভাষার বিগলন পাত্রে পরিণত হয়েছিল। তাই বহু ভাষা ও উপভাষার উপাদান এবং বৈশিষ্ট্য এই তিপ্রা ভাষায় নির্বিচারে প্রবেশ করেছিল। যা পরে ইন্দো-এরিয়ান ভাষার প্রভাবও দূর করতে পারেনি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা বলে পরিচিত তিপ্রা ভাষায় সূর্যবাচক শব্দের মত শক্তিসম্পন্ন ও নিত্যব্যবহার্য শব্দটি ইন্দোইউরোপীয় শব্দ, তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর

ভাষার শব্দ নয়। তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর কুকি-চীন শাখায় সূর্য হল | নি, নী, -নী, নী- |, তিব্বতী শাখায় | নি- |, হিমালয়ান ভাষায় | নাম্, নম্ |। কিন্তু কোথাও | সাল্ | ব্যবহৃত হয় নি।[৩] এইপ্রকার আর একটি শব্দ হল | হর্ |, অর্থ 'আগুন'। তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষায় আগুন হল | মী, মি, মে, মই, মেই |। অষ্ট্রোএশিয়াটিক গোষ্ঠীর পালাঙ্-ওয়াতে | ভার্ | এবং নিকোবরীতে | হেওএ |। কিন্তু বোড়ো গোষ্ঠীর লালুঙ্ ভাষায় মেলে | সর |। এই শব্দটি নিঃসন্দেহে 'সূর্য' শব্দ থেকে উদ্ভূত এবং অর্থান্তরে ব্যবহৃত।[৪]

তিপ্রা ভাষার গৃহবাচক | নক্ | শব্দের তুলনামূলক আলোচনায় দেখি, বোড়ো গোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষায় | ন, নাঁ, নু, নো |, অষ্ট্রোএশিয়াটিক গোষ্ঠীর পালাঙ্-ওয়া ভাষায় নঁ, নিঅ |, খাসীতে | ঈঙ্, স্নি |, নিকোবরীতে | নিঁ |, মোন্-খ্মের-এ | স্ঙি | এবং কুকি-চীন ভাষায় | ঈন্, ইন্ | গৃহবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং লক্ষণীয় প্রতিটির সঙ্গেই অন্ত্যব্যঞ্জনমুক্ত | নক্ > ন | এর একটি আশ্চর্য ধ্বনি সাম্য বিদ্যমান।[৫]

আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষের দৃশ্যপটে যারা আবির্ভূত হয়েছিল, তাদের মধ্যে নিগ্রোবটু, অষ্ট্রোলয়েড এবং দ্রাবিড় এই তিন জাতিই প্রধান। অবশ্য মোহেনজোদাড়োতে প্রাপ্ত মোঙ্গোলয়েডদের কংকালের ধ্বংসাবশেষ এবং 'টেরা-কোটা', কমপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীতেই, ভারতে আর্যদের আগমনের পূর্বেই মোঙ্গোলয়েডদের আবির্ভাবকে প্রমাণিত করে।[৬] নিগ্রোবটু জাতির সভ্যতা ছিল আদিম স্তরে। তারা পশুপালন এবং কৃষিবিদ্যা জানত না। যাযাবর বৃত্তির ফলে তারা সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্ভবতঃ তারা দক্ষিণভারত থেকে উত্তরপূর্ব ভারত হয়ে বার্মা, আন্দামান, এমন কি মালয়, সুমাত্রা পর্যন্ত গমন করেছিল। কিন্তু সভ্যতার আদিমতম স্তরে থাকায়, দু একটি শব্দ ভিন্ন, ভারতীয় ভাষায় নিগ্রোবটু ভাষার কোন প্রভাব পড়ে নি।[৭]

নিগ্রোবটুদের পরে আসে অষ্ট্রোলয়েতরা। পণ্ডিতদের অনুমান মেডিটেরানিয়ান্ অঞ্চলে বসবাসকারী জাতির অতি-প্রাচীন বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীই হল অষ্ট্রোলয়েড এবং তাদের ভাষাই অষ্ট্রিক ভাষা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে আদি-ভারতীয় অষ্ট্রিক জাতির বিভিন্ন শাখা তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ভাষা নিয়ে ভারতের নানা অঞ্চলে, এমন কি মালয়, ইন্দোনেশিয়া (সুমাত্রা, জাভা, বালি, বোর্নিও ইত্যাদি), মাইক্রোনেশিয়া-মেলানেশিয়া (ক্যারোলিন, সান্তাক্রুজ, ফিজি দ্বীপ, নিউহেব্রাইডিস প্রভৃতি), পলিনেশিয়া (তাহিতি, নিউজিল্যান্ড, হাওয়াই প্রভৃতি)-তেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ইন্দোনেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া, মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষাকে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর 'অষ্ট্রোনেশীয়' শাখা বলা হয়। এদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার

জাতিগত মিশ্রণ ঘটেছিল। বিশেষতঃ ইন্দোনেশিয়ায় মোঙ্গোলয়েডদের সঙ্গে, মাইক্রোনেশিয়ায় নিগ্রোবটুদের সঙ্গে এবং পলিনেশিয়ায় দীর্ঘাকৃতি ককেশিয়ানদের সঙ্গে এই মিশ্রণ ঘটেছিল প্রচুর পরিমাণে। ইন্দোচীনের মোন্, খ্মের, কম্বোজীয়, ছাম্, পালাঙ্, ওয়া প্রভৃতি গোষ্ঠীরাও অষ্ট্রিক জাতিরই বিভিন্ন উপজাতি। অষ্ট্রোনেশীয় শাখা ছাড়া উপমহাদেশীয় অষ্ট্রিক ভাষাকে বলে অষ্ট্রোএশিয়াটিক ভাষা। এই শাখায় পড়ে ইন্দোচীনের মোন্-খ্মের, আসামের খাসী, ভারতীয় কোল ভাষা ও উপভাষা, কোচিন-চীনের ছাম্, বার্মার ওয়া এবং পালাঙ্, নিকোবরী ভাষা এবং আদিম নিগ্রোবটু কথিত মালয়ের সেমঙ্ ও সেনোই (সাকাই) উপভাষাগুলি।[৮]

বৃহত্তর ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চল জুড়ে এক সময় যে অষ্ট্রিক জাতি বসবাস করত তার চিহ্ন নানা অঞ্চলের স্থান নামে লুকিয়ে আছে।[৯] | দার্জিলিং, শিলঙ্, হাফ্-লঙ্ | নামের সঙ্গে মিল আছে ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ পর্বতাঞ্চল | লঙ্-তরাই | -এর। শব্দটির সঙ্গে আবার সাদৃশ্য দেখি জঙ্গলময় স্থান নাম | তরাই |-এর। এই সব নাম যারা রেখেছিল তাদের ভাষায় পর্বত বাচক শব্দ ছিল | লঙ্, লিঙ্, লুঙ্ | এবং বিস্তীর্ণ করা অর্থে ব্যবহৃত হত | তর্ | ক্রিয়া মূলটি। ত্রিপুরায় বঙ্গালী উপভাষায় বিভাষায় ব্যবহৃত | লুঙ্গা | শব্দটি আর্যেতর ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর দান। 'পট্টিকের' শব্দের 'কের' অংশের অর্থ যে গ্রাম তা জানা যায় অনুবাদমূলক সমাসকে (translation compound) ভেঙ্গে। 'পট্টি' দ্রাবিড় গোষ্ঠীর শব্দ, অর্থ 'নগর'। অর্থসংকোচনে শব্দটি 'পত্তন, -পট্টি' রূপে গ্রাম বা বসতি অর্থে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এই শব্দের বিশ্লেষণে দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়। প্রথমতঃ, 'পট্টি' এবং 'কের' দুটিই 'নগর' বা 'গ্রাম' বাচক শব্দ এবং এই দুই শব্দ ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী দুই ভিন্ন ভাষা সম্প্রদায়ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, দুই ভিন্ন জনগোষ্ঠীর অবশ্যই যোগাযোগ ঘটেছিল। 'হরিকের / হরিকেল' নামেও '-কের' শব্দ পাই। পশ্চিমবঙ্গের স্থান নামে মেলে 'গুসকরা' শব্দটি। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার গ্রাম্যকথায় পাওয়া যায় 'বাষট্টি করা তেষট্টি ছড়া'র সংবাদ। ঐ জেলার বহুগ্রাম নামের শেষাংশ 'করা' যুক্ত। তিপ্রা জাতির ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িয়ে আছে 'কের্' এবং 'খার্চি' পূজা। 'কের্' পূজায় পূজা স্থলকে কেন্দ্র করে জনপদের চারিদিকে একটি গণ্ডি দেওয়া হয়। তার নাম 'কেরের গণ্ডি'। আসলে রাজধানীর মঙ্গলের জন্য নগর বন্ধনধর্মী অনুষ্ঠান ছাড়া এটি আর কিছুই নয়। এর সঙ্গে আদিম কৌম সমাজের নানা অলৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্র-তন্ত্র ও বিশ্বাসের যোগ সহজেই অনুমান করা যায়। যেগুলি বাড়ি-বন্ধন, গ্রাম-বন্ধন, দেহ-বন্ধন, ঝাড়-ফুক, সরষে-পোড়ার আকারে ওঝা-গুণিন্ বাহিত হয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে এসেছে। 'খার্চি' পূজা হল চতুর্দশ দেবতার পূজা। এই পূজার সবচেয়ে যেটি লক্ষণীয় দিক, তা

হল দেহহীন চোদ্দ মুণ্ডের পূজা। 'খার্‌চি' শব্দের শেষাংশ '-চি' একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যাবাচক শব্দ, তিপ্‌রা ভাষায় যার অর্থ- 'দশ'। সুতরাং চতুর্দশ দেবমুণ্ডের সংখ্যা হয় প্রথমে দশ ছিল, পরে চোদ্দ হয়েছে। অথবা '-চি' একটি অনির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক শব্দ এবং চোদ্দ দেবমুণ্ড হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাবের ফল। হিন্দু-সংস্কারে চোদ্দ সংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমাদের চোদ্দ-পুরুষ, চোদ্দ-প্রদীপ, ভূত-চতুর্দশ, চতুর্দশ ভুবন-ইত্যাদিতে চোদ্দ সংখ্যা। সুতরাং চতুর্দশ দেবমুণ্ডের পরিকল্পনায় হিন্দু-তান্ত্রিকতার প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া, এই দেবতার একটি 'বাণী'। এটি বিবেচ্য যে, যে জাতির জীবনে বিদ্যাচর্চার কোন ব্যাপার নেই, এবং নেই বলেই যে জাতির ভাষায় 'লেখা-পড়া'র সমার্থক কোন শব্দ নেই, তাদেরই দেবচতুর্দশের একটি বিদ্যার দেবী। এই দেবী নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের সংযোজন। সুতরাং '-চি' কে অনির্দিষ্ট সংখ্যা বাচক শব্দ বলে ধরে নিতে বাধা নেই। 'খার্‌' শব্দ 'কার্‌'-এর মহাপ্রাণীভবনের ফল। সুতরাং শব্দটির বিবর্তন এইরূপ ঃ | কার্‌ + চি > খার্‌ + চি = খার্‌চি |। এইভাবে ভাঙ্গলে শব্দটির একটি যথাযথ অর্থ মেলে এবং সেই অর্থ পূজার রূপ-স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অর্থাৎ 'খারচি' পূজা হল দশগ্রামের মঙ্গলার্থে পূজা। 'খার্‌চি' পূজার গতি-প্রকৃতি বর্ণনা ও এই পূজার উদ্ভব-রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য শুধু 'কের্‌' শব্দ ও তার গ্রাম বাচক অর্থটির উপর। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে 'কের্‌-কার্‌-করা-কর্‌' (তু°মানকর) ইত্যাদি গ্রামবাচক যে অষ্ট্রিক শব্দগুলি ছড়িয়ে আছে স্থান নামে, তিপ্‌রা জাতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাচক শব্দে তাদের অজান্তেই মূলার্থসহ আজও তাকে ধরে রেখেছে।

তিপ্‌রা ভাষায় | কলক্‌ | শব্দের অর্থ, 'লম্বা' | শব্দটির | ক- | উপসর্গ বাদ দিলে | লক্‌ | ক্রিয়ামূলটি পাওয়া যায়। এর সঙ্গে পূর্বপদ রূপে | মুই | অর্থ, 'তরকারি' ব্যবহার করে | মুই + কলক্‌ = মুইলক্‌ > মিলক্‌ | অর্থ, 'লাউ' এই সমাসবদ্ধ শব্দটি তৈরি হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, অষ্ট্রিক জাতি যে আদিম পদ্ধতিতে পাহাড়ের গায়ে চাষ করত তাতে গর্ত করার জন্য ব্যবহৃত দণ্ডই হল | লগ্‌, লঅ, | লিঙ্গ |।[১০] এই শব্দটি পরে অর্থান্তরে 'লম্বা' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক বাংলার 'লক্‌লকে, লিক্‌লিকে'র মধ্যে প্রাচীন অষ্ট্রিক শব্দটির অস্তিত্ব টিকে আছে।

ত্রিপুরার নদী ও স্থানবাচক | খোয়াই | শব্দটি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। সাংস্কৃতায়িত নদীবাচক | গঙ্গা | শব্দটির অষ্ট্রিক রূপ | গঙ্‌ |। তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষায় অষ্ট্রিক থেকে আগত এই শব্দটির | খোঙ্‌, কিয়াঙ্‌, ছিয়াঙ্‌, খিয়াঙ্‌ | ইত্যাদি রূপ মেলে।[১১] উত্তর চীনের নদী বাচক | হো | আসলে | খো | শব্দ উদ্ভূত। এই | খো | শব্দের সঙ্গে মিল আছে ত্রিপুরার নদীবাচক শব্দ এবং নদী-কেন্দ্রিক বসতি

| খোয়াই |-এর। বীরভূমেও | খোয়াই | শব্দটি পাওয়া যায়। তা ছাড়া, | গঙ্, দরঙ্, ডিবঙ্, জলঙ্গী (নদীয়া) | ইত্যাদি শব্দগুলির | অঙ্ | অংশটি ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ জুড়ে একই ভাষা-সম্প্রদায়ের বসবাসের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে।[২৭]

এই পর্যন্ত আলোচনায় একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যে, অবিভক্ত ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে, এমন কি ইন্দোনেশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগেও এক সময় অষ্ট্রিক জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী বসবাস করত। এমন কি চীনদেশেও তাদের কোন কোন বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। অর্থাৎ আর্যদের আগমনের সময় পাঞ্জাব থেকে আসাম পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, তিব্বত-চীনীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী পাশাপাশি এক সঙ্গে বসবাস করত।[২৮] ইন্দোচীনে অষ্ট্রিক জাতির সঙ্গে মোঙ্গোলয়েড জাতির যে রক্তের মিশ্রণ ঘটেছিল সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সম্ভবতঃ এই মিশ্রণ ঘটেছিল তিব্বত-চীনীয় ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ভোট-বর্মী ভাষী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। এই জাতিগত মিশ্রণের ফলই আমরা প্রত্যক্ষ করি তিপ্‌রা ভাষার মধ্যে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আলোচনার যোগ্য। ত্রিপুরার সঙ্গে বাঙ্গালী এবং বাংলা ভাষার যোগ দীর্ঘদিনের। ত্রিপুরার রাজভাষাও ছিল বাংলা। কিন্তু এই যোগসূত্রকে কতদূর পিছনে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? চিন্তাকে সুদূর অতীতে প্রসারিত করলেও, বাংলা ভাষার প্রাচীনতম স্তরের কাল-সীমার বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। অথচ তিপ্‌রা ভাষার পদবিধির আলোচনায় এবং কাল-ভাবের গঠন-প্রকৃতিতে, বিশেষতঃ ঘটমান কাল ও যৌগিক-ক্রিয়ার গঠন-প্রকৃতিতে বাংলা ভাষার সঙ্গে মিলের যে আত্যন্তিকতা লক্ষ্য করা গেছে, তা একটি ভাষা-সম্প্রদায়ের উপর স্বতন্ত্র একটি ভাষা-সম্প্রদায়ের মাত্র কয়েক শতাব্দীর প্রভাবের ফল নয়। এর মূল গভীরতম প্রদেশে প্রোথিত। আদি ভারতীয় আর্য গোষ্ঠীর একটি বিচ্ছিন্ন শাখা যে সুদূর অতীতে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে হতে ত্রিপুরা পর্যন্ত এসেছিল তার প্রমাণ মেলে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানময় ত্রিপুরার | পিলাক্ | গ্রামটি। স্থানটি ত্রিপুরার বিলোনীয়ায় অবস্থিত এবং আজও | পিলাক্ | নামেই পরিচিত। যদিও শব্দটির অর্থ এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত। ইন্দো-ইউরোপীয়রা যখন তাদের আদি বাসস্থান ইউরোপীয় সমভূমি থেকে ইউরাল পর্বতমালার দক্ষিণ ভাগ দিয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন তাদের কোন কোন গোষ্ঠী ইউরাল এবং আলটেইক ভাষার সংস্পর্শে আসে এবং মেসোপোটেমিয়ার সুসভ্য অ-সেমেটিক সুমেরীয় এবং সেমেটিক আক্‌কাদীয় জাতির দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে শুধু কিছু কিছু অন্-আর্য শব্দই প্রবেশ করে না, রীতি-নীতি এবং গোষ্ঠী পরিচায়ক চিহ্ন ও প্রবেশ করে। এই প্রকার একটি শব্দ

আক্কাদীয় | পিলাক্ক্ | অর্থ, 'কুঠার'।[১৪] শব্দটি ইন্দোইউরোপীয় ভাষার আর্যশাখায় |* গেলেকুস্ | * সংস্কৃতে | পরশুঃ | এবং ইউরোপীয় শাখার গ্রীকে | পেলেক্স্ | -এ পরিণত হয়েছিল। ইরানীয় আর্যরা, যারা 'অইরিয়ান্'-কে নিজেদের বীজস্থান মনে করত, যারা ছিল প্রাচীন ইরানীয় ভাষায় | খ্শায়খিয় (xšāyaθiya) |, তাদের চোখে এই 'পশু'রা ছিল ব্রাত্য এবং সম্ভবতঃ অবজ্ঞার পাত্র। গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের এই ইতিহাসটি পরশুরামের একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার পৌরাণিক কাহিনীর অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে। এই 'পিলাক্কু'দের কোন বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী পূর্বদিকে অগ্রসর হতে হতে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চল বিলোনীয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল এবং গোষ্ঠীবাচক শব্দের মূলধ্বনিকে পরিবর্তনের হাত থেকে বাঁচিয়ে বজায় রাখতে পেরেছিল। ইন্দোইউরোপীয় জাতির ভারতীয় শাখার এই গোষ্ঠী যে দ্রাবিড় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত এবং বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয় 'পিলাকে'র প্রস্তরময় গঠন প্রকৃতি ও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা উপাদানে তার ছাপ আছে। বৌদ্ধধর্মের আলোচনায় দেখি, অশোকের সময় থেকেই বৌদ্ধধর্ম ভারতে ও বহির্ভারতে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। হীনযানী সম্প্রদায় সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে এবং মহাযানী মতবাদ তিব্বত, নেপাল, চীন প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে।[১৫] বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে চীনদেশের যোগ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কুমার জীবের (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) সময় থেকেই চীনদেশের মানসে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা।[১৬] তিপ্রা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারের কয়েকটি শব্দ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এই জাতির সংস্পর্শের সাক্ষ্য বহন করে। যদিও কয়েকটি শব্দ ভিন্ন বৌদ্ধধর্মের আর কোন প্রভাব এই ভাষায় লক্ষ্য করা যায় না। শব্দগুলি হল ঃ | খেমা | 'মার্জনা করা', | বখপ্ | 'ঢিবি', | বুথুপ্ | 'গুচ্ছ | রাশি', | পিয়া-বখপ্ | 'মৌচাক', | লামা | 'পথ'। | লামা | ভিন্ন অন্যশব্দগুলি | ফেমী, স্তূপ | থেকে ধ্বনি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আগত। | লামা | শব্দ সরাসরি আসলেও অর্থান্তরে সাধনপথ প্রদর্শক থেকে 'পথ' অর্থে ব্যবহৃত। বৌদ্ধ সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, বহু শতাব্দী ধরে এই সাহিত্যের বা শাস্ত্রের রচনা চলেছিল এবং অশোকের আগে বা খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বে খুব বেশি বৌদ্ধ-শাস্ত্র বিধিবদ্ধভাবে রচিত হয় নি।[১৭] হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের পালি ভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশের সময়সীমাও খ্রীষ্টপূর্ব তিনশত থেকে খ্রীষ্টাব্দ দুশত বছরের মধ্যে।[১৮] বস্তুত ২য়-৩য় শতক থেকেই বৌদ্ধধর্ম ও পালি ভাষার বহির্ভারতে দিগ্বিজয় আরম্ভ হয়। এবং বর্মায় বৌদ্ধধর্মের নিরংকুশ আধিপত্য ঘটে এবং পালি ভাষা ধর্মীয় ভাষায় পরিণত হয়। হিন্দু এবং অষ্ট্রিক, মোঙ্গোল, দ্রাবিড় ও আর্য-উদ্ভূত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষা বাহিত হয়ে বহির্ভারতে বিস্তারলাভ করে এবং

খ্রীষ্টাব্দ চার শত বছরের মধ্যেই এশিয়ার বিস্তীর্ণ অংশ, বালি, জাভা, বোর্নিও এমন কি চীনদেশের সঙ্গেও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে তোলে এবং কোন না কোন ভাবে ভারতীয় ধর্ম, বিশেষ করে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রভাব বিস্তার করে অথবা গৃহীত হয়।[১৯] তিপ্‌রা ভাষার শব্দভাণ্ডারে প্রাপ্ত মাত্র অল্প কয়েকটি শব্দে বৌদ্ধ প্রভাব দৃষ্টে মনে হয়, বৌদ্ধ ধর্ম যখন অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে অথচ জনমানসে তার আসন পাকা করতে পারে নি, বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের সেই আদিযুগেই, তিপ্‌রা জাতি তাদের মূল বাসস্থান ছেড়ে নূতন বাসস্থানের সন্ধানে পশ্চিমদিকে বেরিয়ে পড়েছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কনিষ্কের সময় থেকে বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হলে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীকেই তিপ্‌রা জাতির বহির্গমন কাল হিসাবে ধরে নিতে হয়।

জাতি হিসাবে তিপ্‌রাগণ মোঙ্গেলয়েড এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। কিন্তু ভাষার বিচারে তিপ্‌রা ভাষা আর্যভাষা প্রভাবিত অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর কোন বিচ্ছিন্ন শাখা হওয়া সম্ভব। তিপ্‌রা ভাষার ধ্বনির অবস্থানে, রূপতত্ত্বের বিচারে এবং পদবিধিতে তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা-বৈশিষ্ট্যের যে লক্ষণীয় অভাব এবং অষ্ট্রিক ও আর্যভাষার বৈশিষ্ট্যের যে সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়, তাকে তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষায় অষ্ট্রিক ও আর্যভাষার প্রভাব বলে ধরে নিলে ভাষাতত্ত্বের নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে।[২০] যদি প্রভাব বলে ধরে নিই, তবে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে যে, অষ্ট্রিক ও আর্যভাষার প্রভাবের ফলে তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা বলে কথিত তিপ্‌রা ভাষার পদগঠন ও পদক্রম রীতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হল, অথচ শব্দগুলি অপরিবর্তিত থেকে গেল—তা কি ভাবে সম্ভব? কিন্তু ভাষা-তত্ত্বের নিয়মে বিপরীত ক্রিয়া সহজেই হতে পারে। অন্য ভাষার প্রভাবের আত্যন্তিকতায় শব্দ নির্বিচারে প্রবেশ করে, কিন্তু মূল ভাষা তার রূপতত্ত্ব ও পদক্রম পরিবর্তন করে না। বরং আগন্তুক শব্দাবলীকে নিজের রূপতত্ত্ব ও পদক্রমের নিয়মের আধারেই ব্যবহার করে। অষ্ট্রিক ভাষা বহু আক্ষরিক ক্রিয়ামূল ও শব্দযুক্ত (polysyllabic root and words) প্রত্যয়-যৌগিক (affix adding) ভাষা। এই ভাষার মোন্-খ্‌মের শাখা ধ্বনিক্ষয়ের (phonetic decay) ফলে একাক্ষরিক ভাষায় পরিণত হয়। পক্ষান্তরে, তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষা একাক্ষরিক এবং গঠন-প্রকৃতিতে অসমবায়ী (isolating)। যদিও তিব্বতী এবং বর্মীর মত অগ্রসর ভাষা পরবর্তীকালে প্রত্যয়ধর্মী ভাষায় উন্নীত হয়েছিল।[২১] আমাদের অনুমান এই উন্নয়ন উক্ত ভাষায় অষ্ট্রিক এবং আর্য ভাষার প্রভাবের ফল। তিপ্‌রা ভাষার রূপতত্ত্বের বিচারে ভাষাটির প্রত্যয়-যৌগিক প্রকৃতির যে পরিচয় আমার পেয়েছি, সেটি তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষায় অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার প্রকৃতির আরোপ বা প্রভাবজনিত ফল নয়, তা অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির এবং অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশের পরিণাম বলে মনে হয়।

পদক্রমের দিক থেকে অষ্ট্রিক ও ভারতীয় আর্যভাষার সাধর্ম্য থাকায় সম্ভবতঃ |* শেলেকুস্ | নামক আর্য-গোষ্ঠীর কোন বিচ্ছিন্ন শাখার সঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব যুগেই এদের যোগের ফলে পদবিধিতে সহজেই একাত্মতা গড়ে ওঠে এবং পদনির্মাণেও, বিশেষতঃ ঘটমান কালের নির্মাণে, যৌগিক ক্রিয়ায় ও সমাসবদ্ধ পদে আর্যভাষার প্রভাব পড়ে। সেই জন্যই পদবিধিতে তিপ্‌রা ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার এত মিল আমরা লক্ষ্য করি। তবে এই মোঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর যে তিব্বত-চীনীয়-গোষ্ঠী ভাষাভাষী কোন কোন শাখার সঙ্গে যোগাযোগের নিবিড়তা ছিল সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। এই যোগ সূত্রের পথ ধরেই তিব্বত-চীনীয় গোষ্ঠীর ভাষার শব্দাবলী প্রতন-তিপ্‌রা (Proto Tipra) ভাষায় নির্বিচারে প্রবেশ করে এবং প্রত্যয়-যৌগিক ভাষার কাঠামোয় ব্যবহৃত হয় এবং নানা সূত্রাগত শব্দ এই ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারকে পরিপুষ্টি দান করে। সেই জন্যই তিপ্‌রা ভাষার মধ্যে অষ্ট্রিক, ভারতীয় আর্য, বিশেষতঃ নব্যভারতীয় আর্য-ভাষার বাংলা এবং তিব্বত-চীনীয় ভাষার বিভিন্ন উপাদান-উপকরণের কলরব আমরা শুনতে পাই।

● **পাদটীকা ঃ**

১। শ্যামল দেববর্মা ঃ ত্রিপুরী লোক সাহিত্যে ছেলে ভুলানো ছড়া, আগরতলা, নভেম্বর, ১৯৭৮, পৃঃ ১৫—১৮।

২। Sunitikumar Chatterji : The Languages and Literatures of Modern India, 1963, pp. 20.

৩। G.A. Grierson : Linguistic Survey of India. Vol. I. Part-III, 1973, pp. 92

৪। ঐ, পৃঃ ৯৮ ঃ বাল্কের নিরুক্তে 'সূর্য' অর্থে 'স্বর' শব্দটি মেলে। এই 'স্বর' থেকে 'হর্' শব্দটি উদ্ভূত ও অর্থান্তরে ব্যবহৃত হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

৫। ঐ, পৃঃ ১০২ ঃ নিরুক্তে 'গৃহ', বাসস্থান অর্থে 'নোক' শব্দটি পাওয়া যায়। এটি সংস্কৃতায়িত অন্-আর্য, শব্দ বলে অনুমান করি।

৬। Suniti Kumar Chatterji : Languages and Literatures of Modern India, 1963, pp. 19.

৭। Suniti Kumar Chatterji : Indo-Aryan and Hindi, 1969,m pp. 34-36.

৮। ঐ, পৃঃ ৩৬—৩৮।

৯। Suniti Kumar Chatterji : Languages and Literatures of Modern India, 1963, pp. 17

১০। Suniti Kumar Chatterji : Indo-Aryan and Hindi, 1969, pp. 38.

১১। ঐ পৃঃ ৩৮—৩৯।

১২। Hamlet Bareh : The History and Culture of Khasi People, 1967, pp. 18.

১৩। Suniti Kumar Chatterji : Languages and Literatures of Modern India, 1963, pp. 14.

১৪। Suniti Kumar Chatterji : Indo-Aryan and Hindi, 1969, pp. 25.

১৫। ডঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ১৩৭৯, পৃঃ ১১—১২।

১৬। জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী ঃ চর্যাগীতির ভূমিকা, ১৩৮২, পৃঃ ৩২।

১৭। ডঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ১৩৭৯, পৃঃ ৮।

১৮। পরেশচন্দ্র মজুমদার ঃ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, ১৩৭৮, পৃঃ ২৬৯।

১৯। Suniti Kumar Chatterji : Languages and Literatures of Modern India, 1963, pp. 30.

২০। ঐ, পৃঃ ২০

২১। (ক) ঐ, পৃঃ ২৬

(খ) Suniti Kumar Chatterji : Indo-Aryan and Hindi, 1969, pp.40 - 41.

॥ পরিশিষ্ট ॥

বিদ্যাসাগরের 'দ্বিতীয় ভাগে'র ১০ম পাঠের 'চুরি কারা কদাচ্ উচিত নয়' শীর্ষক গল্পের নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি বর্তমানে চলিত তিপ্রা ভাষার দেববর্মা উপভাষায় বাংলায় আক্ষরিক অনুবাদ সহ অনূদিত হল।

'একদা, একটি বালক বিদ্যালয় হইতে, অন্য এক বালকের একখানি পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল। অতি শৈশবকালে ঐ বালকের পিতামাতার মৃত্যু হয়। তাহার মাসী লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি, তাহার হস্তে ঐ পুস্তকখানি দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুবন, তুমি এই পুস্তক কোথায় পাইলে। সে বলিল, বিদ্যালয়ের এক বালকের পুস্তক। তিনি বুঝিতে পরিলেন, ভুবন ঐ পুস্তকখানি চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তিনি পুস্তক ফিরাইয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনের শাসন, বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না'

সাল্-মা, চেরাই মাসা ইস্কুল্ ছিনি তাই মাসা চেরাইনি
একদা, বালক একটি বিদ্যালয় হইতে অন্য এক বালকের

পুথি কাঙ্সা খগয় তুবুখা। অবর্ চেরাই ফুরু
পুস্তক একখানি চুরি করিয়া আনিয়াছিল। অতি শৈশব কালে

আব চেরাইনি মা-ফা থুইবাইখা। বিনি আতুইজুক্
ঐ বালকের পিতা-মাতা মরিয়া যায়। তাহার মাসী

পালায়্-খা। ব, বিনি য়াগ আ পুথিন
লালন পালন করিয়াছিলেন। তিনি, তাহার হস্তে ঐ পুস্তককে

নুগয়্, ছুঙ্খা, বুবন্, নুঙ্ অম পুথি
দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুবন, তুমি এই পুস্তক

বর মান্খা। ব ছাখা, ইস্কুল্নি চেরাই মাসানি।
কোথায় পাইলে। সে বলিল, বিদ্যালয়ের বালক একজনের।

ব বুজি-মান্‌খা, বুবন্ আ পুথি খগয় তুবুখা।
তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভুবন ঐ পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছে।

ফিয়া ব পুথি কিফিলয় রিনানি ছালিয়া, তাই
কিন্তু তিনি পুস্তক ফিরাইয়া দিতে বলিলেন না, এবং

বুবন-ন সাসন খ্লাইলিয়া, বা বুবন-ন খগ্‌নানি মানা
ভুবনকে শাসন করিলেন না, বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ

খ্লাইলিয়া।
করিলেন না।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

১। অজিতবন্ধু দেববর্মা ঃ কক্-রবাম্, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, ১৯৬৭।

২। — ঃ কক্ ছুরুমো, বাগ্ছা, বাগ্নুই, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, ১৯৬৩।

৩। চন্দ্রকুমার সিংহ ঃ মৈতে লোন (Manipuri Language), ১৯৬৫।

৪। দশরথ দেব ঃ কগ-বরক্ ছীরীঙ, আগরতলা, ১৯৭৭।

৫। পরেশচন্দ্র মজুমদার ঃ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, ১৩৭৮।

৬। পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ঃ বাংলা ভাষা, ১৯৭৬।

৭। মুহম্মদ আবদুল হাই ঃ ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, ঢাকা, ১৩৭৪।

৮। রাধামোহন দেববর্মণ ঃ কক্-বরক্-মা, ১৩০১ ত্রিপুরাব্দ (১৮৯৯)।

৯। — ঃ ঐ, শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার, ১৯৫৯।

১০। সুকুমার সেন ঃ ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫।

১১। সুহাস চট্টোপাধ্যায় ঃ ত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ, আই. এল. এ. এল., কলিকাতা, ১৯৭২।

১২। শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার প্রকাশিত 'রাজমালা', ১৯৬৭।

১৩। Andrew Wilkinson : The Foundation of Language, Oxford University Press, 1971.

১৪। A.A. Gleason : An Introduction to Descriptive Linguistics, Indian Edition, 1968.

১৫। Andre Martinent : Elements of General Linguistics, Faber and Faber Ltd., London, 1964.

১৬। Asok Kumar Hui : Complementation in Bengali and English : A Study in Contrastive Analysis.
(An unpublished dissertation for the degree of M. Lit., in CIEFL. Hyderabad, 1978.

১৭। Daniel Jones : An outline of English Phonetics, (Hoffer), 1950.

১৮। Dell Hymes : Language in culture and society (a reader in Linguistics and Anthropology), Allied Publishers Private Limited, 1964.

১৯। 'Epoch' Publishing House : Modern Chinese Reader, Part I, Peking, 1958.

২০। Francis P. Dinneere : An Introduction to General Linguistivcs, USA., 1967.

২১। G.A. Grierson : Linguistic Survey of India, Vol., I, Part II, Vol. III, Part I and II, 1967 and 1973.

২২। Hamlet Bareh : The History and Culture of the Khasi people , 1967.

২৩। Mario A. Pei : The world's chief Languages, 3rd Edn., London.

২৪। N. Chomsky : Syntactic Structures, 1957.

২৫। — : Language and Mind, 1968.

২৬। Suniti Kumar Chatterji : Indo-Aryan and Hindi, 1969.

২৭। — : Languages and Literatures of Modern India, 1963.

২৮। — : ODBL, George Allen and Unwin Ltd., Vol. I, (Rupa and Co.), 1975.

২৯। Suniti Kumar Chatterji : Kirāta-Jana-krti, JAB : Vol. 16, No. 2., 1950, Cal.

৩০। Suzette Haden Elgin : What is Linguistics ? USA., 1979.

৩১। Winfred P. Lohmann : Historical Linguistics : an Introduction. Oxford and 1BH. Publishing Co., Indian Edition, 1968.